বন-পাহাড়ের চিঠি

(সচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অভিক্ষা

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ওঁ

বন-পাহাড়ের চিঠি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্ত্তিক, ১৪২৪

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,

বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক— সত্তর টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) [2017]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,

লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,

দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—

অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,

লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-82043-18-8

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম

পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,

কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম

"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম

পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম

২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম

রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,

গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি

পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

"বন-পাহাড়ের চিঠি" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডের নিবেদনে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিবার নাই। ত্রিপুরা-লুসাই-চট্টগ্রাম সীমান্তের দুরধিগম্য পার্ব্বত্য বস্তিগুলি ভ্রমণের পরে আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সেই অঞ্চলের পার্ব্বত্য-জাতীয় শিষ্যদের নিকটে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার কতক প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্য বন-পর্ব্বতে পতিতোদ্ধার কার্য্য প্রবল বেগে পরিচালিত হউক। সবগুলি পত্র দ্বিতীয় খণ্ডে না ধরিলে তৃতীয় খণ্ডও বাহির হইতে পারে। কিমধিকমিতি চৈত্র, ১৩৬৯

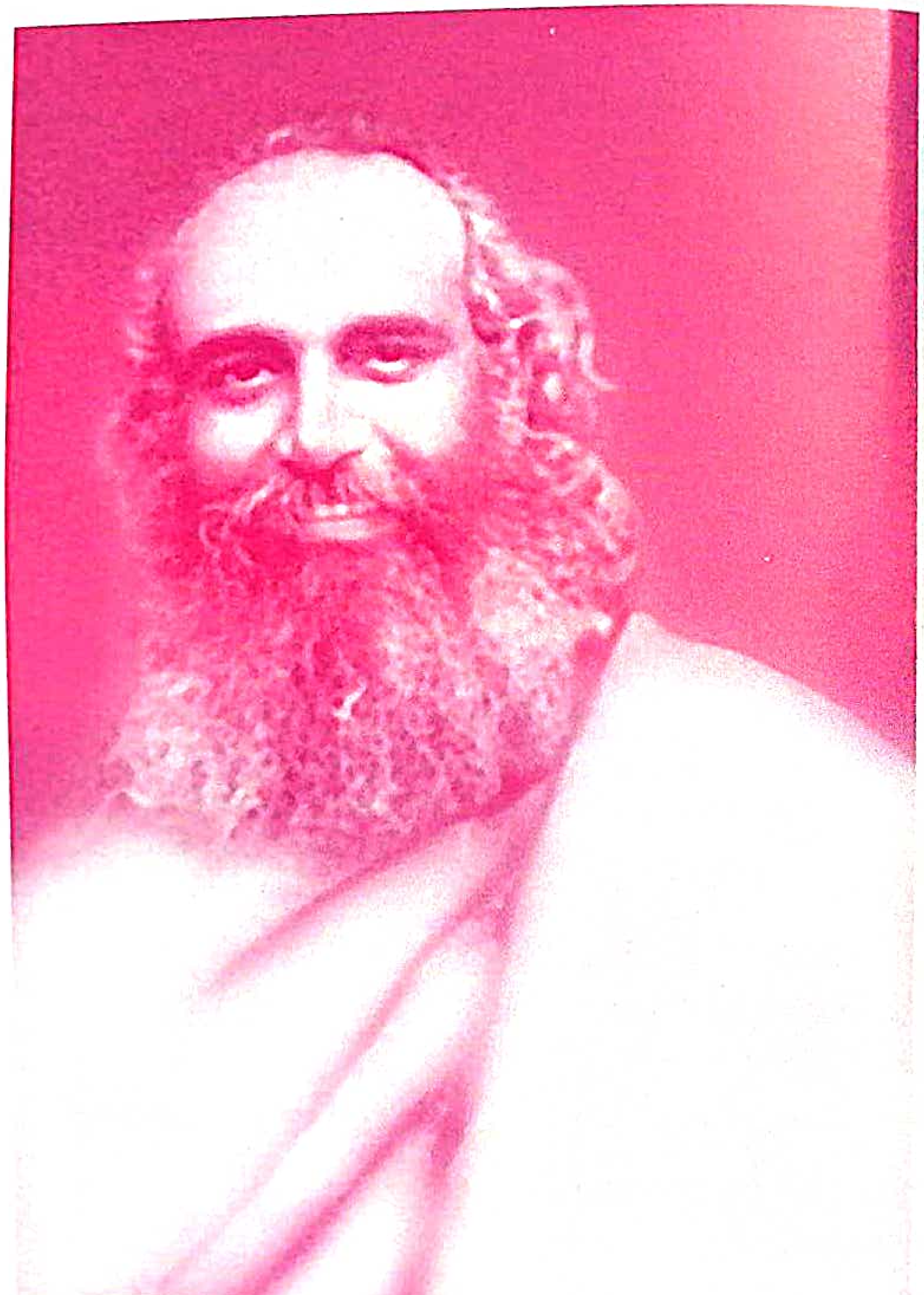
অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

নিবেদক
শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

বন-পাহাড়ের চিঠি

(১)

হরি ওঁ
কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ মেণ্ডরায় রিয়াং
পিপলাছড়া

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মেণ্ডরায়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তোমরা কাজ করিতে নামিয়া যাও। প্রত্যেক যুবককে স্মরণ করাইয়া দাও যে, দেশ, জাতি ও জগতের প্রতি তাহার অফুরন্ত কর্ত্তব্য আছে। আজিকার তরুণ কিশোর আগামী দিনের অভিভাবক ও নেতা। তোমাদের দেশ, তোমাদের জাতি কি ভাবে চলিবে, কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে, তাহার সবই নির্ভর করে তোমাদের এই যুবক-সম্প্রদায়টীর উপরে। তোমরা এই যুবকদের মধ্যে সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে লাগিয়া যাও।

(৭ পৃষ্ঠায়দ্রষ্টব্য)

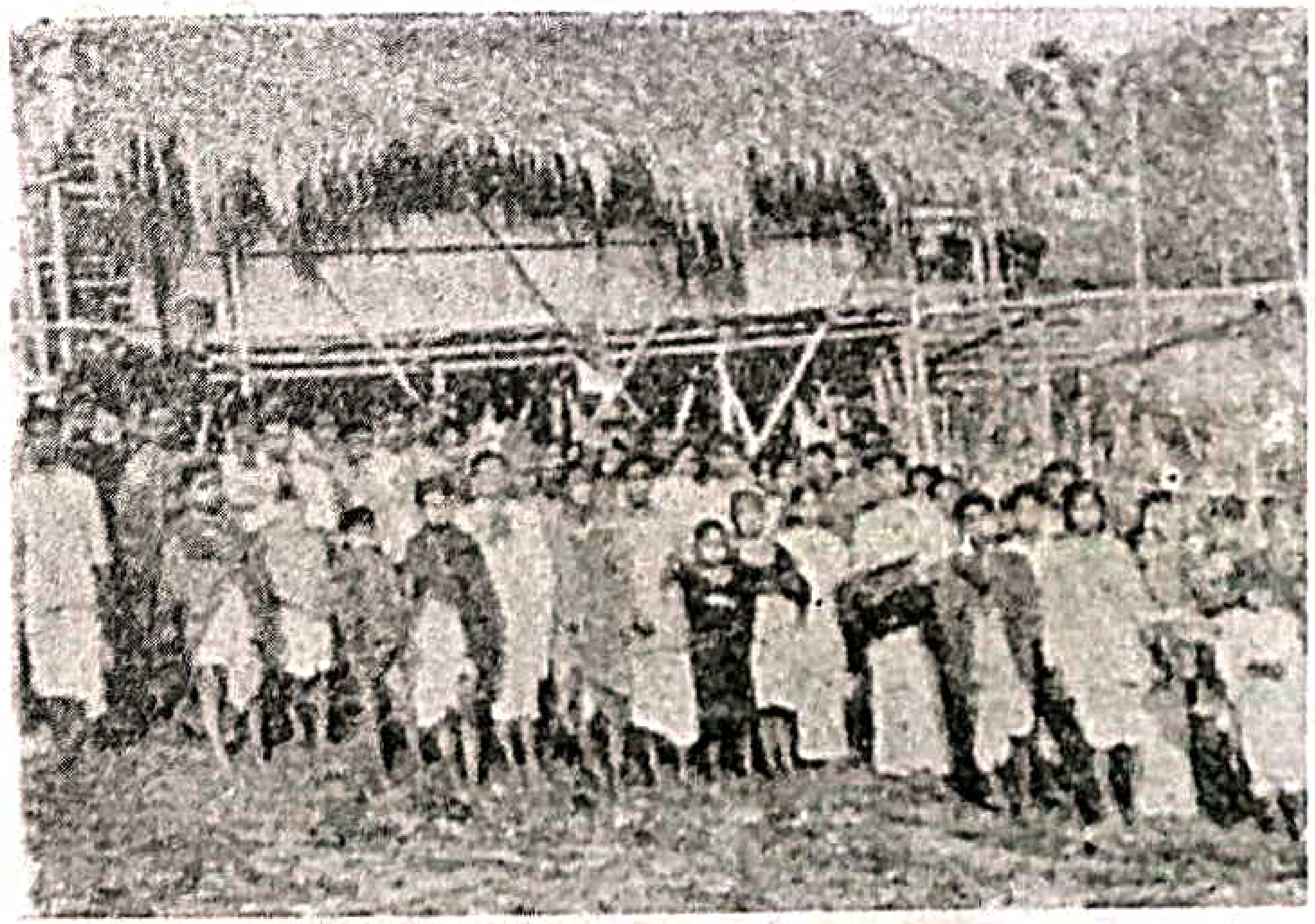
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD



রিয়াংরা টিলায় বাস করিতে ভালবাসে। দুগাঙ্গা।

যুবকেরা যদি সঙ্কল্প করে যে, স্বজাতি ও স্বদেশকে হীন থাকিতে দিব না, তাহা হইলে তাহাদের স্বজাতি ও তাহাদের স্বদেশ আর হীন থাকিতে পারে না। তোমাদের ইচ্ছার উপরে তোমাদের জাতিটীর ভাগ্য নির্ভর করে। তোমরা তোমাদের ইচ্ছার এই শক্তি সম্পর্কে সচেতন হও। তোমরা তোমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সমাজের কল্যাণে প্রয়োগ কর।

আমি তোমাদিগকে উন্নত হইবার পথ-প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। তোমাদের যাবতীয় উন্নতির চেষ্টায় আমি তোমাদের নিত্য-সহচর ও নিত্য সহায়ক থাকিতে চাহি; আমি তোমাদের জীবনের ইতিহাসকে



রিয়াংদের বাসগৃহ-মনাছড়া।

সর্ব্বজনের আদরণীয় করিতে চাহি। তোমরা নিজেদের মঙ্গল নিজেরা সাধন করিবার জন্য ব্রতাবদ্ধ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

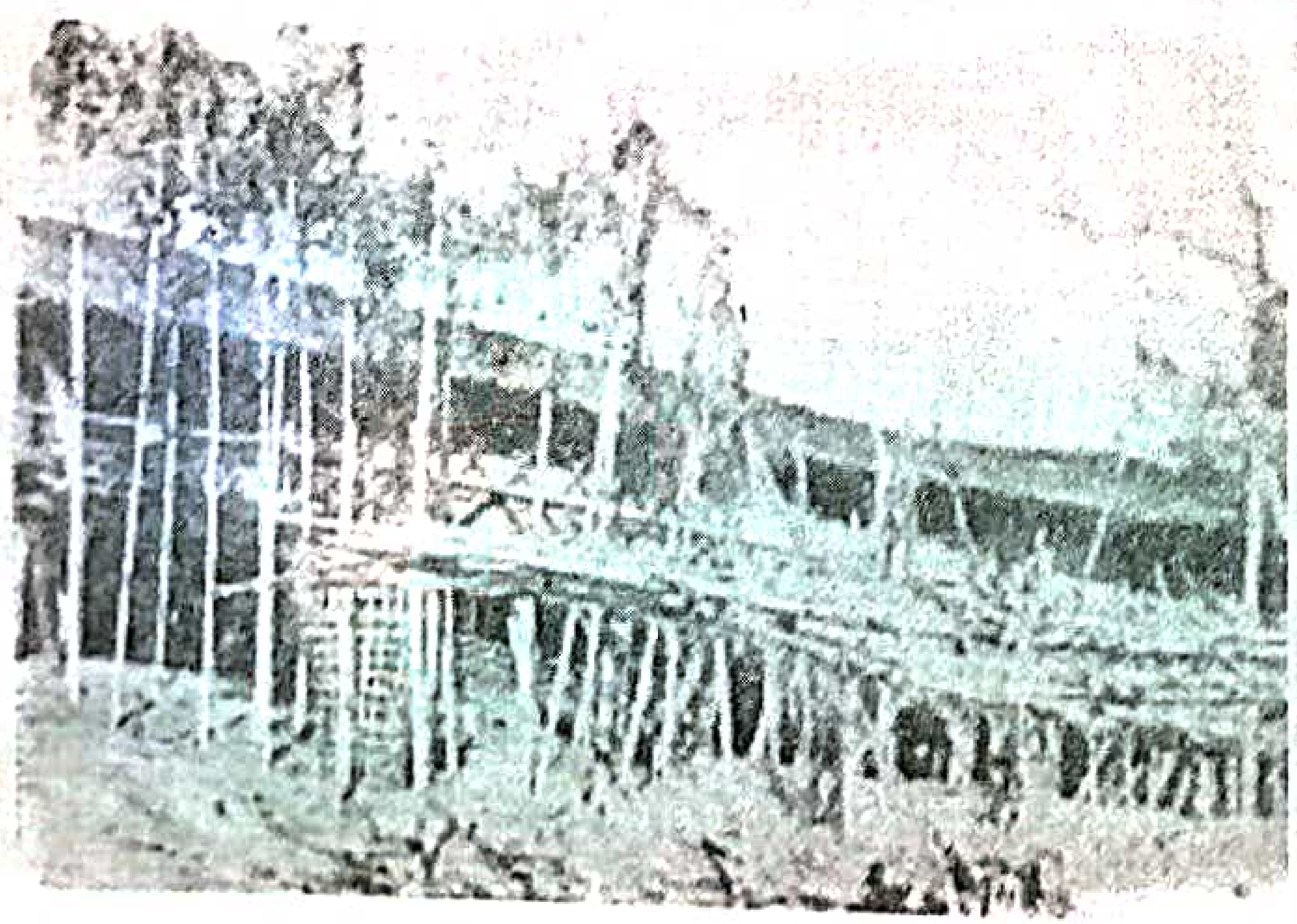
হরিওঁ
কলিকাতা

শ্রীমান্ মেরজ রিয়াং
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

পিপলাছড়া

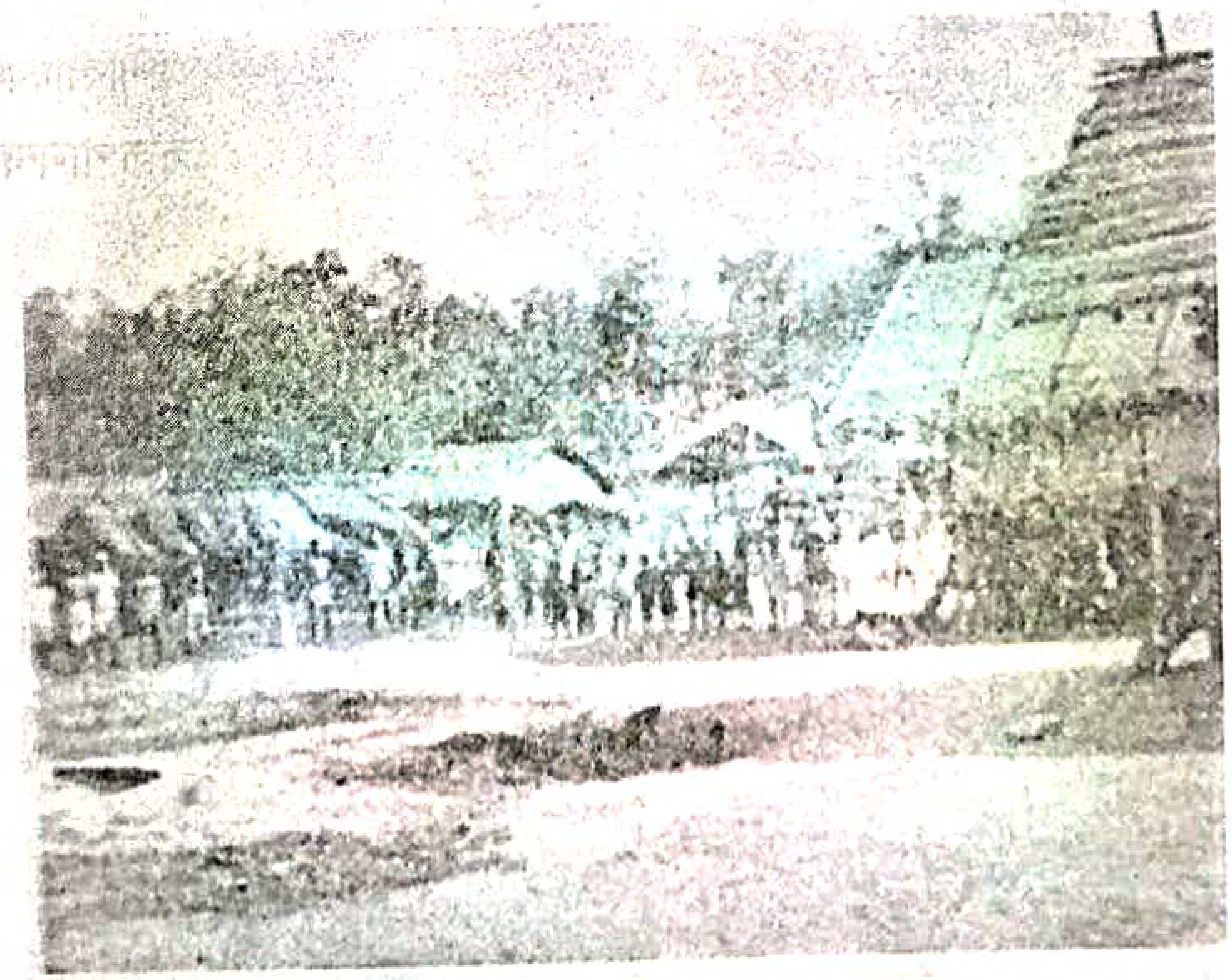
কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মেরাজ, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।



বাসগৃহ-দুগাঙ্গা

তোমার বয়সী যুবক-যুবতী তোমাদের জাতি ও দেশের ভিতরে যত জন যেখানে আছে, সকলের কাছে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিও। সকলকে বলিও, আমি তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। আমি প্রত্যাশা করি যে, তোমরা তোমাদের বয়সের প্রকৃত মূল্য এবং মর্য্যাদা বুঝিবার চেষ্টা করিবে, তোমরা এই বয়সে দেহ ও মনকে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় হইতে দূরে রাখিবে, তোমরা প্রতিজনে শরীর ও মনকে পবিত্র রাখিয়া



রিয়াংপল্লী—মনাছড়াবাড়ী

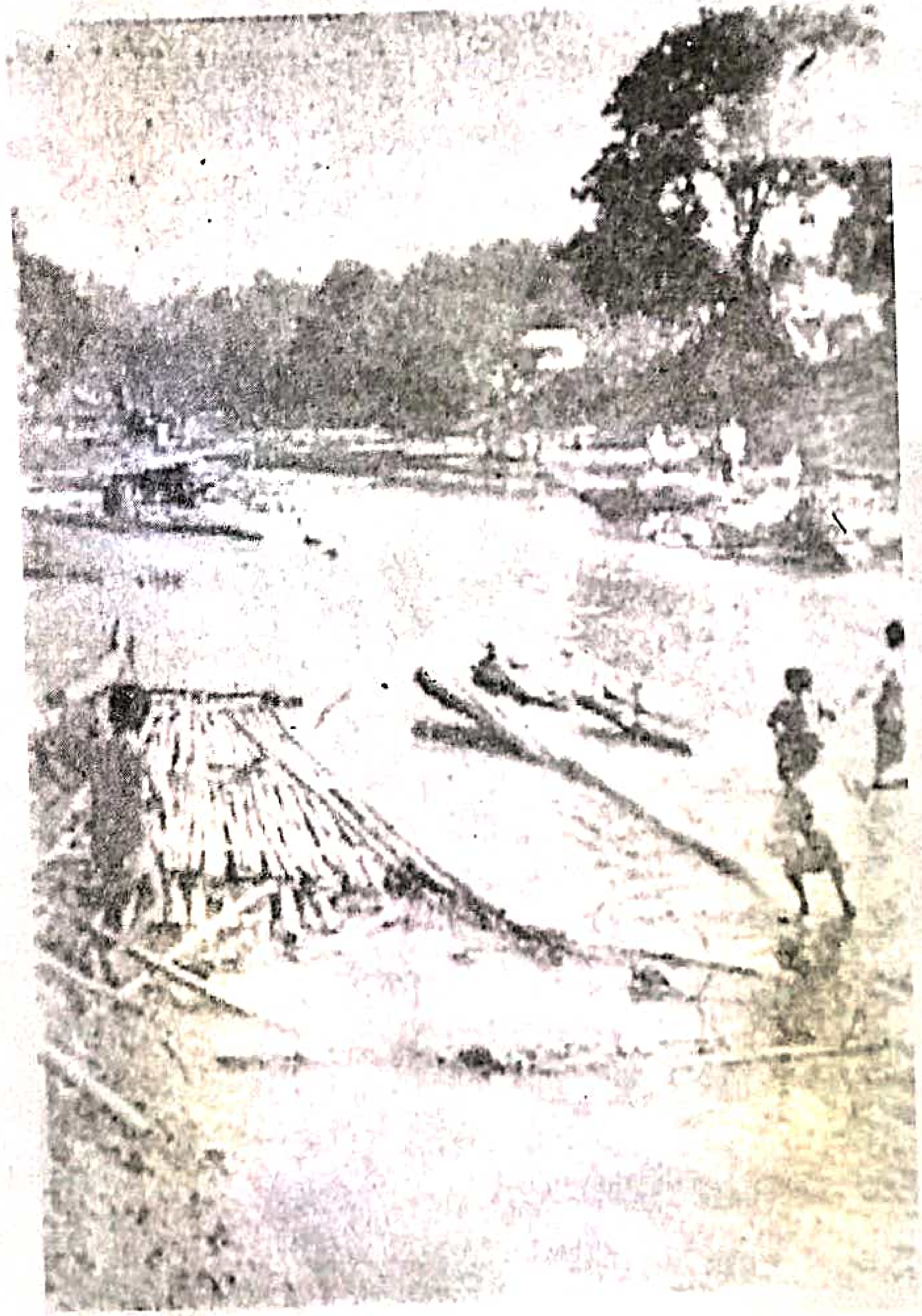
সংযম ও সতীত্বের বলে চারিদিক তোমাদের কর্ম্মের গৌরবে উজ্জ্বল করিবে।

পৃথিবীর সকল দেশেই তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েরাই জাতির ভিতরে নূতন আশার প্রদীপ ধরিয়াছে, নূতন ভরসার দীপশিখা জ্বালিয়াছে, নূতন উৎসাহের বন্যা আনিয়াছে, নবজীবনের গোড়াপত্তন করিয়াছে। যাহা অন্য সকল জাতি সম্পর্কে সত্য হইয়াছে, তাহা তোমাদের জাতি সম্পর্কেও সত্য হইবে। তোমরা তোমাদের বয়সের মহত্ত্ব স্বরণ করিয়া তদুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ



রিয়াংপল্লী—মনাছড়াবাড়ী



ভগিনী দামছড়ার বক্ষলগ্না লঙ্গাই নদী

(৩)

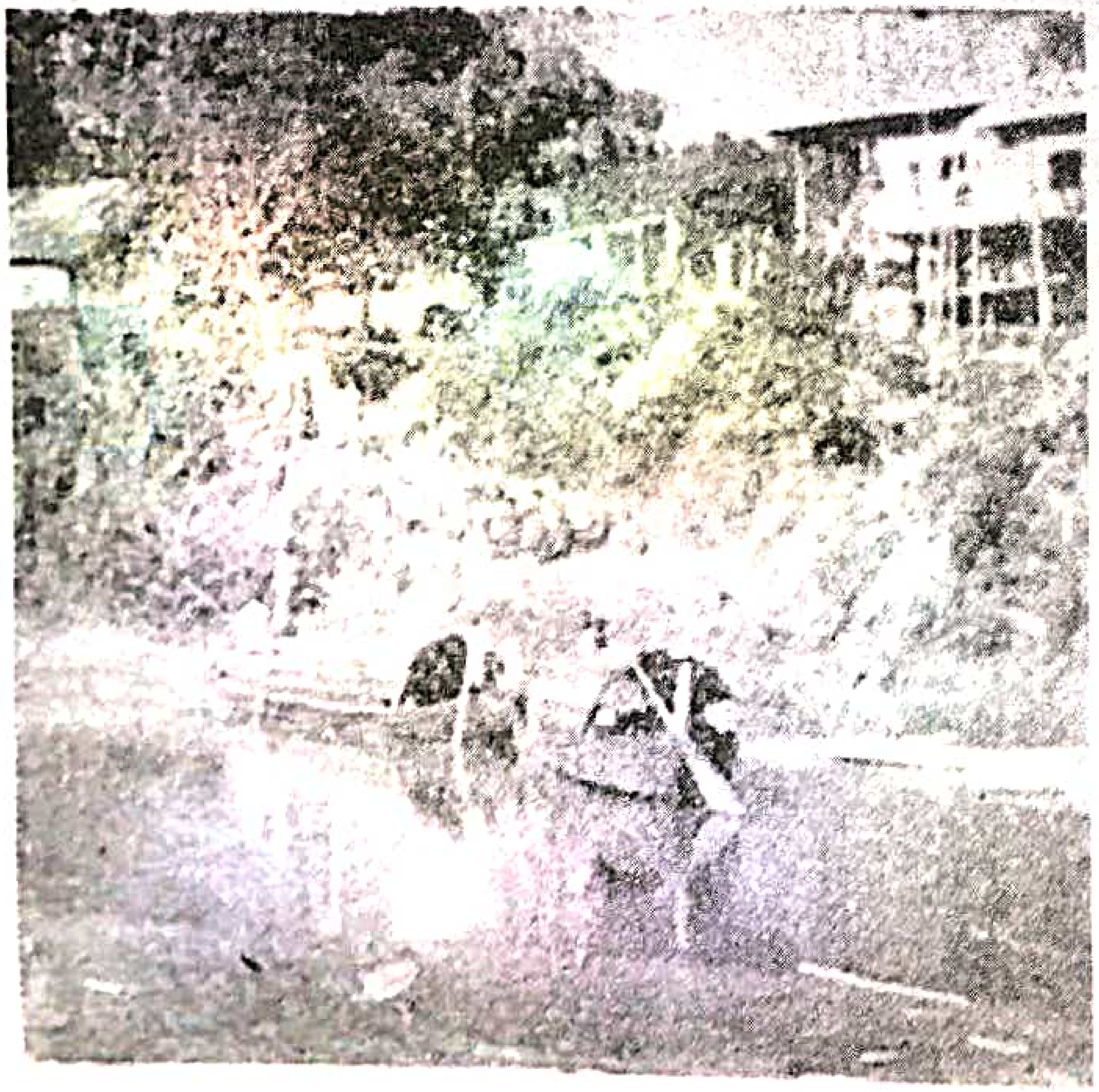
হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ হাকিন্‌দা রিয়াং ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

পিপলাছড়া

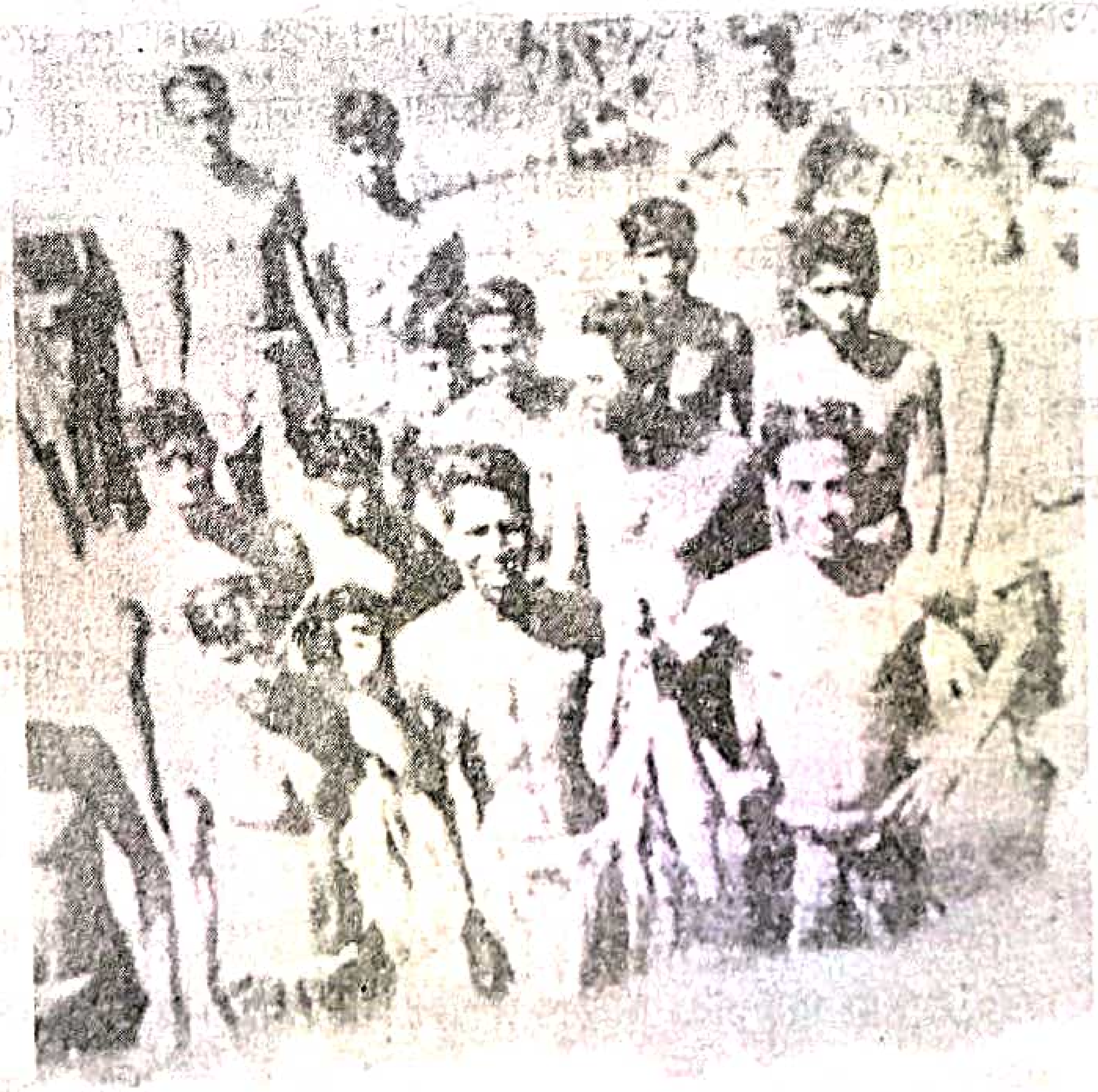
কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা হাকিন্‌দা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।



সুন্দরী দামছড়া

আমার পত্র পাইয়া অবাক্ হইও না। আমি আমার এগার শত রিয়াং পুত্র-কন্যাদের প্রত্যেকের নিকটে একখানা করিয়া পত্র লিখিতেছি এবং সঙ্গে একখানা করিয়া উপাসনার বই পাঠাইতেছি। পত্র লিখিতে শ্রম আছে, সময়ও লাগে, তবু যে পত্র লিখি, তাহার কারণ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ। পত্র লিখিতে আমি আনন্দ পাই। প্রতিখানা পত্র



লঙ্গাই নদীতে মৎস্য-শীকার। ইহারা রিয়াং নহে, কাছাড়ী-মুসলমান। মিজো পাহাড়ের রাস্তা তৈরী করিতে আসিয়াছে।

তোমাদের নিকট আমার আনন্দ, আমার বিশ্বাস, আমার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা বহন করিয়া লইয়া যায়।

তোমারা বয়সে নবীন। তোমাদের সমাজের প্রবীণদের পরামর্শ লইয়া তোমরা অন্যান্য নবীনদের মধ্যে কাজ করিতে লাগিয়া যাও। বনে বনফুল ফোটে, কিন্তু তাহার সুমধুর সৌরভ কয়জনে পায়? তোমাদিগকে বনফুলের মত সুন্দর দেখিয়াছি। কিন্তু তোমাদের গুণের সুগন্ধ কয়জনে জানে? তোমরা নিজেরাও অনেকে জান না যে, তোমাদের ভিতরে কত দামী জিনিষ আছে।

আমি তাহা জানিয়াছি এবং সেইজন্যই তোমাদিগকে তোমাদের সমাজের ব্যাপক মঙ্গল-প্রদায়ক কাজে লাগাইতে চাহিতেছি। তোমরা আত্ম-অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজেদের অন্তর্নিহিত সকল সদ্‌গুণের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি ওঁ — কলিকাতা

শ্রীমান্ দাতারাম রিয়াং চৌধুরী — ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

দাতারাম বাড়ী

শ্রীমান্ সারদা রিয়াং চৌধুরী

উড়িছড়া

শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র রিয়াং চৌধুরী

মহিমচন্দ্র বাড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা দাতারাম, সারদা ও মহিম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমাদের নিজ নিজ পল্লীর প্রত্যেকটী নারী ও পুরুষকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস দিও।

আমি কি উদ্দেশ্যে তোমাদের অঞ্চলে গিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের অজানা নহে। তোমরা ধনী নহ যে ধনলোভে যাইব। তোমরা অধিকাংশই এত দরিদ্র যে, তোমাদের দারিদ্র্য দেখিয়া কোথাও কোথাও আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। তোমাদের ওখানে তোমাদেরই শক্তি দ্বারা যাহাতে তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়, তাহারই জন্য তোমাদের মধ্যে গিয়াছিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া আসিয়াছি। বিভিন্ন পাড়ার চৌধুরীরা মিলিত হইয়া তোমরা অবিলম্বে পরামর্শ কর যে, তোমাদের নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তোমরা তোমাদের সর্ব্বশক্তি কি ভাবে বিনিয়োজিত

করিবে। আমি তোমাদের প্রত্যেককে কর্ম্মে নিয়োজিত দেখিতে চাহি। যে কর্ম্মের দ্বারা সমগ্র সমাজের মঙ্গল হইবে, আমি তোমাদিগকে সেই কর্ম্মে লাগাইয়া দিতে চাহি। দাবানল যেমন সমস্ত বনময় ছড়াইয়া পড়ে, তোমাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তেমন করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক। সমস্ত জাতিটার ভিতরে নবজাগরণ সুরু হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমতী মাইচাইতি রিয়াং ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

জলেভাসা

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মাইচাইতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। হিন্দুমতে নূতন তারিখ হইয়া গিয়াছে। আর মিনিট পঞ্চাশ পরেই দমদম বিমান-ঘাটীতে রওনা হইব। খোয়াই যাইতেছি। প্রগ্রাম তোমাদের অঞ্চলেও পাঠাইয়াছি। জানি না, তোমাদের দিকের কেহ কৈলাসহরে আসিয়া মিলিত হইতে পারিবে কি না।

তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে নিয়ত ভগবৎ-স্মরণ করিও। ভগবানকে বাদ দিয়া নিজের উন্নতি বা জাতির উন্নতি হয় না। ভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই তোমরা প্রতিটি কার্য্য কর।

ধর্ম্মের নামে যদি কখনও নিকৃষ্ট জিনিষ তোমাদের মধ্যে পরিবেশিত হয়, তবে তাহা তোমরা পরিত্যাগ করিও। তোমরা দেহে মনে প্রাণে সৎ ও পবিত্র থাকিবার চেষ্টা করিও। সৎ যাহার চেষ্টা, ভগবান তাহার সহায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ কাইরিংত রিয়াং ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী আইছরাংতি রিয়াং

জুরি জলেভাসা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা কাইরিংত এবং স্নেহের মা আইছরাংতি তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের অঞ্চলে কোনও প্রগ্রাম করিতে না পারিলেও তোমরা যে দুইদিনের পথ হাঁটিয়া দামছড়া গিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলে, তাহাতে তোমাদের প্রাণের গভীর আগ্রহ সূচিত হইয়াছে। তোমাদের এই ব্যাকুলতা তোমাদের দেহ-মন-প্রাণের পূর্ণ ঈশ্বর-সমর্পণের দ্বারা সার্থক হউক।

তোমাদের ঐ সাময়িক ব্যাকুলতা দর্শনে আমি বারংবার ভাবিয়াছি

যে, ইহাকে যদি স্থায়ী করা যায়, তাহা হইলে তোমরা জগতে অসাধ্য-সাধন করিবে। আর অসাধ্য-সাধন প্রয়োজনও। এমনই নিম্নস্তরে তোমরা পড়িয়া আছ যে, তোমাদের উঁচুতে নিয়া তোলা এক সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু এই কঠিন কাজটী আমি সম্পাদন করিবার জন্য পণ করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ অবিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদেরই বিকাশের দ্বারা তাহাদেরই সহায়তায় ইহা আমি করিব। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজেদের বলেই আত্মোদ্ধার করিবে।

তোমরা সর্ব্বাদা আত্মবিশ্বাস রাখিবে এবং জীবন-যাত্রা-নির্ব্বিাহের সরল সত্য পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে। আমি যে অনিন্দিত সাধন তোমাদের দিয়া আসিয়াছি, তাহাতে লাগিয়া থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি ওঁ

কলিকাতা

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ অইয়ারায় রিয়াং

জুরি জলেভাসা

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা অইয়ারায়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই পত্র তোমরা সময় মতন পাইবে কিনা জানি না। পাইলে

চেষ্টা করিলে ১৪/১৫/১৬/১৭ জ্যৈষ্ঠ কৈলাসহরে এবং ১৮/১৯ জ্যৈষ্ঠ ফটিকরায়ে আসিয়া দেখা করিতে পারিবে। দামছড়াতে তোমাদের যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, তাহাতে পুনরায় তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণে আবেগ অনুভব করিতেছি।

তোমরা সর্ব্বদা মনঃপ্রাণ ভগবানের নামে লগ্ন করিয়া রাখিবে। নাম কখনও ভুলিবে না। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, যেই সময়ে সাধারণ মানুষ কামের, ক্রোধের আর লোভের চর্চ্চায় জীবন কাটাইতেছে, সেই সময়ে তোমাদিগকে ষড়রিপুর ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই দুশ্চর তপস্যা একমাত্র ভগবৎ-সাধনেই সিদ্ধ হয়।

তোমরা প্রতিটি প্রতিবেশী, প্রতিটি গ্রামবাসী, প্রতিটি রাজ্যবাসীর প্রাণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর। একা একা উন্নতি উন্নতিই নহে, সকলকে লইয়া যে অভ্যুদয়, তাহাই প্রকৃত উন্নতি। তোমরা সকলের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া প্রতিজনে চল।

মন হইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কখনও দূর হইতে দিবে না। নিজেদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হতাশও হইবে না। আশায় বুক বাঁধো, ভরসায় বললাভ কর। তোমাদের প্রত্যেকটী মঙ্গলের প্রয়াসে আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি তোমাদিগকে কখনও কোনও অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিব না বলিয়াই আমি তোমাদের গুরু। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

কৈলাসহর
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

হরিওঁ
শ্রীমান্ মাজারায় রিয়াং
চৈত্রফাবাড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মাজারায়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই কয়দিন তোমাদেরই রাজ্যের খোয়াই, কমলপুর কাজ করিয়া এখন কৈলাসহরে আসিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের এত কাছে আসিয়াছি যে, এখনই ছুটিয়া গিয়া তোমাদের গ্রামগুলিতে এক হাঁটু কাদায় নামিয়া গৃহের পর গৃহ ঘুরিতে আর অবিরাম বর্ষণে ভিজিয়া তোমাদের সকলকে বুকে ধরিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। কাল ত' আরও কাছে যাইব, ফটিকরায়, কিন্তু সেখান হইতেই আমাদের গতি পশ্চিমাভিমুখী হইবে। বর্ষা থামুক, বৃষ্টি কমুক, আমি ১লা অগ্রহায়ণ বা ২২শে অগ্রহায়ণ পুনরায় দামছড়া আসিব। পুনরায় তোমাদের দরিদ্র-পল্লীগুলি ভ্রমণ করিব। পুনরায় আমার সরলপ্রাণ বনবাসী সন্তানদের সহিত মিলিত হইব। তোমাদিগকে দেখিলে তোমাদিগকে কাছে পাইলে আমার কত আনন্দ তাহা কি আর কহিব।

এখান হইতে তোমাদের বাড়ী বোধ হয় আশি পাঁচাশি মাইল দূর হইবে। এই বর্ষায় তোমরা আসিতে পারিবে না বলিয়াই আসিতে লিখি নাই।

তোমরা তোমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে অবিরাম আমার এই বাণী প্রচার করিতে থাক যে, চিরাভ্যস্ত হীন অবস্থার মধ্যে আর একজনকেও পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, প্রত্যেককে সর্ব্বশক্তি দিয়া নিজ অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। তোমাদের দেহ, মন, স্বাস্থ্য, রুচি, স্বভাব এবং জীবন-যাপনের প্রণালী সব-কিছুর উন্নতি হওয়া চাই। তোমরা চেষ্টা করিলেই নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। চিরকালই তোমরা একভাবে পড়িয়া থাকিবে, ইহা একটা কথাই নহে।



বাহাদুরপাড়ায় রিয়াং মেয়েদের মধ্যে রিয়াং-বেশে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী



"সবারে আমরা আপন করিব, প্রেমের বলে"
—স্বরূপানন্দ



বাহাদুরবাড়ী অপর কয়েকটি রিয়াং রমনীসহ ব্রহ্মচারিনী সাধনা দেবী

আমি তোমাদিগকে যে মন্ত্র দিয়াছি তাহা মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র। অর্থাৎ এই মন্ত্রের সাধন করিলে মৃতপ্রায় জাতি ও মৃতপ্রায় সমাজ নবজীবন লাভ করিবে। কোনও প্রকার পার্থিব লাভের লোভে আমি তোমাদের ঐ দুর্গম অরণ্যের ভিতরে ছুটিয়া যাই নাই।

তোমাদের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে, তাই আমি বারংবার ছুটিয়া ছুটিয়া তোমাদের মধ্যে যাই। যেখানে যে আছে অবনত, পতিত, অনাদৃত ও হীন, আমি তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমার জীবন-দেবতাকে দেখিয়াছি, তাই আমি তোমাদের জন্য এত ব্যাকুল।



জমি-কৃষির কুফল—মনসম্পদের সর্ব্বনাশ। পাহাড়কে পাহাড় অগ্নি-দগ্ধ হইয়া এইরূপ শূন্য, রিক্ত, দীন অবস্থায় আসিতেছে।

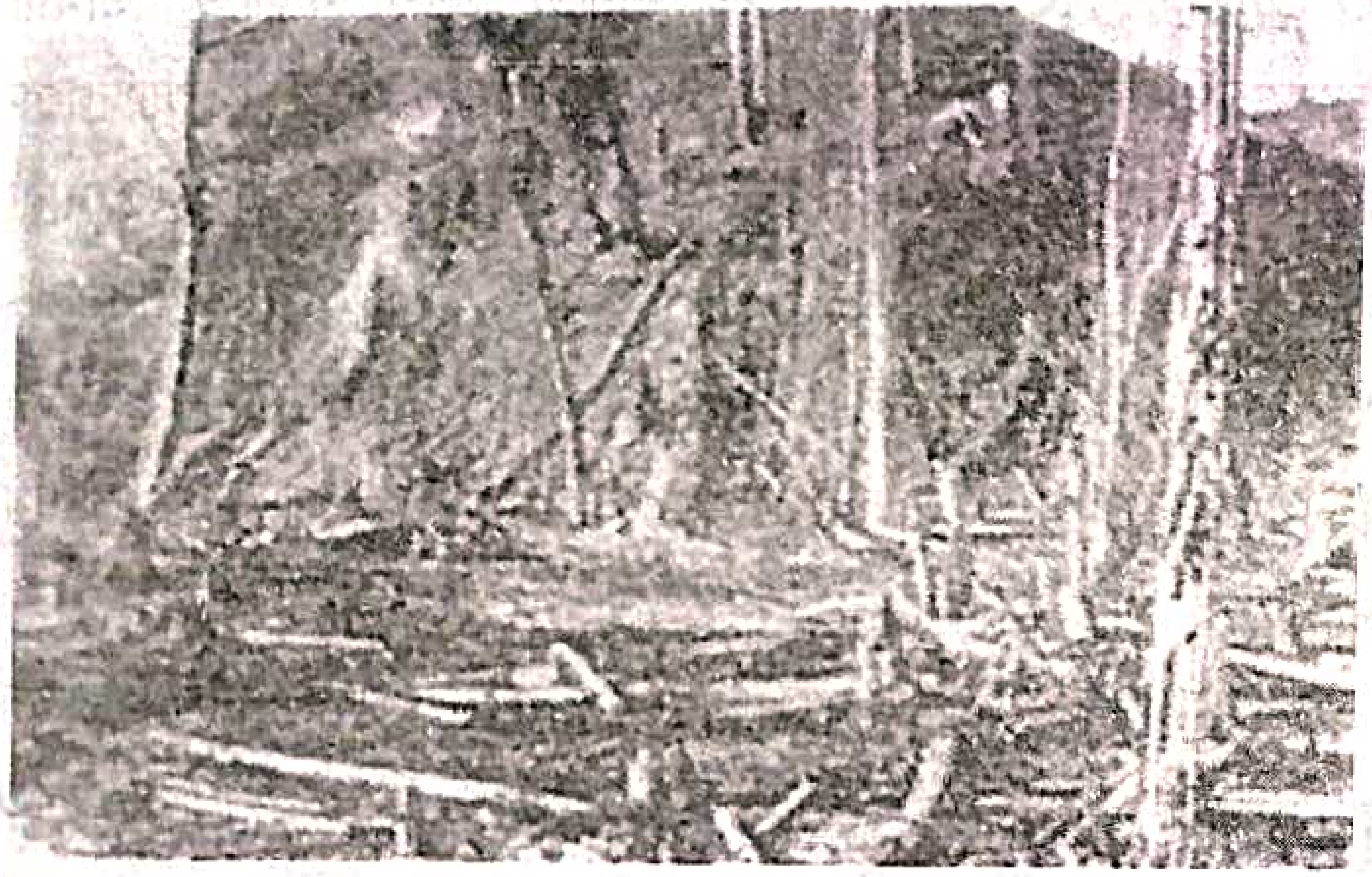
তোমাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি বাহির করিতে হইবে, যাহাতে তোমরা তোমাদের দরিদ্রতা আগে ঘুচাইতে পার। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে আর একটি অতীব কঠিন কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একটী পুরুষও পরনারী-রত হইবে না, একটী নারীও পরপুরুষ-গমন করিবে না,—ইহা করা চাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ চরিত্রে দৃঢ় হইবে, ইহা করা চাই। আমি তোমাদের প্রতিজনকে চরিত্রবান্ ও চরিত্রবতী দেখিতে চাহি।

আমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহার মধ্যে চরিত্র-চ্যুতির প্রশ্রয় নাই। আমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহাতে নর-নারীর ইন্দ্রিয়গত অসংযমের সমর্থন নাই। আমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের নামে কদাচার চলে না কিম্বা নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়াইবার কৌশল হিসাবে ভিন্ন মতাবলম্বিনী নারীর সতীত্বে আঘাত চলে না। আমার ধর্ম্ম পবিত্রতার ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মে পাপের সঙ্গে আপোষ নাই, চরিত্রহীনতার সহিত মিতালী নাই।

পুরুষ, নারী, যুবক, যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ, বয়স্ক ও তরুণ, সকলের মধ্যে আমার ধর্ম্মের এই মহত্ত্বের কথা প্রচার করিতে থাক। মানুষ প্রকৃত মানুষ হউক। মানুষের আচরণ যেন কখনও পশুর পর্য্যায়ে না নামে। তোমরা মানুষের সন্তান, মানুষের মত গৌরব সহকারে পৃথিবীতে বাস করিবে এই সঙ্কল্প কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ



সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া কতকগুলি পোড়া কাঠ মাত্র দাঁড়াইয়া আছে।

(৯)

হরি ওঁ

কৈলাসহর

শ্রীমান্ বৃকধ রিয়াং

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী রাংখাতি রিয়াং

নতুন বাড়ী

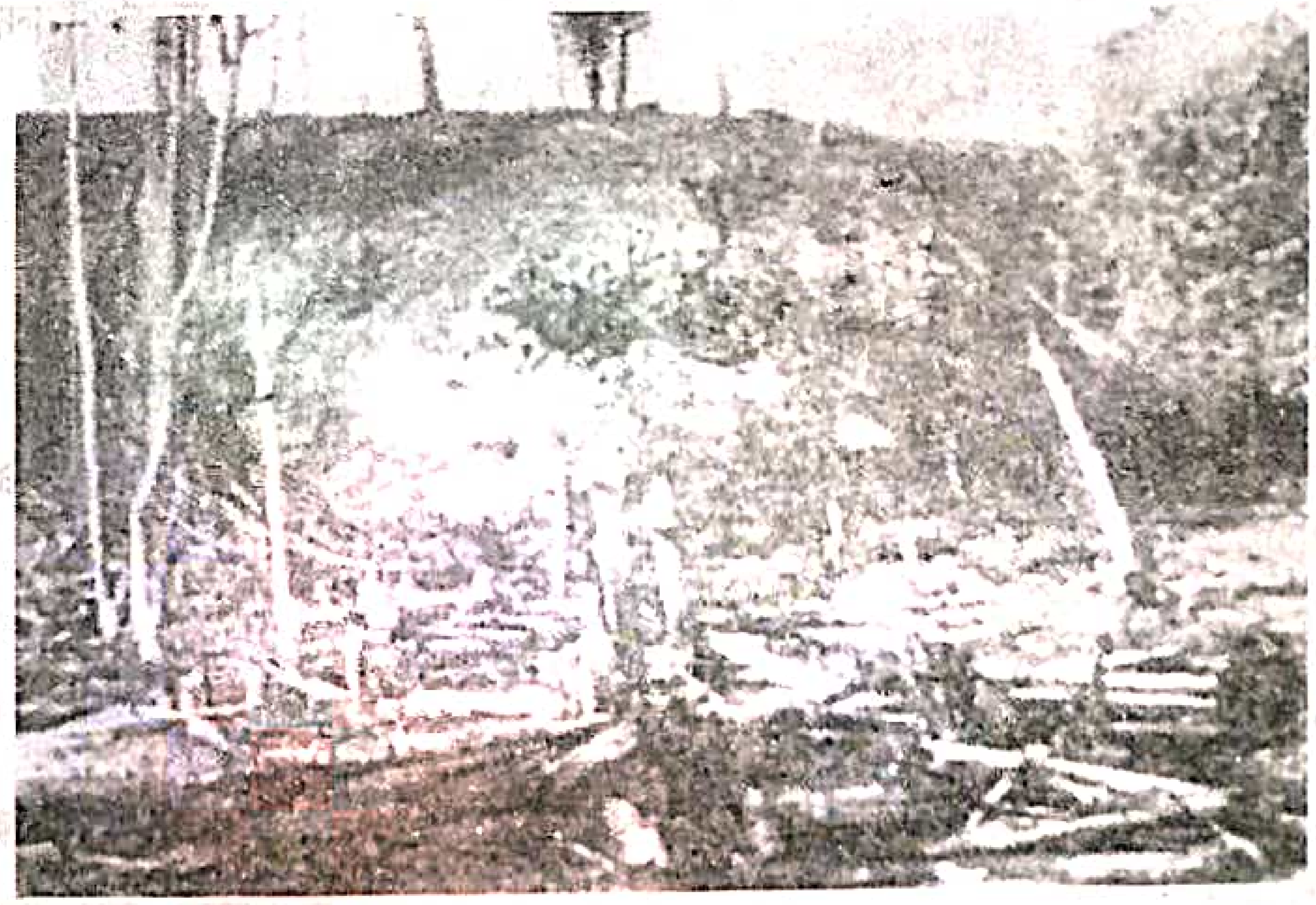
কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা বৃকধ এবং স্নেহের মা রাংখাতি তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহাশিস গ্রহণ করিও।

তোমরা সকলেই আমাদের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র আছ। তাই লিখিতেছি, যে, তোমাদের অঞ্চলের কাজ সারিয়া কলিকাতা,

পুপুন্‌কী ও বারাণসী হইয়া পুনরায় আমরা ত্রিপুরা ভ্রমণে আসিয়াছি। খোয়াই এবং কৈলাসহরে একজন-দুইজন রিয়াং এবং জনাকয়েক তিপ্‌রার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। তোমাদের অঞ্চলে আমরা পুনরায় অগ্রহায়ণের ১লা অথবা ২২শে তারিখ আসিব। এই কারণে কৈলাসহর হইতেই এবার আমরা ফিরিবার পথ ধরিতেছি। তাই এবার তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হইল না।

কিন্তু তোমাদিগকে শুধু চোখে দেখিলেই ত' সুখী হইব না। তোমাদিগকে আমি মনে-প্রাণে আত্মায় দেখিতে চাহি। গত চৈত্রে তোমাদিগক যাহা দেখিলাম, তাহাতে তুষ্ট হইতে পারি না। স্বাস্থ্যাভাবে



এই দগ্ধ বন পরিষ্কার করিয়া তবে পাহাড়ীরা জুম-ফসলের জন্য মাটিতে টাক্কল ঠুকিবে।

জীর্ণ, অন্নাভাবে শীর্ণ, জ্ঞানাভাবে উৎপীড়িত তোমাদের যে শ্রীহীন মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাতে মনকে প্রবোধ দিতে পারি নাই। তোমাদের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আমি চাই।

কিন্তু আমি চাহিলেই চলিবে না। এই পরিবর্ত্তন তোমাদিগকেও চাহিতে হইবে। তোমরা যখন নিজেদের দুরবস্থা দূর করিতে চাহিবে, তাহার আগে তো তাহা দূর হইবে না। আমি তোমাদিগকে যে মন্ত্র দিয়াছি, তাহা বীর্য্যের মন্ত্র, কাপুরুষের মন্ত্র নহে। তোমাদের মধ্যে আমি বীর্য্যের প্রকাশ দেখিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

কৈলাসহর

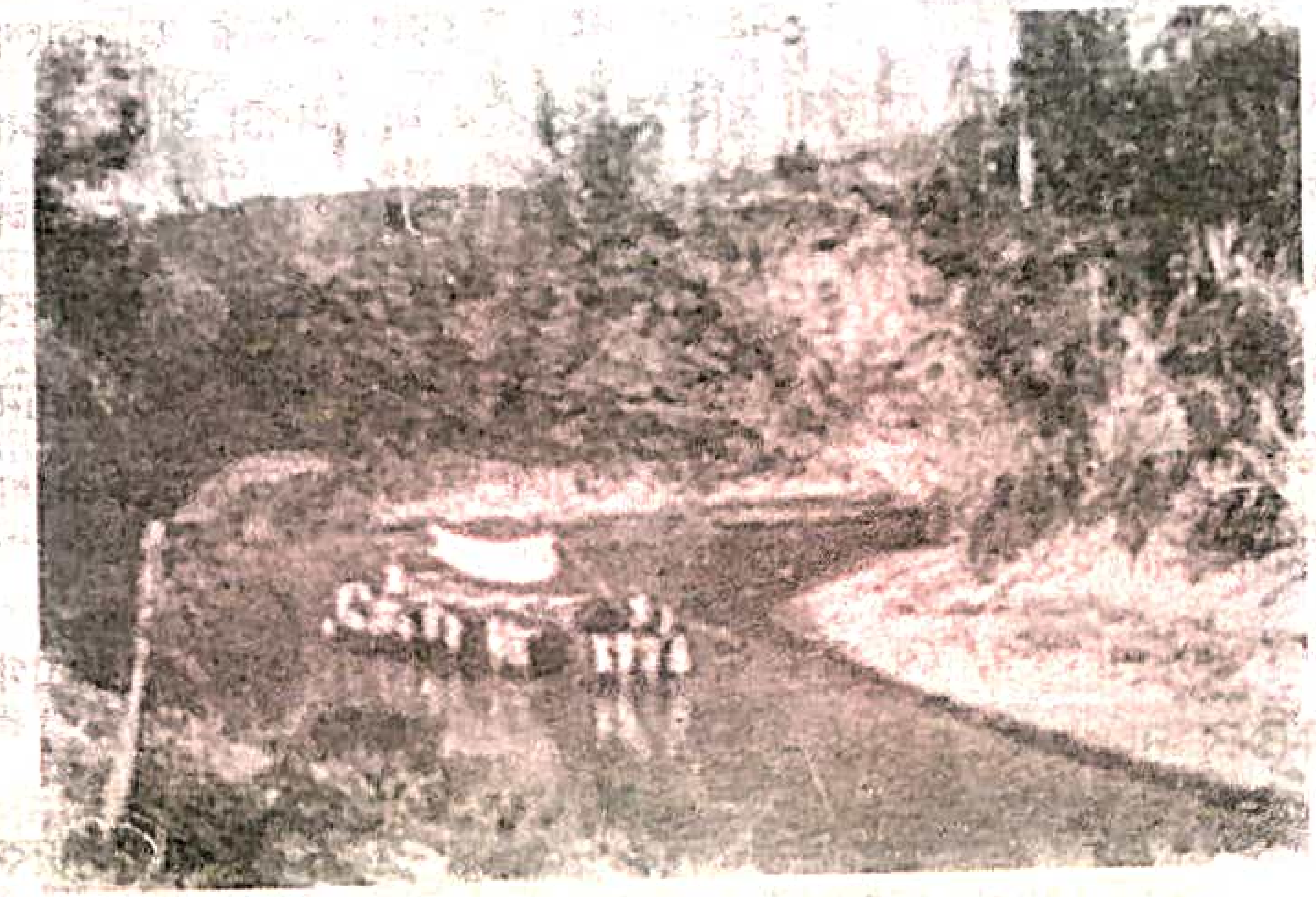
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ পাইয়ারায় রিয়াং
শ্রীমান্ কফুরায় রিয়াং।
জলিধনপাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা পাইয়ারায় এবং কফুরায়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহাশিস গ্রহণ করিও। এই পত্রেই শ্রীমান্ মির্কাজয়, তুর্কাজয় এবং জয়নন্দকে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

তোমরা যুবক। কেহ অল্পদিন হয় বিবাহ করিয়াছ, কেহ কেহ কুমার অবস্থায় আছ। ইহাই সেই সুসময়, যেই বয়সে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে। তোমরা এই মূল্যবান্ সময়কে আলস্যে বা অবহেলায় নষ্ট হইতে দিও না। পরমায়ুর শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবন। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অংশে জগতের শ্রেষ্ঠ কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে। তোমাদিগকে আমি দীক্ষা দিয়াছি, তাহার অর্থ এই নহে যে, আমি একদল ক্রীতদাস সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাদিগকে আমি দীক্ষা দিয়াছি, তাহার অর্থ এই যে, আমি একদল জনসেবক



দুইদিকে দগ্ধ ও সম্পদরিক্ত উষ্ণ শূন্য বন, শরীরে আগুনের তাপ আসিয়া লাগিতেছে। মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকা ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছেন রিয়াং যুবকেরা।

তৈরী করিতে চাহিতেছি। এই জনসেবকেরা রাজনীতির পঙ্কিল-পথে পারতপক্ষে পাদচারণা করিবে না। ইহারা বিশ্বপতির সেবা করিবে আর সেবা করিবে বিশ্বজনের, যাহারা বিশ্বপতিরই সন্তান।

তোমরা সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হও। চক্ষু খুলিয়া দেখ, আমি বিশ্বজুড়িয়া রহিয়াছি। সর্ব্বভূতের ভিতরে বসিয়া আমি তোমাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছি আর বলিতেছি আমাকে সেবা কর এই দীন-দরিদ্রের মধ্যে, আমাকে সেবা কর এই আর্ত্ত-দুঃস্থের মধ্যে, আমাকে সেবা কর এই রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণকায় বিপন্নের মধ্যে।

তোমরা শিক্ষায় খুব অগ্রসর নহ। সুতরাং আমার অধিকাংশ কথাই এখন হয়ত তোমরা বুঝিতে পারিবে না। সবটা বুঝিতে না পার, অল্প কিছু বুঝিলেও আমার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। পত্রগুলি যত্ন করিয়া রাখ। ১০/২০/২৫ বৎসর পরেও এগুলি তোমাদের কাজে আসিবে। তোমাদের নিকটে প্রায় এগার শত পত্র আমি লিখিতেছি। তাহার মধ্যে কিছুপত্র ছাপান অবস্থায় তোমাদের মধ্যে বিলি করা হইবে।

প্রতিজ্ঞা কর, যে পথ ধরিয়াছ, এই জীবনে তাহা পরিত্যাগ করিবে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ — কৈলাসহর

শ্রীমান্ পুস্তচন্দ্র রিয়াং — ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

দাতারামপাড়া

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা পুস্তচন্দ্র, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের পাড়ার সকলকে স্নেহ ও আশিস জানাইও।

মনুষ্যজন্ম বড়ই দুর্ল্লভ। একথাটা মুখে মুখে সকলেই বলে। কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস কয়জনে করে? মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, এই কথা যাহার বিশ্বাসে আছে, সে জীবনের একটি মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের এত অধিক মূল্য যে, ইহার একটি কণাও বৃথা নষ্ট করা যায় না। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যেন কোনও না কোন সৎকার্য্যের বিনিময়ে ব্যয়িত হয়, এই লক্ষ্য রাখিও। হাসিয়া-খেলিয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়া মহামুর্খের কাজ। আমরা একজনেও যেন এমন মুর্খ না হই।

চতুর্দ্দিকের সকল অজ্ঞান-মূর্খ পর্ব্বতবাসীদিগকে এই কথাটি শুনাইয়া দাও। মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশেই পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। তোমাদিগকে পশুর মতন জীবন-যাপন আমি করিতে দিব না। প্রত্যেকের প্রাণে দিব্য উন্মাদনা জাগাইয়া তোল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ কৈলাসহর

শ্রীমান্ ইয়াকধন রিয়াং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী রইখিতি রিয়াং।

জলিধনপাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ইয়াকধন ও স্নেহের মা রইখিতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদিগকে এতদিন উপাসনা-প্রণালী বহিখানা পাঠান সম্ভব হয় নাই। এই পত্রের সঙ্গে তাহা পাঠাইলাম। কোথায় তোমাদের গ্রাম আর কোথায় তোমাদের ডাকঘর। কবে যে ইহা পাইবে, তাহা জানি না। তবে পাইবে নিশ্চয়, এই ভরসা রাখি। কারণ, আমি বিশ্বস্ত লোকের নিকট রেজিষ্টাড ডাকে পত্রগুলি পাঠাইতেছি। ইহাতে ব্যয় অত্যধিক পড়িতেছে সত্য, কিন্তু একদিন তোমরা পত্রগুলি পাইবে। পত্রগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িও এবং সকলকে পড়িতে দিও।

তোমরা যে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছ, তাহার মধ্যে বাহির হইতে চিঠিপত্র পাইবার মত প্রয়োজনের কোনও স্থান নাই। কিন্তু আমি সহসা তোমাদের অঞ্চলে আসিয়া এক নূতন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি। তোমরা আর আমাকে ছাড়া চলিতে পার না। প্রতিদিন আমাকে তোমাদের চাই। তোমাদের সুখে-দুঃখে, সম্পদে-

বিপদে সর্ব্বদা সর্ব্ব-অবস্থায় আমি তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছি। একটু চিন্তা করিলেই তোমরা ইহা বুঝিবে।

এই জন্যই তোমাদের জন্য আমিও বড় ব্যাকুল। তোমাদের সকলকে আমি উদ্ধার করিব। অজ্ঞানতার গভীর পঙ্কে তোমরা ডুবিয়া আছ, আমি তোমাদিগকে টানিয়া তুলিব। অজ্ঞানের যে অন্ধকার তোমাদিগকে ছাইয়া রাখিয়াছে, কুটীরে কুটীরে দীপশিখা জ্বালাইয়া আমি তাহা বিদূরিত করিব। আমার জীবন তোমাদেরই জন্য উৎসর্গীকৃত। এই পৃথিবীতে আমার নিজের জন্য কোন কিছুরই কামনা নাই। আহার করি শরীর-ধারণের জন্য, কিন্তু সেই শরীর তোমাদেরই জন্য। সাধনা করি মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য, কিন্তু সেই মন তোমাদেরই জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ কৈলাসহর

কুমারী জংগিলবতী রিয়াং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

জলিধনপাড়া।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা জংগিলবতী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই পত্রখানা তুমি যখন পাইবে, তখন আমি হয়ত পুপুনকী

অথবা বারাণসী আশ্রমে। ঐ বন-জঙ্গলের দেশে তাড়াতাড়ি পত্র পাইবার তো কোন উপায় নাই। আরও ১০/১৫ অথবা ২০ বছর পরে হয়ত তোমাদের গ্রামে ডাক-পিওনেরা যাইবে। কিন্তু ততদিন তো আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। আমাদিগকে পত্র লিখিতেই হইবে এবং দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া যথাস্থানে পত্র পাঠাইতেও হইবে।

কিন্তু তোমাদের পক্ষে আমাকে পত্র লেখা দুরূহ ব্যাপার। তোমরা তো এখনও লেখাপড়া শিখ নাই। সুতরাং যখন পত্র লিখিবার তাগিদ অনুভব করিবে, তখন যাহা বলিবার, আমাকে মনে মনে বলিও। কখনো কখনো আমি অনেক দূর হইতেও আর্ত্ত-ভক্তের মনের কথা জানিতে পারি এবং কখনো কখনো তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণও করিয়া থাকি।

তুমি কুমারী। যেই ফুলটিকে কেহ ছোঁয় নাই, যাঁর গন্ধ নাকে কেহ শুঁকে নাই, সেই ফুলটি বড়ই পবিত্র, তাহা দেবপূজায় লাগে। তুমিও মা তেমন। তুমি নিজেকে সর্ব্বসময়ে পবিত্র রাখিবে।

প্রত্যেকটি কুমারী পবিত্র থাকুক, সেই চেষ্টা করিবে। যে জাতির নারী যত পবিত্র, সেই জাতি তত উন্নত। যে জাতির পুরুষ যত সংযত, সেই জাতি তত উন্নত। তোমরা প্রকৃত উন্নতি লাভ কর, ইহাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ কৈলাসহর

শ্রীমান্ ভক্তিরাম রিয়াং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ভক্তিরাম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এখন তো তোমরা জুম-কৃষি লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। নতুবা এই সময়ে তোমাকে হয় কৈলাসহর, নয় ফটিকরায়, দেখা করিতে আসিতে লিখিতাম। তোমরা নিরাপদে বর্ষার কৃষিকার্য্য শেষ কর। তাহার পরে পুনরায় আমি তোমাদের মধ্যে আমার প্রচারক-দল পাঠাইব। মনে রাখিও, তোমাদের জাতিটার সামগ্রিক উন্নতি আমার লক্ষ্য। খুচরা উন্নতিতে আমি তুষ্ট হইব না। পাইকারী ভাবে সমস্ত জাতিটার সর্ব্ব অংশের আমি উন্নতি দেখিতে চাই।

গত চারি বৎসর ধরিয়া তুমি তোমার স্বজাতিগণের মধ্যে বহুল প্রচারকার্য্য করিয়াছ। ইহার সম্পূর্ণ শুভফল তুমি এখনও পাও নাই। আধপোয়া ওজনের একটি আম খাইতে হইলে গাছটিকে যত্ন-আদর করিয়া বিশ হাত লম্বা পর্য্যন্ত বাড়াইতে হয়। বীজ পুঁতিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ফল আশা করা উচিত নহে।

লংগাই নদীর ওপারে লুসাই পাহাড়ে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহাদের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকে কেবল সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার করা চলে

না। তোমাদের আপনজনেরা তোমাদের পর হইয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ ইতিহাসটুকু ইহা নহে। ইহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, আর্থিক উন্নতিও সাধন করিয়াছে। আর্থিক উন্নতির ফলে ইহারা চতুর্দ্দিকের দরিদ্রদের উপরে রাজত্ব করিতেছে। এখন যাহারা খ্রীষ্টান হইতেছে, তাহারা ইহাদের সমকক্ষ হইতেছে না, হইতেছে সমধর্ম্মাবলম্বী দাস।

ইহা কি লক্ষ্য করিয়াছ?

দুই একজন বৈষ্ণবকে দেখিলাম তোমাদের পাহাড় অঞ্চলে ঘুরিতেছেন। তাঁহারা কাহাকে কাহাকেও ধর্ম্মদান করিতেছেন। শিষ্যদের সঙ্গে বসিয়া অঢেল মদ্যপান করিতেছেন। ইঁহারা শিষ্যদিগকে আর্থিক উন্নতির রাস্তা দেখাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু এমনই ধর্ম্ম দিতেছেন, যাহা তোমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিতেছে।

দাসত্ব সর্ব্বাবস্থায় বর্জ্জনীয়।

যে সব গোঁসাইদিগকে তোমাদের অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেখিলাম, ইঁহারা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর অর্থের প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর ধর্ম্মপ্রচারে স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্য থাকে। গুরুগিরি ব্যবসায়টা এমনই এক বিনা মূলধনের কারবার যে, ধর্ম্মদান করিয়া গুরুদেব যৎসামান্য যাহা-কিছু পাইলেন, তাহাতেই পথে-পাওয়া টাকার ন্যায় আঠারো আনা লাভ। শিষ্যকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া তাহাকে দিয়া ইঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লন।

কিন্তু ইহা মধ্যযুগে প্রশংসনীয় ছিল। এই যুগেও যদি তাহাই

চলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা গরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া চলিয়াছি।

তোমাদের জাতির মধ্যে আমি এমন কিছু চলিতে দিব না, যাহা তোমাদের দাসত্ব-বৃদ্ধি করে। তোমরা নিজেদের পায়ের উপরে দাঁড়াও। তোমরা নিজেদের শক্তির মহিমা অবগত হও। তোমরা সকল জড়তা, সকল আলস্য, সকল অবসাদ দূরে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের ভুজবীর্য্যে নিজেদের উন্নতিসাধনে অগ্রসর হও।

জুম-কৃষির কার্য্যটী সমাধা হওয়ামাত্র তুমি দিগ্বিদিকে বাহির হইয়া পড়িবে। লুসাই পাহাড়ের খর্ব্বাংহা চৌধুরীপাড়া হইতে রাংথাংহাকে আনাইয়া লইও। তোমরা দুইজনে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম আর লুসাই পর্ব্বতের যতস্থানে প্রবেশাধিকার সম্ভব, সর্ব্বত্র হরিওঁ-নামের লাঙ্গল চষিয়া বেড়াও। হরিওঁ কথার মানে ঈশ্বর আছেন। তুমি ত' লেখাপড়া জান। তুমি সকলকে ইহা বুঝাইয়া বল। সকলকে জানিতে দাও, ঈশ্বর আছেন বলিয়াই আমরা আছি। আর আমরা আছি বলিয়াই ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

কৈলাসহর
হরিওঁ
শ্রীমান্ রাংথাংহা রিয়াং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯
খর্বাংহা চৌধুরীপাড়া, লুসাই হিল
কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রাংথাংহা, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

তোমার উপাসনা-প্রণালীখানা এতদিন পাঠাইতে পারি নাই। অদ্য প্রেরিত হইল। আশা করি শীঘ্রই পাইয়া যাইবে।

তিনদিনের পথ হাটিয়া গিয়াছিলে মনাছড়া বাড়ী। দোগাংগা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার ভাব-ভক্তি-ভালবাসা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। সুতরাং আমিই বা মুগ্ধ হইব না কেন? সকলে যাহাকে ভালবাসে, ভগবান তাহাকে ভালবাসেন, আর ভগবান যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে আমি ভাল না বাসিয়া যাই কোথায়? তোমাকেও আমি ভালবাসিয়াছি।

উপাসনা-প্রণালীখানা পাইলে কিনা তাহা অবশ্য আমাকে জানাইবে। জুমের কাজ হইয়া যাইবার পরেই তোমাকে ও ভক্তিরামকে লুসাই পাহাড়ের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হরি-ওঁ নামে চষিয়া ফেলিতে হইবে। একাজে তোমরা যোগ্য। দুগাংগা হইতে কুশাফাকে সঙ্গে করিয়া লইও। তোমরা সঙ্কল্প কর যে, অসাধ্য-সাধন করিবে। যাহা কেহ করে নাই, যাহা কেহ করিতে পারে না, তাহা তোমাদিগকে করিতে হইবে। দেশে-বিদেশে কতস্থানে তোমাদের কত বন্ধু রহিয়াছে,

তোমরা জান না। কাজে নামিলে তাহাদের সহিত পরিচয় হইবে। যে কাজ করিতে তোমাদিগকে আজ বলিতেছি, সে কাজ আমি আমার তরুণ বয়স হইতে করিয়া আসিতেছি। বালকদিগকে ডাকিয়া বল, তোমরা মহৎ হইবে। বালিকাদিগকে ডাকিয়া বল তোমরা মহৎ হইবে। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রত্যেককে ডাকিয়া বল, মনুষ্য-জীবনকে বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না। সমস্ত পৃথিবীর লোক অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। তোমরা কেন পিছনে পড়িয়া থাকিবে?

হাজার মানুষের মনের মধ্যে যখনই একই চিন্তা একই সময় আবির্ভূত হয়, তখন যদি কেহ সকলকে কর্ম্মরত হইবার প্রেরণা প্রদান করে, আর সকলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত দেয়, তাহা হইলে অঘটন ঘটিয়া থাকে। তোমরা কিন্তু অঘটন ঘটাইতে সমর্থ। যেই সকল সদ্‌গুণ থাকিলে অঘটন ঘটানো যায়, তাহার অনেকগুলি সদ্‌গুণের তোমরা অধিকারী। নিজেদিগকে তোমরা নিজেরা জান না। সেইজন্যই তোমাদের দ্বিধা, সেইজন্যই তোমাদের সংশয়।

সফল তোমরা হইবেই। মন হইতে সমস্ত অবিশ্বাস দূর করিয়া দাও। চারিদিকে সকলের প্রাণে বিদ্যুৎ-সঞ্চার কর। সকলের নয়নে আশার আলোক জ্বালাও। সকলকে কর্ম্মে লিপ্ত কর। সকলকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, সকল বাধা, সকল বিঘ্ন দূর করিবার জন্য উৎসাহিত কর।

খ্রীষ্টান-মিশনারীরা তোমাদের শত্রু, এমন ধারণা করিও না। সর্ব্বজনের শুভ হউক, এই কামনা নিয়াই তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম

প্রচার করিয়াছেন কিন্তু মাটিটা ভারতের, ধর্ম্মটা জেরুজালেমের, আর তার পরিবেশক হইতেছেন তাঁহারা, যাঁহাদের চরিত্র ও আদর্শের সহিত এদেশের চরিত্র ও আদর্শের মিল খুব সামান্য। বিরোধটা সেখানে। অপর ধর্ম্মের প্রতি এদেশবাসীর অন্তরে কোন বিরোধ নাই। আমরা সকল ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া জানি। আমাদের দৃষ্টিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধের কোন সঙ্গত হেতু আমরা খুঁজিয়া পাই না। অন্যেরা পরধর্ম্মের নিন্দা করুক, আমরা করিব না। পরধর্ম্মের নিন্দায় যাহাদের উল্লাস, তাহারা মনে করে যে, তাহাদের নিজ ধর্ম্মের দ্বারাই একদিন সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইবে। কিন্তু এই আশা দুরাশা। মহাবনে শালও থাকিবে চন্দনও থাকিবে; গামার, মেহগনী, সেগুনও থাকিবে। আরও কত নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানের কত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সর্ব্বদা থাকিবেন।

সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া, সকলের প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া মনঃপ্রাণ দিয়া নিজের সাধন নিজে কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ কৈলাসহর ত্রিপুরা

শ্রীমান্ সুধীর কুমার কর ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

ত্রিপুরা-দামছড়া

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা সুধীর, গতকল্য তোমার C/O এ মনাছড়ার ভক্তিরামকে একখানা পত্র দিয়াছি। পত্রখানা তুমি খুলিয়া পাঠ করিতে পার।

রিয়াংদের দারিদ্র্য দূরের একটা সুস্পষ্ট কল্পনা আমার মনে আছে। কিন্তু সেই কল্পনা সফল করা যাইবে না যদি আমি প্রতি চারি মাইল দূরে দূরে একটি করিয়া আশ্রম স্থাপন না করিতে পারি। প্রত্যেকটি আশ্রম স্থাপনের জন্য যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা আমি বারাণসী হইতে দিব। জনসাধারণের উপরে তাহার ভার চাপাইব না। তাহার জন্য আমার অন্ততঃ পক্ষে যাহা চাই, নিম্নে তাহা লিখিতেছি ঃ—

১। একচাপে অন্ততঃ ২০ বিঘা জমি, যাহা নদীর কিনারে হওয়া চাই এবং যাহা দানস্বরূপ নিব না, ক্রয় করিয়া নিব।

২। জমি সমতল হইবে টিলা নহে।

৩। জমির মধ্য বা পার্শ্বদেশ দিয়া ছোট ছড়া প্রবহমান থাকিলে, তাহাই অধিকতর শ্লাঘ্য হইবে।

৪। রিয়াংদের পল্লী হইতে অনেকদূর হইলে চলিবে না। কেন না, বিজনস্থানে কর্ম্মী থাকিতে সাহস পাইবে না। দামছড়া হইতে শাইলু

পর্য্যন্ত আমি আশ্রমের মালা গাঁথিয়া ফেলিতে চাই। যেখানেই জমি কিনিব, সেখানেই পাকাছাদ সহ পাকা ঘর-বাড়ী করিয়া ফেলিব। রোজ রোজ অগ্নিভয়ের সহিত সংগ্রাম করিব না।

লংগাই নদীর অপর তীরে লুসাইরা জুম করিয়াই কমলা-বাগান করে। লংগাই নদীর ত্রিপুরার তীরে পাহাড়ীয়ারা জুম করে আর বন-সম্পদ নষ্ট করে। সেই জুমের জমি ভবিষ্যতে আর কোন কাজে আসে না। ইহাদিগকে টিলা হইতে নামাইয়া সমতল ভূমিতে বসাইবার চেষ্টা ত্রিপুরার সরকার করিতেছেন। কিন্তু সমতল ভূমিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহারে আনয়ন সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্ম নহে। ইংরাজ-রাজত্বে যাহা দেখিয়াছি স্বাধীন ভারতে তাহা একটু বেশী করিয়া দেখিতেছি। সরকারী কৃষি-বিভাগগুলি এক একটা বিজ্ঞাপনের ফক্কিকার মাত্র। অথবা ব্যর্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন। আমি সরকারী কৃষিশালাগুলির সাথে যোগাযোগ করিয়া কখনও অন্যরূপ ধারণা করিবার অবসর পাই নাই। কৃষিবিদ্যা আমি যাহা শিখিয়াছি, সেই অভিজ্ঞতা হইতে আশ্বাস দিতেছি যে, পঞ্চাশ হাজার রিয়াং পরিবারের দারিদ্র্য আমি ১০ বছরের চেষ্টায় চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু সে কথা এখন আমি ইহাদিগকে বলিতে চাহি না। আগে ইহাদের মধ্যে শক্তভাবে বসিয়া লই। যে কাজ আমি ধরিব, তাহা পুরুষানুক্রমে চলিবে।

সরল-প্রাণ এই নিরীহ দরিদ্রগুলির ভিতরে আগে আত্মশক্তিতে আস্থা আনিতে হইবে। হজরত মহম্মদ যাহাদিগকে আনিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অসিপ্রিয় এবং লুণ্ঠননিপুণ

ছিলেন। তাই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল সৃষ্টি করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। গুরু গোবিন্দ যাহাদিগকে সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই কৃষিপ্রিয় এবং তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন ছিলেন। তাই জপপ্রিয় শিষ্যের দল দেখিতে না দেখিতে রণপ্রিয় যোদ্ধায় এবং জনপ্রিয় বীরে পরিণত হইল। রাজা রামমোহন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁহাদিগকে সংগঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা দর্শনতত্ত্বামোদী এবং সমাজসংস্কারেচ্ছু ছিলেন। বাহুতে তাঁহাদের বল ছিল না। স্বামী দয়ানন্দ যাহাদিগকে সংগঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদের সাহস ছিল শৌর্য্য ছিল। যেরূপ উপাদান লইয়া তিনি কাজ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অবদান তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা লিপিপ্রিয় এবং বক্তৃতাবিলাসী। তিনি ইঁহাদিগকে দিয়া কি গড়িয়া গিয়াছেন, তার জলন্ত সাক্ষীর অভাব নাই। আমি পড়িয়াছি যত নিষ্প্রাণ মূর্খ লইয়া। আমি কি অবদান রাখিয়া যাইব, তাহা ভগবান জানেন। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমার অকপট শুভেচ্ছা নিকষিত সোনা, আমার সেবাবুদ্ধির মধ্যে ভেজালের খাদ মিশাইতে আমি দেই নাই। কাজ আমি কম করিতে পারি, কোন ক্ষতি নাই। আমার চেষ্টায় যেন সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার কোনও কৌশল না থাকে।

মানুষের কুসংস্কারের সহিত অপোষ করিলে, সহজেই প্রসিদ্ধি বা প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। আমরা তাহা করিতে চাহি না। তাড়াতাড়ি আমাদের মত প্রচারিত হউক, এই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা

স্ববিরোধী দার্শনিকতার অবতারণা করিতে চাহি না। নাই বা শুনিল সমস্ত জগৎ আমাদের কথা, বরং দুইজনেই মানিল, চারিজনেই শুনিল, তথাপি নির্ভেজাল মালই চালাইতে হইবে। খাঁটি দোকানদার দোকানে পচা, বাজে, নিরর্থক মাল রাখে না। অবশ্য বেচাকিনি আমাদের উদ্দেশ্য নহে। নিজেদিগকে বিকাইয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, বিনিময়ে কিছু পাইতে চাহি না,—মান না, যশ না, প্রতিষ্ঠা না, প্রতিপত্তি না, যুগযুগান্তবিস্তারী কীর্ত্তি না। জগৎ হইতে আমার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাউক, ইহা বরং ভাল, কিন্তু সুলভ সাফল্যলোভে আমি ভ্রান্তির সহিত বিলাসবিহার করিব না।

আমার প্রতিটি কথার মর্ম্ম বুঝিয়া চতুর্দ্দিকে কাজে লাগিয়া যাও। আমার মুখোচ্চারিত একটি শব্দকেও অবান্তর মনে করিও না। আমার মুখনিংসৃত একটি বাক্যকেও অবাস্তব মনে করিও না। পত্রখানা পাঁচ বার দশ বার পড়। পত্রখানা লইয়া সকলে ঘরে ঘরে আলোচনা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ কৈলাসহর

শ্রীমান্ বৈদরখা রিয়াং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী দৈসরুম রিয়াং

জংবাহাদুরপাড়া

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা বৈদরখা এবং স্নেহের মা দৈসরুম, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আবার আমি তোমাদের মধ্যে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। তারপর আরম্ভ হইবে একেবারে শাইলু পর্য্যন্ত অভিযান। আমি তোমাদের দেশের মানুষগুলিকে লইয়াই সন্তুষ্ট হইব না, পশুপক্ষী, বৃক্ষ-লতা-পাতা, পাথর-কাঁকর সব কিছুর মুখে আমি হরিওঁ মহানাম উচ্চারণ করাইব। যে কখনও ভগবানকে ডাকে নাই, তাহাকে দিয়াও ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করাইব। তোমরা পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে তাহার আয়োজন-পর্ব্ব চালাইতে থাক। যে সকল উপদেশ আমি তোমাদিগকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমরা প্রত্যেকে পালন কর। চারিদিকে প্রাণে প্রাণে তোমরা সদ্ভাবের সৃষ্টি কর। সকলকে সকলের সহিত মিলিত হইবার প্রেরণা দাও। তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন আত্মশক্তিতেই করিতে হইবে। পরের অনুগ্রহে এই দুরবস্থার নির্ব্বাসন সম্ভব নহে। তোমরা প্রত্যেকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমাদের মধ্যে ভগবান আছেন। সেই ভগবানকে তোমরা নিদ্রা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

হইতে জাগরিত কর। এই জাগরণ সম্ভব হইবে তোমাদের সাধনের দ্বারা। তোমরা প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও। যতজন আমাকে আশ্রয়স্থল ভাবিয়া আমার স্নেহের কোলে ঠাঁই লইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে নূতন আশায়, নূতন আকাঙ্ক্ষায়, নূতন উৎসাহে, নূতন ভরসায় উদ্দীপিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

কৈলাসহর

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ হরজা রায় রিয়াং
শ্রীমতী খরসাবতী রিয়াং
জংবাহাদুরপাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা হরজা রায় এবং স্নেহের মা খরসাবতী, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদিগকে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, বর্ত্তমান হীন অবস্থায় তোমাদের থাকা চলিবে না। দেহে মনে-প্রাণে সর্ব্বাবস্থায় তোমাদিগকে উন্নত হইতে হইবে। কিন্তু সেই উন্নতি মুখের কথায় হয় না। তাহার জন্য সাধনা করিতে হয়। শরীরের সাধনা করিলে শরীর উন্নত হয়, মনের সাধনা করিলে মনের উন্নতি হয়।

তোমাদিগকে আমি আধ্যাত্মিক সাধনার পথ দেখাইয়া আসিয়াছি।

কিন্তু আমি তোমাদের আর্থিক উন্নতিও দেখিতে চাহি। চির-দরিদ্র্যেরা মনের সুখে ধর্ম্মপালন করিতে পারে না।

নিজে ধর্ম্মপালন করিবার জন্য অপরের গলগ্রহ হওয়া পাপ। ভারতে সহস্র সহস্র সাধু আছেন, যাঁহারা দেশের অন্নবৃদ্ধি করেন না, পরন্তু ধ্বংস করেন। ভারতবর্ষে এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহারা বিনিময়ে সমাজকে মূল্যবান কিছু দান করেন না কিন্তু নিজেদের অন্ন-বস্ত্র, আরাম ও বিলাস সমাজের কাছ হইতেই আহরণ করেন। ইঁহাদের অনেকেই দেশ ও সমাজের পক্ষে অসহন ভারস্বরূপ হইয়াছেন। দেশবাসী ভয়ে বা ভক্তিতে ইঁহাদিগকে অর্থ দেন, কিন্তু এই দেওয়াটাকে মনে মনে বিরক্তিজনক জ্ঞান করেন।

তোমাদের ওখানেও দেখিয়াছি, কেহ কেহ মনে করে যে, ঈশ্বর-সাধন করিতে হইলেই পরিশ্রম ছাড়িয়া দিতে হইবে, অন্নার্জ্জন বন্ধ করিতে হইবে, নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য দেশবাসীদের স্কন্ধে চাপিতে হইবে। এই অন্যায় ধারণাটিকে সকলের মন হইতে তোমরা দূর করিয় দাও। যে ধার্ম্মিক, তাহাকে ঈশ্বর সাধনও করিতে হইবে, কর্ম্মসাধনও করিতে হইবে। অন্তরে থাকিবেন পরমেশ্বর, হাতে থাকিবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম। পরের গলগ্রহ হইয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারা ধর্ম্মকে অঙ্গহীন করা হয়। আমি চাহি, তোমাদের ধর্ম্মজীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক।

তোমাদের যত প্রকারের অভাব আছে, সব তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে। তোমরা সেই জন্য প্রস্তুত হও। জ্ঞানহীন, শিক্ষাহীন,

অভিজ্ঞতাহীন, উপযুক্ত চালকহীন ব্যক্তিরা সহজে নিজেদের দরিদ্রতা দূর করিতে পারে না। অনেক সময়ে তাহারা সুকৌশলী ধনীদের হাতের পুতুল মাত্র হইয়া থাকে। ফলে নিজেরা দিবারাত্রি শ্রম করে আর অন্য লোকের সিন্ধুকে টাকা জমে। তোমরা যাহাতে নিজেদের শ্রম দ্বারা নিজেদের উন্নতি করিতে পার, তাহারই জন্য তোমাদের শিক্ষার্জ্জন করিতে হইবে। এখনো শত শত বাঙ্গালী ছেলে পাহাড়ে পাহাড়ে শিক্ষকতা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে আগ্রহী। তোমরা তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়া নিজ নিজ গ্রামে ছোটখাট পাঠশালা খোলা সুরু কর। যে যে স্থানে সরকারের চেষ্টায় বিদ্যালয় হইতেছে, সেই সেই স্থানে তোমরা জোর করিয়া তোমাদের অনিচ্ছুক পুত্রকন্যাদিগকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য পাঠাইতে থাক। পেটে 'ক' অক্ষরটি প্রবেশ করা মাত্র দেখিবে, ছেলেমেয়েদের চোখ-মুখের শ্রী বাড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যা বিনয় দান করে, সৌন্দর্য্যও দান করে। বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা চরিত্রের সাধনা করে, তাহাদের গায়ের রঙ কালো হইলেও তাহাদের রূপ ঘর আলো করিয়া রাখে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

কৈলাসহর

শ্রীমতী তাইংধুতী রিয়াং

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

জংবাহাদুরপাড়া।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা তাইংধুতী, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গ্রামের সধবা মহিলাদের মধ্যে তোমারই বোধ হয় বয়স সকলের অপেক্ষা বেশী। বন-পর্ব্বতের দারুণ ক্লেশকর জীবনের ভার বহিয়া ষাট বৎসর বয়সেও তুমি একটি যুবতীর মতন উৎসাহ লইয়া দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলে। তোমাদের দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি, তোমরা বৃথাই বৃদ্ধ হও নাই। জগতে অনেক দেখিয়াছ এবং অনেক শিখিয়াছ। সব দেখা এবং সব শেখা কাজে লাগাইতে হইবে।

জীবনে কতবার দেখিয়াছ, নারী যদি অসতী হয়, তবে সংসারে সুখ নাই। সতী নারীই সুখের আকর-স্বরূপা। সতী নারীর স্পর্শে ঘরের কলুষিত বাতাস শুদ্ধ হয়, বাড়ীর প্রতিটি বৃক্ষের শাখা-পল্লব হৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি রমণীকে ডাকিয়া বল, "তোমাদিগকে সতীত্বের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতে হইবে।" অলঙ্কার পরিলেই সৌন্দর্য্য বাড়ে না, সৌন্দর্য্য জামা-কাপড়েও নাই। সৌন্দর্য্য নারীর সতীত্বে, পুরুষের সংযমে।

পুরুষদিগকে ডাকিয়া বল, দীক্ষা লইয়াছ আদর্শবাদী গুরুর নিকটে,

যিনি মদ্যপান করেন না, যিনি গঞ্জিকা-সেবন করেন না, যিনি পান, তামাক, চা, চুরুট পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। দীক্ষা লইয়াছ এমন গুরুর নিকট, যিনি লোকমুখে প্রশংসা শুনিতে চান না, দিগ্‌দিগন্ত-বিস্তারিত যশের প্রার্থনা যাঁহার নাই। দীক্ষা নিয়াছ এমন গুরুর নিকট, যিনি সর্ব্বজীবে ভগবানকে দেখিতে চান এবং দেখিতে পান। তোমাদের ভিতরেও ভগবান রহিয়াছেন। সেই ভগবানকে জাগাইবার উপায় ভগবৎ-সাধনা তোমরা ভগবানের নামটুকু করিতে একটুও কৃপণতা করিও না। সকল কাজের সময় পাও, ভগবানের নামটুকু করিতে কেন সময় পাইবে না? অনর্থক গল্প-গুজব হইতে রসনাকে তুলিয়া আন, সেই সময়টুকু ভগবানকে ডাকার কাজে লাগাও। এভাবেই জীবনকে সার্থক কর। মনে রাখিও ভগবানকে যতক্ষণ ডাকিলে, ততক্ষণই তুমি জীবিত। ভগবানের কাজে যেই সময়টুকু দিলে, সেই সময়টুকুই তোমার সার্থক। অপর সময়ে তুমি ত' একটা মৃতদেহ মাত্র। ভগবানকে ডাক, প্রাণ ভরিয়া ডাক, মন ভরিয়া ডাক, জীবন ভরিয়া ডাক। মানুষের জীবন এত ক্ষণভঙ্গুর যে, আজ তুমি আছ, কাল তুমি নাও থাকিতে পার। মানুষের শরীরে যে সামর্থ্যটুকু আছে, ভগবানকে ডাকিয়া তাহা সার্থক কর এবং জীবন ধন্য কর।

সংসারের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া ভগবানকে ডাকিলে সংসার চলে না, দু মুঠা অন্নের জন্য পরের ঘাড়ের বোঝা হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মনাশ ঘটে। পরাধীনের ধর্ম্ম হয় না, হয় শুধু মিথ্যার সঙ্গে আপোষ। সুতরাং সংসারের প্রতিটি কাজ করিতে করিতে

ভগবানের নামটি স্মরণ রাখিবার অভ্যাস কর। এ অভ্যাসটি যে করিতে পারে, তাহাকে সত্যই চতুর বলিব। ভগবানকে সবকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে ডাকিবার অভ্যাসটি বুদ্ধিমানেরা কখনও পরিত্যাগ করেন না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি ওঁ — ফটিকরায়

শ্রীমান কর্জ্জরায় রিয়াং — ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী বৃষতী রিয়াং

মনাছড়াবাড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা কর্জ্জরায় ও স্নেহের মা বৃষতী, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

তোমাদের বাড়ীতে (গ্রামে) দুইটী রাত্রি বাস করিয়া আসিয়াছি। সমস্ত গ্রামটির প্রত্যেকটি প্রাণীর অন্তরভরা কত যে প্রেম, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। সহরের সভ্যতা তোমরা জান না, কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্য্যে তোমরা অতুলনীয়। তোমাদের ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ দেখিয়াছি, তাহার যদি যোগ্য বিকাশ ঘটে, তাহা হইলে তোমাদের সমাজ দেবতার সমাজে পরিণত হইবে।

পুরাণে অনেক দেবতার কাহিনী বর্ণিত আছে। সে সকল দেবতারা

কেহ কেহ এমন দোষের আকর যে, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া মানা ভুল। পর-নারী হরণ করিবে, গুরুপত্নীর অসম্মান করিবে, অপরের তপস্যায় ঈর্ষ্যান্বিত হইবে, সৎলোককে পথভ্রষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিবে, এমন দেবতারা দেবতা নামের অযোগ্য। আমি সেই সকল দেবতার কথা বলিতেছি না। তোমাদের সমাজ তেমন দেবতার সমাজে পরিণত হইলে কোনও লাভ নাই। যাহারা পরোপকারী, তাহারাই দেবতা, যাহারা দেহে মনে প্রাণে পবিত্র, তাহারাই দেবতা। স্বার্থসাধন করিতে যাহারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় না, পরকল্যাণ এবং সর্ব্বজন-সুখবিধান যাহাদের লক্ষ্য, তাহারাই দেবতা। তোমরা সেইরূপ দেবতা হও।

শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়া তোমরা বড় পিছনে পড়িয়া আছ। প্রত্যেককে পরিষ্কৃত থাকিতে হইবে। শরীর, বস্ত্র এবং শয্যা সবই পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। শরীর পরিষ্কৃত থাকিলে, দেহ নীরোগ থাকে, বস্ত্র পরিষ্কৃত থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকে, শয্যা পরিষ্কৃত থাকিলে নিদ্রা সুখজনক হয়। শয়নকালে পরিচ্ছন্ন বিছানায় বসিয়া নাম জপ করিলে, সারা রাত্রিই মনটি নিজের অজ্ঞাতসারে ভগবৎ-চরণে পড়িয়া থাকে।

চোখ-মুখ-দাঁত এবং মলমূত্রদ্বার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। পশু-পক্ষীরা চোখ ধোয় না, দাঁত মাজে না, শৌচ করে না। কিন্তু মানুষ পশু-পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কেন চোখ-মুখ ধুইবে না? সে কেন দাঁত মাজিবে না? সে কেন মলমূত্র ত্যাগের পরে ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে পঙ্কহীন জলে ধৌত করিবে না? ইংরেজ ফরাসী

বা আমেরিকানরা একটুকরো কাগজ দিয়া মলশৌচ করে, এইজন্য ইহাদিগকে আমরা অসভ্য মনে করি। স্নান পশুপক্ষীরাও করে, তোমাদিগকেও স্নান করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু স্নানের উদ্দেশ্য শুধু শরীরের শীতলতা বিধানই নহে, স্নানের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মাথার চুলের ডগা হইতে পায়ের নখের ডগা পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বস্থান পরিষ্কৃত করা। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা হাত ও মুখ খুব পরিস্কার রাখে, কিন্তু গায়ের বোটকা গন্ধ দূর করিবার জন্য ইহাদিগকে এসেন্স মাখিতে হয়। তোমরা স্নান করিবার কালে শরীরের সমস্ত অংশ এমন ভাবে পরিষ্কৃত করিও, যেন শরীরের কোনও অংশে কোন ময়লা জমিতে না পারে বা দুর্গন্ধ জন্মিতে না পারে শরীরকে ভগবানের মন্দির বলিয়া জানিবে। মন্দিরকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। মন্দির অপরিষ্কৃত রাখা পাপ।

আর একটি কার্য্যও পাপ, তাহা হইতেছে কুকথা কওয়া। কখনও কুবাক্য উচ্চারণ করিবে না। কেহ কুবাক্য উচ্চারণ করিলে তাহাতে কান দিবে না। কুকথা-উচ্চারণকারী যদি দেখিতে পায় যে, তাহার কথা কেহ শুনিতে চাহে না, তাহা হইলে সে আপনিই থামিয়া যাইবে।

সংসারে সুখশান্তি রাখিতে হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা থাকা দরকার। এই ভালবাসার মধ্যে অন্য কোনও নারী বা পুরুষের যেন প্রবেশের অধিকার না থাকে। স্বামী সমস্ত মনটি দিয়া নিজের স্ত্রীকেই ভালবাসিবে, অন্য নারীকে নহে; স্ত্রী তাহার সমস্ত মনটি দিয়া নিজের স্বামীকে ভালবাসিবে, অন্য পুরুষকে নহে। এই

উপদেশ যদি ঘরে ঘরে পালিত হয়, তাহা হইলে সুখের সংসার সুখের আগার হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীরাংথুংরায় রিয়াং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

উজান মনাছড়া, উত্তরজয়চৌধুরীপাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রাংথুংরায় তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

তোমার বয়সের যুবক যেখানে যে আছে, সকলের সহিত সাক্ষাৎ কর। সকলকে বল যে, তোমাদের নবজাগরণের যুগ আসিয়াছে। ঘুমাইয়া আর তোমরা থাকিবে না, মরার মত পড়িয়া আর রহিবে না। ঘরে ঘরে অমৃতের বার্ত্তা পৌঁছাও। যাহারা যুবক, তাহারাই প্রত্যেক সমাজে নবজীবনের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছে। ভয়-ভীতি দূর করিয়া দাও। যত প্রকারের কুসংস্কারের সেবা এত কাল করিয়াছ, তাহাদের দাসত্ব বর্জ্জন কর।

প্রত্যেক গ্রামে তোমরা একটি করিয়া অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন কর। মণ্ডলীতে বালক-বৃদ্ধ, কিশোর-যুবক সকলের স্থান থাকিবে। যুবকেরা আলাদা করিয়া গ্রাম-উন্নয়ন-সমিতি স্থাপন কর। নিজেদের হাতে

রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ আরম্ভ কর। পুকুর কাট, স্কুল-ঘর তৈরী কর। যাহারা তাস-পাশা খেলিয়া দিন কাটায়, তাহাদিগকে সৎকার্য্যে নিয়োজিত কর। যাহারা আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করে, তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া কাজে লাগাও। সমাজের মঙ্গলজনক কাজে হাজার লোক একসঙ্গে কি করিয়া মিলিত হওয়া যায়, তাহার রাস্তা বাহির কর এবং তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। প্রত্যেকে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। কোনও অবস্থাতেই শরীরকে দুর্ব্বল এবং মনকে পঙ্কিল হইতে দিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীমতী আগুলিরুম্ রিয়াং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

দাতারামবাড়ী।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা আগুলিরুম্ তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার স্বামী শ্রীচান্দগোকেও আশিস দিও।

ক্ষুদ্র সংসারে দুই-চারিটি পুত্রকন্যা-পরিজন লইয়া স্বচ্ছল ভাবে চলিতে তোমাদের প্রাণান্তকর ক্লেশ করিতে হয়। এই অবস্থায় কেহ ধর্ম্মের কথা কহিলে, তাহা ভাল লাগিতে পারে না। কিন্তু আমি দেখিয়া আসিয়াছি যে, চরম দারিদ্র্য এবং পরম হীনাবস্থায় থাকিয়াও

তোমরা প্রতিজনে অশেষ ধর্ম্মানুরাগী। নিদারুণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকিয়াও তোমরা যে তোমাদের ঈশ্বরানুরাগকে রক্ষা করিয়া আসিতে পারিতেছ, ইহা তোমাদের অন্তরে শুচিতার পরিচয় দেয়।

কিন্তু বাহিরে তোমরা শুচি নহ। শরীর তোমাদের পরিষ্কার থাকে না। নোংরা কাপড়-চোপড় পরিয়া থাকিতে তোমাদের ক্লেশ হয় না। তোমাদের অলঙ্কারগুলি ত' দুনিয়ার যাবতীয় আবর্জ্জনা জমিয়া থাকিবার আধার। তোমাদের শিশুগুলির প্রায় প্রত্যেকটির চক্ষু অপরিষ্কার। তোমাদের বিছানাগুলি দেখিলে শুদ্ধাচারী ব্যক্তির হৃৎকম্প হয়।

অন্নবস্ত্র, শরীর এবং শয্যা সবই তোমাদের পরিষ্কার রাখিতে হইবে। পরিচ্ছন্ন থাকাকে একটি অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবে। পরিচ্ছন্ন থাকিতে অনেক পয়সা খরচ নাই। দুই চারিদিন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিলে দেখিবে যে, প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন থাকিতেই ভাল লাগে।

অপরিচ্ছন্নতা আর মুর্খতা এই দুইটি ত্রুটি যাহার নাই, সে ইচ্ছা করিলেই নিজের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারে। জাতি হিসাবে তোমরা বড়ই দুর্ব্বল। স্বাস্থ্যেই বল আর অর্থেই বল, তোমাদের দুর্ব্বলতার অন্ত-অবধি নাই। এই দুর্ব্বলতা তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে।

যতজনে দীক্ষা পাইয়াছ, প্রত্যেকে নিয়মিত নামজপাদি করিও। যাহারা দীক্ষা পায় নাই কিন্তু আগামীবার দীক্ষা পাইতে অভিলাষী, তাহাদিগকেও তোমরা উপাসনায় আগ্রহী করিবে।

সমবেত উপাসনাকে আমি বিশেষ মূল্য দিয়া থাকি। আজ কেহ বুঝিতে পারুক আর না পারুক, একদিন এই সমবেত উপাসনার মূল্য সকলকেই বুঝিতে হইবে। যাহাতে দুঃখ এবং নির্য্যাতনের মধ্যে দিয়া ইহার মূল্য বুঝিতে না হয়, যাহাতে সাফল্য এবং গৌরবের মধ্য দিয়া ইহার মূল্য বুঝিতে পারা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেককেই এখন হইতে সমবেত উপাসনাতে যোগদানের অভ্যাস করিতে হইবে। যে বর্ত্তমানে দীক্ষিত বা যে ভবিষ্যতে দীক্ষিত হইবে, তাহাদের সকলকেই সমবেত উপাসনায় আসিতে হইবে। যাহারা কদাচ দীক্ষা লইবে না, এমন লোকেরাও সমবেত উপাসনায় আসিলে এবং ভক্তিভরে উপাসনায় যোগ দিতে চাহিলে, তাহাদিগকেও সাদরে গ্রহণ করিতে হইব। কেহ ভিন্ন মতের বা ভিন্ন পথের আগ্রহী ব্যক্তিকে আমাদের সহিত সমবেত উপাসনায় যোগদানে কখনও আমরা বাধা দিতে পারি না। বিশ্বের সকলকে আপন করাই আমাদের লক্ষ্য। সকলের সহিত মনে প্রাণে মিলিত হইবার এই সুযোগটির দুয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান বাইশারায় রিয়াং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

দাতারামবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা বাইশারায়, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার স্ত্রীর নামে যে পত্রখানা লিখিলাম, তাহা মনোযোগ দিয়া পড়িও। আমার প্রত্যেকটি পত্র তোমার স্বজাতির মধ্যে হাজার হাজার লোককে পড়িয়া শুনাইও। সদ্ভাব যত প্রচার করিবে, ততই প্রসার পাইবে, ততই ভাবী কল্যাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে। সদ্ভাবকে মনের ভিতরে লুকাইয়া রাখার কোন প্রয়োজন নাই। সকলে সৎকথা শুনুক, সকলে সৎকথা আলোচনা করুক, সকলেই সৎকথা কহিতে ভালবাসুক। তোমাদের উপরে আমার অনেক আশা। তোমরা কেবল নিজেদেরই দুর্ভাগ্য দূর করিবে, তাহা নহে, চতুর্দ্দিকের হাজার হাজার লোকের দুর্ভাগ্য তোমাদের চেষ্টায় দূর হইবে। সেই ক্ষমতা তোমাদের বিকশিত হইবে। তোমাদের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ এবং এই শুভেচ্ছা লইয়াই আমি তোমাদের মধ্যে কাজে নামিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান্ অজিতকুমার রায় ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

ত্রিপুরা-দামছড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা অজিত, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

একই খামে অপর যে একখানা পত্র দিলাম, তাহাতে আমার কর্ম্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে আভাস আছে। তাহা নিয়া তোমরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিও। যতজন এই সকল বিষয়ে আমাকে নির্ভরযোগ্য পরামর্শ দিতে পারেন, প্রত্যেককে তোমরা সদুপদেশ দানের জন্য আহ্বান করিতে পার। যাহাই করি, সমগ্র দেশের কুশলের দিকে চাহিয়াই করিব। আমি নামক ব্যক্তিটিকে বা আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। আমার নাম করিয়া বা আমার শিষ্যত্বের দোহাই দিয়া কাহাকেও কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের সুযোগ আমি দিব না। সকলের বুদ্ধি-পরামর্শ নিবার পরে যেই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য মনে করিব, বাস্তবে তাহার রূপায়ণের জন্য জনসাধারণের নিকটে চাঁদা তুলিয়াও তাহাদিগকে বিরক্ত করিব না।

তোমরা দীর্ঘকাল ঐ অঞ্চলে আছ। নানা অঞ্চলের নানাজাতীয় পাহাড়ীদের সহিত তোমাদের অল্পাধিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আছে তোমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতার সুযোগটুকু আমি পাইতে চাহি।

আর, তোমরা আমাকে যাহা বুঝিয়াছ, সেই কথাটুকু তোমরা পাহাড়ীদের ভিতর অবাধে প্রচার করিতে লাগিয়া যাও। তোমাদের একাগ্র চেষ্টা যদি আমার সর্ব্বশক্তি-সামর্থ্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ দিনে যাহা করিবার আশা করি, অল্পদিনে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে।

মনে রাখিও, আমরা আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া কোনও কাজ করিব না। সহজে লোক ভুলাইবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করিব না। সরল সহজ সত্যকে অনাবৃত অকপটতায় আমরা পরিবেশন করিয়া যাইব। সত্য কাজের ফল সত্য, শুভ কার্য্যের ফল শুভ। যতই দেরীতে হউক না কেন, আমরা সত্য ফল এবং শুভ ফল লাভ করিবই। আমি ঝড়ের বেগে চলি, কিন্তু সংগঠন-কাজ আস্তে আস্তে করি। নদীর জল বন্যার বেগে চলে, কিন্তু স্রোতের বালি আস্তে আস্তেই দ্বীপপুঞ্জ গড়িয়া তোলে। সমস্ত দিনে আমার পরিশ্রম হইতে বিরতি নাই। কিন্তু মানুষের মনে দাগ্ পড়িতেছে আস্তে আস্তে। ষোল বছর বা একুশ বছর বয়সের সেই তরুণটি আমি আজ আর নাই, দৈনিক ২২ ঘণ্টা কাজ করিয়াও যাহার ক্লান্তি হইত না। সেদিনও আমি বন্যার জলে আস্থা স্থাপন করি নাই, আমার আস্থাটুকু সম্পূর্ণই ছিল বালুকণাটুকুর উপরে। আজও বালুকণাটুকুর উপরেই আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস। সে কিন্তু দ্রুত জমিবে না, জমিবে ধীরে ধীরে। আজও আমি তুফানের তোড়েই ছুটিয়া চলিতেছি কিন্তু বালি জমিতেছে ধীরে ধীরে। উহাই আমার আশ্বাস। উহাই আমার ভরসা। আঠি

আজই পুঁতিয়া কালই কেন গাছভরা আম আর কাঁঠাল পাইলাম না, এই আফশোষ আমার নাই। আমি সুদূর ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া কাজ করিতেছি। হতাশা আমার নাই।

হতাশা মানুষকে মূঢ় করে। অত্যধিক আশা মানুষকে হতবুদ্ধি করে। হতাশা আর আশা এই দুইটিকে দুই হাতে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া মাঝ-দরিয়া দিয়া আমি আমার তরী উজাইয়া চলিয়াছি।

দেশের যুবক-সমাজের যে দারুণ অধঃপতন ইংরেজি ১৯৪২ এর মহাযুদ্ধের পর হইতে দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে ইহাদের ভরসায় বসিয়া থাকার উপায় নাই। সুতরাং রিয়াংকে বাঁচাইতে হইলে, রিয়াং কর্ম্মীই চাই। হালামকে বাঁচাইতে হইলে, হালাম কর্ম্মীই চাই। লুসাইর ভিতর ঢুকিতে হইলে, লুসাই কর্ম্মীই খুঁজিতে হইবে। কর্ম্মী পাইতে দেরী হইতে পারে, কিন্তু আমরা কাজ ছাড়িব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

ফটিকরায়

হরি-ওঁ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী সুধান্তী রিয়াং

উড়িয়াছড়া

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সুধান্তী, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও। প্রাণমন ভরিয়া কেবল ভগবানের নাম কর। এমন পবিত্র, এমন

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

আনন্দদায়ক কাজ জগতে আর কিছু নাই। একজনে নাম করিলে দশজনের মঙ্গল হয়। সকলে মিলিয়া নাম করিলে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল হয়। তোমরা ভগবানের নামের শক্তিতে বিশ্বাস রাখিও। এই বিশ্বাস কখনও হারাইও না।

যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গ করিবে, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। শরীর ও মনকে সর্ব্বদা ভগবানের কাজের জন্য প্রস্তুত রাখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

ফটিকরায়

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান রঞ্জনী রিয়াং

শ্রীমান্ লালমোহন রিয়াং

কালাগাঙ্গ কৈলাচন্দ্র চৌধুরী পাড়া

চেরাগী, কাছাড়।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রঞ্জনী ও বাবা লালমোহন, তোমরা সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের দুইজনকে দুইটি আলাদা ডাকে উপাসনা-প্রণালী পুস্তক পাঠাইলাম। আশা করি, সময়মত পাইয়া যাইবে। ডাকঘর হইতে অতীব দূরবর্ত্তী স্থানে পত্রাদি পাওয়ার এই অসুবিধা তোমাদের ততকাল

থাকিবে, যতকাল অধিকাংশ লোকে লেখাপড়া না শিখ। তোমাদের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে তোমরা লেখাপড়া শিখিতে আগ্রহী কর।

লেখাপড়া শিক্ষার গুণও আছে, দোষও আছে। লেখাপড়া শিখিয়া যদি কেহ বিদ্যাবুদ্ধিকে অসৎ কাজে নিয়োগ করে, তবে সেই লেখাপড়াতে কোনই লাভ হইবে না। লেখাপড়া শিখিয়া বিদ্যাবুদ্ধিকে যদি সৎকাজে লাগায়, তবেই উহা সার্থক।

উপাসনা-প্রণালী বহিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিও। প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ যাহাতে বুঝিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা করিও। দীক্ষা লইয়া তোমরা অন্ধ হও নাই, দীক্ষা লইয়া তোমাদের চোখ খুলিয়াছে, এ কথা মনে রাখিও। আমি পৃথিবীতে ধর্ম্মান্ধের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য দীক্ষা দিয়া বেড়াইতেছি না, অন্ধের চক্ষু ফুটাইবার জন্যই আমার আজন্ম প্রয়াস।

কাছাড়, লুসাই, ও ত্রিপুরাতে যেখানে যত রিয়াং দীক্ষিত হইয়াছ, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত সাক্ষাৎ কর, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত পরামর্শ কর, প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে উপদেশ লও এবং অবিলম্বে উপায় বাহির কর যে, কি ভাবে সমগ্র জাতিটার উন্নতি-বিধানের কাজ এখনই আরম্ভ করা যায়। সৎকাজ ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখা চলিবে না। এখনই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে এবং যত দ্রুত পারা যায়, চেষ্টাকে অগ্রগতি দিতে হইবে।

তোমরা যদি সকলে আগ্রহ অনুভব কর, তাহা হইলে তোমাদের

ব্যাপক উন্নতি আরম্ভ হইতে দেরী হইবার কথা নয়। আমি তোমাদিগকে অর্থে ও পরমার্থে সমভাবে উন্নত দেখিতে চাহি। ধর্ম্মে তোমরা সবল হইবে, আর ধনে তোমরা দুর্ব্বল হইবে, ইহা আমি চাহি না। ইহকাল ও পরকাল উভয়কে আমি সমতাল করিব। তোমাদের শক্তি ও ভক্তি সমভাবে বর্দ্ধিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান্ দশারায় রিয়াং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী রমইতী রিয়াং

মনাছড়া বাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা দশারায় এবং স্নেহের মা রমইতী, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

তোমাদের যত জনকে যত পত্র দিতেছি, সকল পত্রেরই উদ্দেশ্য এক,—তোমরা উন্নত হও। তোমাদের একজনকে যে পত্রখানা দিতেছি, তাহা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য লিখিতেছি বলিয়া মনে করিও। বর্ত্তমানে তোমাদিগকে যে এগার শত পত্র লিখিবার কাজে আমি ব্যস্ত আছি, তাহার মধ্যে সামান্য কয়েকখানা ছাপাখানায় মুদ্রিত করিয়া আমি তোমাদের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিব। সকলের নিকট কি

লিখিয়াছি, সকলে তাহা জানো। তোমাদের সকলকে দিয়া সকলের শুভ-সাধন করাইতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান্ রাংথাংহা রিয়াং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

খর্বাংহাপাড়া, লুসাই হিল

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রাংথাংহা, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

তোমার নিকটে সুলতানীছড়া চা-বাগিচার শ্রীমান চন্দ্রশেখর ভদ্রের খামে একখানা জরুরী পত্র লিখিয়াছি। কাছাড় হইতে লোক-মারফত সে তাহা লুসাই-পর্ব্বতে পাঠাইবে। অদ্যকার পত্রখানা তোমার প্রদত্ত ঠিকানায় ডাকে পাঠাইলাম। কোন্‌খানা আগে পাও, জানাইও। হয়ত এক মাসের আগে কোনখানাই পাইবে না। তবু যে ঠিকানায় আগে পাও, সেই ঠিকানাতেই পরবর্ত্তী পত্রগুলি লিখিব।

তোমাদের জুমের কাজ হইয়া যাইবার পরে গ্রামে গ্রামে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। প্রতি গ্রামে যেখানে যে রিয়াং আছে, তাহাকেই মঙ্গলবার্ত্তা শুনাইতে হইবে। সকলের সমবেত চেষ্টায় যাবতীয় দৈন্যদশা

ঘুচাইবার আয়োজনে লাগিয়া যাইতে হইবে। চিরকাল দীন ভিখারীর মত দরিদ্র-জীবন যাপন করা আর চলিবে না।

বাহির হইতে কেহ আসিয়া তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিয়া দিবে, এই ভরসা রাখিও না। ধর্ম্ম দান করিতে আসিয়া কতজনে হাজার হাজার লোককে ক্রীতদাস করিয়াছে। পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়া কতজন চিরতরে নিজস্বতা হারাইয়াছে। একদল ধার্ম্মিক অপর দল ধার্ম্মিককে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করিবার জন্য কত কিছু করিয়াছে। পরমুখে তাকানো যাহাদের স্বভাব, তাহারা বারংবার এই ভাবে ক্লিষ্ট ও অপদস্থ হইয়াছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লোককে ডাকিতে গেলে লোকের মনে সেই সকল আশঙ্কা জাগিয়া উঠিবে। অথচ তোমার কর্ত্তব্য জীবে জীবে প্রেম বিতরণ করা। আশঙ্কা, আতঙ্ক এবং উদ্বেগের মধ্য দিয়া প্রেম জাগে না।

যাহার দ্বারা মানবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উন্নতি ঘটে, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে চতুর্দ্দিকে কেবলই অবনতি ঘটে, তাহা ধর্ম্ম নহে। যাহা আশ্রয় করিলে তনু-মন-ধনে ঘটিবে অবনতি, তাহা অধর্ম্ম। তোমরা সকলকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবে, তোমরা সকলকে সর্ব্ব-শুভদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবে, ইহাই তোমাদের জীবনের ব্রত হউক।

বনপর্ব্বতের সরলপ্রাণ অধিবাসিগণ কখনও শিক্ষা পায় নাই, কখনও সদুপদেশ-দাতা দেখে নাই, কাহারও স্বার্থগন্ধহীন হিতোপদেশ

শুনে নাই। ইহারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, ইহাদিগকে আত্মোন্নতি-সাধনের জন্য প্রেরণা দিতে হইবে।

মনাছড়া-বাড়ীর ভক্তিরামকে এ বিষয়ে আমি পত্র লিখিয়াছি। কুশাফাকে দোগাঙ্গা ও লুসাই পাহাড়ের ঠিকানায় শীঘ্রই পত্র দিতেছি। এই তিনটি কর্ম্মী মিলিত হইয়া কর্ম্ম-তালিকা ঠিক কর। তোমরা বন-পর্ব্বতবাসীদের মধ্যে শত শত কর্ম্মী সৃষ্টি কর, বাঙ্গালী কর্ম্মী কিছু কিছু আমি পাঠাইব। মাঝে মাঝে আমি নিজেও তোমাদের মধ্যে যাইব। কিন্তু কাজকে ব্যাপকতা এবং গভীরতা, এই দুইটী বিশেষত্বই সমভাবে দিতে হইলে পাহাড়ী কর্ম্মীর প্রয়োজন। আমি যেমন সর্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সমাজের কর্ম্মে লাগিয়াছি, তোমাদের মধ্য হইতেও তেমন কর্ম্মীর আবির্ভাব প্রয়োজন। জনহিত ব্যতীত আমার যেমন অন্য কোন লক্ষ্য নাই, তোমাদের মধ্য হইতেও এমন একলক্ষ্য কর্ম্মীর আবির্ভাব প্রয়োজন। আমি তোমাদের সাহায্যেই তোমাদের উন্নতির-পথ খুলিয়া দিব।

ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার স্নেহ অত্যন্ত গভীর। মনাছড়া ও দোগাঙ্গাতে আমি তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াছি, স্বজাতীয়দের মনে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিবার চেষ্টা আমার চোখে পড়িয়াছে। এইজন্যই আমার মনে হইতেছে যে, নাগা-পর্ব্বতের সীমান্ত হইতে সুরু করিয়া ত্রিপুরার শেষ সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রিয়াংদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার পক্ষে তুমি যোগ্য ব্যক্তি। কথায় বলে একা বৃহস্পতি মিথ্যা, তোমাকেও একা কাজ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

করিলে চলিবে না, শত শত জনকে সঙ্গে লইয়া কাজে নামিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা কর, ধর্ম্মজগতের মানচিত্র তোমরা পরিবর্ত্তিত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান্ রণেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়া বাড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রণেন্দ্র প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কুড়ি একুশ বৎসর পূর্ব্বে আমি আত্মকলহপরায়ণ বাঙ্গালী সমাজটার ভিতরে একটা ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছিলাম যে, বনে যাও, পাহাড়ে যাও, বনপাহাড়ীদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন কর, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানের বিস্তার কর, তাহাদের সহিত এক হইয়া গিয়া তাহাদিগকে আদিম-অবস্থা হইতে উদ্ধার কর, তাহাদের পতন নিবারণ কর, তাহাদিগকে অভ্যুদয়ের পথে টানিয়া আন।

পূর্ব্ববঙ্গের যে কয়টা জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমি এই বাণী প্রচার করিয়াছিলাম, সেই কয়টা জেলা আজ উদ্বাস্তু নাম ধরিয়া ত্রিপুরা রাজ্যটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমার উপদেশে কর্ণপাত করিলে

ইহাদের অধিকাংশেরই ললাটে উদ্বাস্তু মার্কা কলঙ্কের ছাপ পড়িত না।

মনাছড়াবাড়ী গিয়া দেখিলাম, তুমি এক অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছ—রিয়াংএর কন্যা বিবাহ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বিবাহিত-জীবন সুখের হউক। কিন্তু যে সমাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছ, সেই সমাজের উন্নতি-সাধন তুমি কিছু কর নাই। এমন কি, নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগুলিকে পর্য্যন্ত একেবারে আদিম-অবস্থায় থাকিতে দিয়াছ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তোমার গৃহ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমি ত' বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতেই পারি নাই।

তোমাকে দেখিলে যে এত হীন বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ এই যে, তুমি উচ্চ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছ। মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহার মুখমণ্ডলে তাহা প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধির স্থিতিস্থল মস্তিষ্ক। কিন্তু মুখমণ্ডল দেখিয়াই বুদ্ধিমানকে চিনা যায়। স্নেহপ্রেম, দয়ামায়ার স্থিতিস্থল হৃদয়, কিন্তু মুখমণ্ডল দেখিলেই হৃদয়বানকে চেনা যায়। জ্ঞানের স্থিতিস্থল ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র, কিন্তু জ্ঞানীর মুখমণ্ডলেই তাহার জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সচরাচর ইহাই দেখা যায়। তুমি রিয়াং কন্যাকে বিবাহই করিয়াছ, কিন্তু তাহাকে এক কণাও উন্নত চিন্তা পরিবেশন কর নাই। ফলে, তোমার পুত্র-কন্যাগুলিও একেবারে রিয়াংই রহিয়া গেল।

না, এ অবস্থা চলিবে না। এখনই তোমাকে পুত্রকন্যাগুলিকে শিক্ষা দিবার কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার অপরিচ্ছন্নতা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

ইহাদের চরিত্র ও আচরণ হইতে দূর করিতে হইবে। তারপরে এমন সকল চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, যাহার দ্বারা বনপর্ব্বতবাসী সমস্তগুলি জাতির মধ্যে উন্নতির স্পৃহা জাগরিত হয়। তুমি একটী পাহাড়ী মেয়ে বিবাহ করিয়াছ, ইহাই তোমার জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হইলে চলিবে না। এই বিবাহের ফলে তুমি পাহাড়ী জাতিগুলির সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছ, তোমার জীবনের ইতিহাস ইহা হওয়া চাই।

অবশ্য যতলোক পাহাড়ীদের উন্নতি করিতে যাইবে, সকলকেই যদি পাহাড়ী মেয়ে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে বিপদ আছে। প্রথমতঃ, পাত্রের অভাবে বাঙ্গালী মেয়েরা আইবুড়ো থাকিবে অথবা তাহাদিগকে সমতল ছাড়িয়া পতি অন্বেষণে বন-পর্ব্বতে যাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পাহাড়ী যুবকেরা আইবুড়ো থাকিতে বাধ্য হইবে; কেননা পাহাড় ছাড়িয়া তাহারা সমতলে গেলে পাত্রী পাইবে কিনা সন্দেহস্থল। তৃতীয়তঃ এইরূপ ব্যাপারের দ্বারা পাহাড়ীদের সরল সাদাসিধা জীবনে এমন সব জটিলতার সৃষ্টি হইবে, যাহাতে পাহাড়ীদের উন্নতি করিতে গিয়া তোমরা তাহাদের সমাজে নানা নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিবে, যাহার ফলে জাতি-বিদ্বেষের জন্ম হইবে, যাহার ফলে শান্তিময় বনক্ষেত্রে হঠাৎ অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে।

এইজন্যই আমি অত্যধিক-সংখ্যক বাঙ্গালী পুরুষ অত্যধিক-সংখ্যক পাহাড়ী মেয়ে বিবাহ করুক, ইহা পছন্দ করিতেছি না।

যাহা হউক, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের লইয়া নিয়মিত উপাসনা করিও,

ভগবানের নামের সহায়তায় দেহ-মন-প্রাণ শুদ্ধ ও সুস্থ রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ — ফটিকরায়

শ্রীমতী যুবরুম নাথ চৌধুরী — ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা যুবরুম, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার স্বামীর নিকট যে পত্রখানা লিখিয়াছি, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিও।

বিবাহ একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রীলোকের মিলনই নহে, একজনের সহায়তায় অন্যজনের উন্নতিলাভের ইহা সোপান। অনেকেই ইহা জানে না, জানিলেও কথাটার অর্থ বুঝে না। একটা কুকুর একটা কুক্কুরীর সহিত মিলিত হইল, মানুষের বিবাহ ইহা নহে; একটা শূকর একটা শূকরীর সহিত মিলিত হইল, মানুষের বিবাহ ইহা নহে; একটা ছাগল একটা ছাগীর সহিত মিলিত হইল, মানুষের বিবাহ ইহা নহে। একটা পুরুষ-মানুষের সহিত একটা স্ত্রী-মানুষ মিলিত হইল, ইহার অর্থ অনেক গভীরতর এবং ইহার তাৎপর্য্য বিশাল। তোমাদের মিলন একটী আশ্রয়হীন জীবাত্মাকে মনুষ্যশরীর ধারণ করিতে দিল, যেই

শরীরটি পাইলে জন্ম-মরণ-দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় সে করিয়া লইতে পারিবে। এই কথাটা মনে রাখিলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর উন্নতি হয়, স্ত্রীর সংসর্গে স্বামীর উন্নতি হয়।

বিবাহের পূর্ব্বে তুমি ছিলে একটি রিয়াং কুমারী, শাড়ী পরিতে হাঁটু পর্য্যন্ত, টাকার মালা, পুঁতির মালা আর কলার বীচির মালা দিয়া গলা বুক আর উদরের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া রাখিতে। স্তন ঢাকিবার বস্ত্র থাকিলেও কাজকর্ম্মের সময় ছাড়া উহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। দাঁত-মাজা, চোখ-ধোয়া, শরীর ও বস্ত্র পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক বোধ করিতে না। কিন্তু বিবাহের পরে এ সবে তোমার পরিবর্ত্তন আসা উচিত ছিল।

এখন তুমি এইসব দিকে নজর দাও। ২৩ বছর বয়স হইলেও লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ কর। লেখা শিখিতে পার আর নাই পার পড়া শিখিতে এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। দীক্ষা দ্বারা আমার সহিত তোমার আজীবনের, আমরণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গুরুদেবের সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ মৃত্যুরও পরে, জন্মে জন্মে এমতাবস্থায় আমার উপদেশগুলি পাঠ করিবার সুযোগ হইতে নিজেকে তুমি বঞ্চিত কর কি করিয়া? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ　　　　ফটিকরায়

শ্রীমতী মুসার্থী রিয়াং　　　　২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মুসার্থী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ঐ বাড়ীটাতে (গ্রামটাতে) তোমার বয়সের যুবতী সধবার অন্ত নাই। প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যবতী এবং প্রত্যেকেই ভক্তিমতী। কল্যাণীয়া সাধনা তোমাদিগকে যখন উপদেশ-ভাষণ প্রদান করিতেছিল, তখন তোমরা সকলেই অঝোরে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিলে। সাধনা তোমাদিগকে যেই সকল মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিল, আশা করি তাহার একটিও তোমরা ভুলিয়া যাও নাই। আরও আশা করি যে, সেই উপদেশগুলির প্রত্যেকটি তোমরা প্রাণপণে পালন করিয়া যাইতেছ।

একটি বাড়ীতে (গ্রামে) যখন সকল যুবতী নারীরা অনবদ্য-সুন্দর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন তোমাদের দেখাদেখি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সবগুলি পাহাড়ী বস্তীতে ইহার অনুকরণ আরম্ভ হইবে। ফলে তোমাদের দ্বারা পরোক্ষে চতুর্দ্দিকে বিপুল এক সমাজ-সংস্কার আরম্ভ হইবে।

আমার পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ
ফটিকরায়
শ্রীমতী মালবতী রিয়াং
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯
শ্রীমতী ইলাবতী রিয়াং
মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মালবতী ও ইলাবতী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বয়সে তোমাদের দুই ভগিনীর অনেক পার্থক্য থাকিলেও তোমরা দুইজনেই কুমারী বলিয়া আমার মনে পড়িতেছে। কৌমার্য্য-জীবন একটা অতীব পবিত্র অবস্থা। বিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের কুমারীত্বকে অটুট, অক্ষুণ্ণ এবং অক্ষত রাখিতে চেষ্টা করিও।

শরীরে যৌবনের উদ্‌গম হইলে মনে স্বভাবতঃই নানারূপ ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সকল ভাবে চঞ্চল হইয়া কুমারীত্বের মহিমা হইতে কখনও পরিভ্রষ্ট হইও না।

অন্যান্য কুমারী মেয়েদিগকে এই কথাটি বুঝাইয়া বলিও যে, আমার শিষ্য হওয়া সহজ কথা নয়। যে আমার শিষ্য হইয়াছে, তাহাকে সাধারণ মানুষের চাইতে উন্নত থাকিতে হইবে। সাধারণ মানুষ কামমোহের অধীন হয়, আমার সন্তানকে কামমোহ জয় করিয়া চলিতে হইবে। গর্ব্ব অনেক সময়ই দোষের। কিন্তু এই সকল স্থলে গুরু-গর্ব্ব দোষাবহ নহে। তোমরা তোমাদের গুরুতে অগাধ বিশ্বাস

রাখিও। তাহা হইলে তোমাদের নিজেদের চরিত্রের উপরেও অগাধ বিশ্বাস আসিবে।

জগতে সেই জাতিই বড়, যে দেশের অধিকাংশ নারী সতী এবং অধিকাংশ পুরুষ সংযমী। কিন্তু এই গুণটা অধিকাংশ সমাজেই আজকাল কম দেখিতেছি। এই গুণের অনুশীলন তোমাদিগকে করিতে হইবে।

তোমরা সকলেই নিয়মিত উপাসনা করিও। উপাসনায় মন শুদ্ধ হয়, স্নিগ্ধ হয়, শান্ত হয়। উপাসনায় রিপুর চাঞ্চল্য, কামের প্রাবল্য, প্রলোভনের গদ্‌গদ্‌ভাব থামিয়া যায়। এইজন্য উপাসনাশীল মানব সহজেই সংযমী হয়। মনের দুর্ব্বলতাকে দূর করা যাহার লক্ষ্য, সে যেন কখনও উপাসনাতে অবহেলা না করে।

সাধারণ লোক নিজে নিজে উপাসনার প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারে না। এই জন্যই আমার মতন লোককে তোমাদের গুরু হইয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিতে হইয়াছে। চিরকালের জন্য তোমরা আমার ক্রীতদাস হইয়া থাক, এইজন্য আমি তোমাদের গুরু হই নাই। মাসে-মাসে, বর্ষে-বর্ষে, তোমাদের ধন অপহরণ করিয়া আমি যেন ধনী হই, এইজন্যও আমি তোমাদের গুরু হই নাই। অর্থলাভের উদ্দেশ্যে যাহারা ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহাদের প্রতি আমার অন্তরে রহিয়াছে অবিমিশ্র ঘৃণা। যে কাজ আমি অন্যের মধ্যে দোষণীয় মনে করি, সে কাজ আমি নিজে কিছুতেই করিতে পারি না, তাহাতে আমার নিকটেই আমি খাটো হইয়া যাই। যে নিজের নিকটে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

নিজে খাটো, যে নিজের নিকটে নিজে লঘু, সে অপরের গুরু হইবে কি করিয়া? আমি সর্ব্বদা, সর্ব্বতোভাবে তোমাদের গুরুই থাকিতে চাই। কোনও বিষয়ে তোমাদের উপর কোনও দাবী করিয়া, কোনও বিষয়ে তোমাদের নিকটে কিছু প্রত্যাশা করিয়া, আমি আমার গুরু-গৌরবকে এককণাও ম্লান হইতে দিব না। তবে তোমাদের নিকট একটি প্রত্যাশা আমার সর্ব্বদাই থাকিবে। তাহা হইতেছে এই যে, তোমরা মানুষ হও, মানুষের মত মানুষ হও। স্বভাবে-চরিত্রে, আচারে-বিচারে, আত্মোন্নতিতে ও পরোপকারে তোমরা অতীব উচ্চ স্তরের মানুষ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

ফটিকরায়

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান সুপাইয়া রিয়াং চৌধুরী
শ্রীমতী জলেতী রিয়াং, মনাছড়াবাড়ী।
কল্যাণীয়েসু ঃ—

স্নেহের বাবা সুপাইয়া ও স্নেহের মা জলেতী, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস গ্রহণ করিও।

সম্ভবতঃ তোমরা এই গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সম্ভবতঃ এই গ্রামের সকলেই তোমাদের নির্দ্দেশ অকাতরে পালন করে। এমন ব্যক্তিরা যখন সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখন ইহাই আশা করিতে হইবে যে, এই

পল্লীর অধিকাংশ লোক সৎপথে চলিতে উৎসাহবোধ করিবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভাল মন্দ সকল আচরণই অপরেরা অনুসরণ করিয়া থাকে।

তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুইজনে এমনভাবে আচরণ করিতে থাক, যেন ইহার অনুকরণের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লাভবান হয়। সৎ আচরণের অনুকরণেই লাভ, অসৎ আচরণের অনুকরণে ক্ষতি। সুতরাং সকলের লাভের দিকে তাকাইয়া তোমাদিগকে এখন হইতে চলিতে হইবে। রাজা রামচন্দ্রের মত লোক দশের ভাল দেখিয়া চলিতেন।

তোমাদের পল্লীতে এবং চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর লোক রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের প্রাণে নবজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। পশুর মত খাওয়া আর ঘুমানো মানুষের জীবনে চলে না। যাহারা মানুষের মত থাকিতে চাহে, তাহাদের জীবন পশুর জীবন হইতে আলাদা। প্রত্যেকটি মানুষকে মানুষের মতন চলিতে উৎসাহ দাও।

তোমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমাদের অনেক দুর্ভাগ্য নিজ-ভূজ-বীর্য্যেই দূর করিতে পার। দুঃখ যে তোমাদের চিরকালেরই প্রাপ্য নহে, এই কথা তোমরা বিশ্বাস করিও।

আমার আগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই যে অখণ্ড-মন্দিরটি তোমরা নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহাতে সপ্তাহে একদিন সকলেই সমবেত হইও। আমার আগমনের পূর্ব্বেই তোমরা নিজেদের চেষ্টায় মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়াছ, সমবেত উপাসনা শিখিয়াছ, মন্দিরে যে অশুচি অবস্থায়

প্রবেশ করিতে নাই, ইহা জানিয়াছ। আমি তোমাদের ওখানে আসিবার পরে শত শত জনে ব্যাকুল হইয়া দীক্ষা লইয়াছে। শ্রীমতী সাধনার উপদেশ-ভাষণ শুনিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়াছে। তোমাদের সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, একমাত্র এই একটি গ্রামের নরনারীরা যদি জিদ্ করিয়া চেষ্টায় নামে, তাহা হইলে চারিদিকের শত শত পাহাড়ী-বস্তীর নরনারীদের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারে। এমন কি, ইহাও বিচিত্র নহে যে, ত্রিপুরার এই দুর্গম অঞ্চলে আমরা যে কাজ করিয়া যাইতেছি, তাহা লুসাই পর্ব্বত ভেদ করিয়া নাগা-পাহাড়কেও সবলে টানিয়া বুকের কাছে নিয়া আসিতে পারে। তোমরা তোমাদের কাজে বিশ্বাস রাখিও।

লুসাই-পর্ব্বতেও যেই সকল রিয়াং আছে, তাহাদের মধ্যে বহুজন মনাছড়া এবং দুগাংগা আসিয়া দীক্ষা নিয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেককে তোমরা প্রচারক-কর্ম্মীতে পরিণত কর। ইহাদিগকে দিয়া লুসাই-পর্ব্বতের আনাচে-কানাচে কাজ আরম্ভ করাইয়া দাও। মাসে মাসে দক্ষিণা আদায় করিব বলিয়া আমি তোমাদের শিষ্য করি নাই। যে কাজ আমি সর্ব্বসাধারণের জন্য করিতেছি, সে কাজে তোমরাও হাত দিবে; এই জন্য তোমরাও আমার শিষ্য হইয়াছ। আমার ধনবল নাই, কিন্তু ব্রহ্মবল আছে; আমার ব্রহ্মবলে তোমরা বিশ্বাস করিও।

ব্রহ্মবলেই আমি জগৎ উদ্ধার করিব,—জনবলেও নহে, কৌশলেও নহে। অপরের কর্ষিত ক্ষেত্রে আমি বীজ বপন করিতে যাইব না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সঙ্ঘে সঙ্ঘে, আশ্রমে আশ্রমে কলহ-কচায়নকে

আমি ঘৃণা করি। দেখিলাম, পথের দুর্গমতার দরুণ কোনও মঠ-মিশন-সঙ্ঘ তোমাদের ওখানে যান নাই। যাঁহাদের ধন আছে, জন আছে, অশেষ প্রতিপত্তি আছে, তাঁহারাও এতদিন পর্য্যন্ত তোমাদের স্মরণ করেন নাই বলিয়াই আমি বিত্তহীন এবং প্রতিপত্তিহীন হইয়াও তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। জানিও, যে কাজে হাত দিয়াছি, সে কাজ হইতে হাত কখনও সরাইয়া আনিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ — ফটিকরায়

শ্রীমতী পদ্মতী রিয়াং — ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়া বাড়ী।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা পদ্মতী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি একটি কচি মেয়ে। আমার পত্র পাইয়া হয়ত কিছুই বুঝিবে না। কিন্তু তবু আমি পত্র লিখিয়াছি এইজন্য যে, ছোট হইলেও তোমাদিগকে আমি ভালবাসি। ছোটরাও জগতে অনেক বড় কাজ করিয়াছে।

সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া তোমরা পরামর্শে বসিয়া যাও, কি করিয়া তোমরা বড় কাজ করিবে। বড় কাজ করিতে

হইলে মনকে বড় করিতে হয়। কি করিলে তোমরা মনকে বড় করিতে পারিবে, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে বল। সৎকথা শুনিবে আর সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিবে। সৎকাজ কখনও ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিতে নাই।

শিশুদিগকে সকলেই ভালবাসে, কারণ, শিশুরা নিষ্পাপ। কিছু জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকের প্রলোভন তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, তাহারা আর বেশীদিন নিষ্পাপ থাকিতে পারে না। যাহাতে কচি-কিশোরেরা নিষ্পাপ অবস্থাতেই যৌবন-লাভ করিতে পারে এবং প্রস্ফুটিত কুসুম-কলির মত বিকশিত-যৌবন-নরনারী বিন্দুমাত্রও কলঙ্কিত না হইয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্যই ত' আমার যুগ-যুগ-ব্যাপী এই নিদারুণ পরিশ্রম।

আমার সবগুলি কথা এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। আর একটু বড় হইলে বুঝিবে। এখন যাহারা বড় হইয়াছে, তাহারা কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে। যতটুকু বুঝ আর না বুঝ, এই কথা মনে রাখিও যে, তোমরা ছোট হইলেও বড় কাজ করিতে পার এবং বড় কাজ তোমাদিগকে করিতেও হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ — ফটিকরায়

শ্রীমান্ হামসাইরায় রিয়াং — ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা হামসাইরায়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একই পিতামাতার তিন-চারিটি সন্তান তোমরা একত্রে দীক্ষা লইয়াছ। ইহা যে কত বড় সুখের কথা, বলিবার নহে। একই পিতামাতার সন্তান বলিয়া তোমরা ত' পরস্পরের আপন আছই। উপরন্তু সকলেই আমার সন্তান বলিয়া পরস্পরের আরও আপন হইয়াছ। তোমাদের এই আপনত্ব যেন দিনের পর দিন গাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হইতে থাকে, কখনও যেন মলিন না হয়, শিথিল না হয়। যে দেশে ভাই ভাইকে ভালবাসে, সে দেশে প্রতিবেশীও প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে। যে দেশে প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে ভালবাসে, সে দেশের লোক বিদেশীকেও ভালবাসিতে পারে, পরকেও আপন করিতে পারে।

লঙ্গাই নদীর এপারে ওপারে তোমরা প্রাচীন টিবেটো-মঙ্গোল জাতির বংশে জাত। একই জাতের লোকেরা বাস করিতেছে, স্নানের ঘাটে আসিলে দেখিতে পাও। কিন্তু তোমাদের দূরত্ব যেন বাংলা দেশ ও বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জের। এই দূরত্ব বিদূরণ করিতে হইবে। যাহাদিগকে পর ভাবিতেছ, তাহাদিগকে আপন করিতে হইবে।

এইজন্য তোমাদের ঘরে ঘরে নিজেদের মধ্যে গভীর আপনত্ব

প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই আমি পল্লীতে পল্লীতে সমবেত উপাসনার প্রচলন করিয়াছি। তোমরা কখনও সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় অনাদর করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ — ফটিকরায়

শ্রীবাইছারায় রিয়াং — ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী বাখন্তী রিয়াং

মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা বাইছারায় ও মা বাখন্তী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গ্রামের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে তোমরা অন্যতম। গ্রামের সকলে তোমাদের মান্য করিয়া থাকে। তাহার কারণ, তোমরা জগতে অনেক দেখিয়াছ, অনেক শিখিয়াছ। চিরকালই বৃদ্ধেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা গ্রামবাসীদিগকে সুপথে পরিচালিত করিয়া থাকে।

ভগবানের পথই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুপথ, সত্যের পথই পরম মঙ্গলের পথ। তোমরা সেই পথে সকলকে পরিচালিত করিও।

বৃদ্ধ হইয়াছ। এ সময়ে ভগবানের নামই তোমাদের পরম সম্বল। দরিদ্রতা যেন তোমাদের নাম-সাধনের বিঘ্ন না হয়। ধনীও ভগবানকে

ডাকিবে, দরিদ্রও ভগবানকে ডাকিবে। বিষয়-আশয় লইয়া ধনীর ব্যস্ততা, আর গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া দরিদ্রের ব্যস্ততা। দুজনেই সমান ব্যস্ত। কেবল ব্যস্ততার কারণটা আলাদা। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও ভগবানকে ডাকিতে হইবে। এ কর্ত্তব্যটীতে অবহেলা করিলে চলিবে না।

গ্রামে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলকেই তাহাদের প্রকৃত কর্ত্তব্যটী নিয়ত স্মরণ করাইয়া দিবে। কাহাকেও সৎকার্য্যে উৎসাহ দিলে, তাহার ফলে নিজেরও সৎকার্য্যে রুচি আসে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ — ফটিকরায়

শ্রীমান মনাজয় রিয়াং — ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

জগরামপাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মনাজয়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এখন তোমাদের জুমের কাজ জবরদস্ত ভাবে চলিতেছে। এই সময় আমি প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, ৭০/৮০ মাইল দূর হইতে কৈলাসহর বা ফটিকরায় দেখা করিতে পারিবে। এই জন্যই ত্রিপুরার এই অঞ্চল ভ্রমণ কালে আমি তোমাদিগকে আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে কোনও নির্দ্দেশ দেই নাই বা ভ্রমণ-তালিকাও তোমাদের

নিকটে পাঠাই নাই। তোমাদেরই দেশে আসিলাম অথচ আমার সহিত তোমাদেরই দেখা হইল না, এই বলিয়া তোমাদের হয়ত অনেকের মনে আফ্‌শোষ হইবে।

আফ্‌শোষ আমারও কিছু কিছু হইতেছে। তবে তোমাদের কাছে অবিরাম চিঠি লিখিয়া আমি মনের আফ্‌শোষ দূর করিতেছি। সূর্য্য উদয়ের আগে চিঠি লেখা আরম্ভ করি, সমস্ত দিনব্যাপী কর্ম্মতালিকার ফাঁকে ফাঁকে বিশ-পঁচিশ-ত্রিশখানা করিয়া পত্র দৈনিক লিখিতেছি। ইহাতে আমার মনের আফ্‌শোষ কতকটা কমিয়াছে। খোয়াইতে নীরোদ বিহারী, কৈলাসহরে প্রদীপ আর ফটিকরায়ে খোয়াই-নিবাসী মনোরঞ্জন পত্র লেখায় আপ্রাণ সহায়তা করিয়াছে। ইহারা খাটিতে খাটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিজেদের ক্লান্তি দিয়া ইহারা আমার ক্লান্তি-হরণ করিয়াছে। নতুবা এত চিঠি লিখিতে পারিতাম না।

চিঠি লিখি তোমাদিগকে জাগাইবার জন্য। ডাক-বিভাগকে ধনী করিবার জন্য নহে, তোমাদিগকে ধনী করিবার জন্যই এই চিঠি লিখি। তোমাদিগকে আমি জ্ঞানের ধনে ধনী করিতে চাহি, প্রেম-ধনে ধনী করিতে চাহি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তোমাদের নিকটে আমি নানাস্থানে যেই সকল পত্র লিখিতেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহা পাঠ কর, প্রত্যেকে প্রত্যেককে নিজ নিজ পত্র পাঠ করিয়া শুনাও।

আমার পত্রগুলিকে কেবল পত্র বলিয়া মনে করিও না। পত্রগুলিকে আমার প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান কর। আমার পত্র তোমাদের গ্রামে যাওয়ার মানে এই যে, আমিই তোমাদের গ্রামে আসিয়াছি।

আমার পত্রে কতকগুলি কথা লেখা আছে, ইহার মানে এই যে আমিই যেন সশরীরে গিয়া তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি। ভক্তি লইয়া, বিশ্বাস লইয়া, ভালবাসা লইয়া আমার পত্রগুলি পড়িও।

তোমরা সঙ্কল্প কর যে, চারিদিকে যে সহস্র সহস্র যুবক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে সুমহৎ কর্ম্মে লাগাইবে। প্রত্যেকের জীবন মহৎ কর্ম্মে লাগিয়া ধন্য হউক। কেবল খাওয়া, শোয়া, ঘুমানো ইহাতেই যেন তাহাদের জীবন শেষ না হয়।

অনেক গ্রামে শত শত লোক আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছ। কোনও কোনও গ্রামে এইরূপ লোকের সংখ্যা দুই-চারিজনের বেশী নহে। কিন্তু সকল স্থানেই তোমরা খড়-বাঁশ-বেত দিয়া বাঁধিয়া একটি করিয়া অখণ্ড-মন্দির স্থাপন কর এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ ফটিকরায়

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ অলজয় রিয়াং

পিপলাছড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা অলজয়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধর্ম্মপথের কোনও খোঁজই তোমরা জানিতে না। কতকগুলি চিরাচরিত সংস্কারের ব্যবহারিক দাবীকে প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে। অন্যেরা এইরূপ করে, তাই তোমরা তাহা করিতে। ধর্ম্মের সঙ্গে যে আত্মার পরমা পরিতৃপ্তির সম্পর্ক, তাহা তোমরা জানিতে না। কিন্তু বিগত চৈত্রমাসে তোমরা আমার সংস্পর্শে আসিয়া জানিতে পারিয়াছ যে, ধর্ম্ম কত অন্তরঙ্গ বস্তু, ধর্ম্মের সাধন কত সরল এবং স্বাভাবিক, ধার্ম্মিক হইতে হইলে কি কি করা উচিত, কি কি করা অনুচিত।

যে সাধন পাইয়াছ, তাহাতে তোমরা মনঃপ্রাণ দিয়া লগ্ন হও। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ভগবানকে স্মরণ করিবে। নিমেষের জন্যও তোমরা ভগবানকে ভুলিয়া থাকিও না।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে তোমরা সর্ব্বদা পাপমুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রতিবেশীদের সহিত সম্পর্ককে তোমরা সরল ও মধুর রাখিবে।

সকলে সর্ব্বশক্তি দিয়া আত্মোন্নতি করিতে এবং সমগ্র সমাজের উন্নতিবিধান করিতে যত্ন লইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ ফটিকরায়
শ্রীমান্ রানান্দ রিয়াং ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯
শ্রীমতী বুখ্রইতি রিয়াং
মনাছড়াবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রানান্দ এবং স্নেহের মা বুখ্রইতি, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের গ্রামটার ভিতরে ভক্তলোকের সংখ্যা অধিক। ইহা তোমাদের গ্রামের পক্ষে একটা মস্ত বড় প্রশংসার বিষয়। কিন্তু সকলেই সমান ভক্ত নহে, কেহ বেশী, কেহ কম। আমি চাহি তোমরা সকলেই ভক্তিতে তুলনাহীন হও।

সরল মনে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তি প্রগাঢ় হয়, খাঁটি হয়। অহঙ্কার অভিমান থাকিলে ভক্তি পাতলা হইয়া যায় বা বিলুপ্ত হয়। ভক্তি আর ভক্তির ভান কখনও এক কথা নহে। জগতে ভানের দৃষ্টান্তই অধিক, প্রকৃত ভক্তি অতি কম লোকেই দেখা যায়। এইজন্যই প্রকৃত ভক্তিমানের সমাদর জগতে অত্যধিক। লোকে তোমাকে সমাদর করুক আর না করুক ইহাতে কিছু আসে যায় না। ভগবানে ভক্তি আসিলে অন্তরে যে বিমল আনন্দের সৃষ্টি হয়, তাহাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সংসারের অশান্তি হইতে মনকে ঊর্দ্ধে রাখিবে, মনকে অশান্তির

সহিত জড়িত হইতে দিবে না। তুচ্ছ অশান্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। এক তুড়িতে যাহারা দুঃখকে দূর করিয়া দিতে পারে, সংসারে তাহারা সত্যই চতুর। ইহাদের জীবনের গতি দিনের পর দিন বেগবতী হয় এবং অল্প সময়েই ইহারা জগতে অধিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

আজই ঘণ্টা দুই পরে রওয়ানা হইব তেলিয়ামুড়া। যেখানেই যাইতেছি, প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়া নানা শ্রমপূর্ণ কর্ম্মতালিকার সম্মান রাখিয়া চলিতে হইতেছে। ফলে অবসর পাইতেছি অত্যল্প। তাই তোমাদিগকে যত কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, তত কথা লিখিতে পারি না, সময়-সংকুলান হয় না। তোমাদের নানাজনকে আমি নানা পত্র লিখিতেছি। সকলে সকলের পত্র পাঠ করিও।

তোমরা যে প্রায় সকলেই দারিদ্র্য-দুঃখে ক্লেশ পাইতেছ, ইহা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। তোমাদের দরিদ্রতা যে-কোন প্রকারেই দূর করিতে হইবে। আমি মনে মনে একটা বহুবর্ষব্যাপী পরিকল্পনা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের মধ্যেও আগ্রহ সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সকলের ভিতরে যখন আগ্রহ জাগিবে, কার্য্যকে সফলতার দিকে পরিচালিত করা তখন আমার পক্ষে সম্ভব হইবে। সফল হই, বিফল হই, আমার কাজ আমি পরমায়ুতে বেড় পাইলে অবশ্যই করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান্ তন্জীরায় রিয়াং ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

মনাছড়াবড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা তন্জীরায়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার সময় আমাদের মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। এত আপনরূপে তোমাদিগকে পাইয়াছিলাম যে, আরও কয়েক দিন থাকিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছিল। থাকিলে তোমরা আনন্দিত হইতে কিন্তু হাতে সময় ছিল না। যে কাজে বাহির হইয়াছি, তাহাতে এক জায়গায় দুই এক দিনের বেশী থাকাও সম্ভব নয়। পৃথিবী জুড়িয়া যাঁহার কাজ, কেবল দৌড়ের উপর থাকা ছাড়া তাঁহার আর উপায় কি? মেইল-রাণার যেমন করিয়া একস্থানের চিঠির বোঝা বহিয়া অন্যস্থানে ছুটিয়া চলে, আমার অবস্থা তদ্রূপ। আমি তোমাদের জন্য অমৃতের বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছি। সকল স্থানে ঐ বার্ত্তা আমাকে পৌঁছাইতে হইবে।

অবশ্য, এই ছুটাছুটিটা একা আমাকেই করিতে হইবে, তাহা নয়। তোমাদিগকেও আমার কাজের ভার লইতে হইবে। তোমাদিগকেও দূর-দূরান্তরে ছুটিয়া যাইতে হইবে এবং ঘুমন্তকে জাগাইতে হইবে। অনেকের চোখে নিদ্রা নাই, তবু শয্যায় পড়িয়া থাকে। সেই অলসদিগকে টানিয়া তুলিতে হইবে। সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে,

জাগিবার ও উঠিবার সময় আসিয়া গিয়াছে, অলস-শয়নে আর পড়িয়া থাকা চলিবে না।

আমার কাজ তোমরা যদি হাতে হাতে অল্প অল্প করিয়া তুলিয়া লও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য অনেক অধিক সেবা আমি অল্প সময়ে দিয়া যাইতে পারিব। বিশাল ব্যাপক কর্ত্তব্য কেহ একক চেষ্টায় অল্প সময়ে সমাধা করিতে পারে না। কিন্তু একই কাজে বহুজনের হাত লাগিলে অনায়াসে দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যায়। বড় কাজ করিবার ইহাই কৌশল। বহু লোকের জনতা জমিলেই বড় কাজ হইয়া যায় না। বহুজনের হস্ত কর্ম্মপরায়ণ হইলেই বড় কাজ সুরু হইয়া যায়। সৎকাজ একদিন সুরু হইয়া গেলে একদিন না একদিন সুসম্পন্ন হইবেই হইবে।

'জুমের' সময়ে জুম কর, অন্য সময়ে তোমরা বসিয়া থাক। অমনিতেই জুম কৃষিতে শ্রমের তুলনায় সঞ্চয় অল্প। তার উপরে যদি বৎসরের অন্য সময়টা বসিয়া কাল কাটাও, তবে তোমাদের দরিদ্রতা ঘুচিবে কোন যাদু-মন্ত্রে? তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প কর যে, আলস্যকে তোমরা তোমাদের ঘর হইতে, তোমাদের গ্রাম হইতে, তোমাদের জাতি হইতে, তোমাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। আলস্যকে যদি দূর করিতে পার, জগতে তোমাদের অসাধ্য কিছু থাকিবে না।

আলস্যকে দূর করা কঠিন নহে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাহাদের জাগ্রত হইয়াছে, অলসতা, অবসাদ এবং কর্ত্তব্যের অবহেলা প্রভৃতিকে সে

অনায়াসে বিলুপ্ত করিতে পারে। তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তোমরা জাগাও আর সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভগবানকে কর সংযুক্ত।

ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের কাজের মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে না। ভ্রমের অধীন হইয়া কাজ করিলে এক কাজ তিনবার করিবার পরেও দেখা যায়, কাজ কিছুই হয় নাই—শুধুই অকাজ হইয়াছে। সকল কাজকে ভগবানের কাজ বলিয়া জানিলে অভিমান নাশ পায়। তখনই কাজ সুসম্পাদনের পথে চলে।

যুবকেরা তোমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিও। ব্রহ্মচর্য্যকে সকল শক্তির উৎস বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে মনে একনিষ্ঠতা আসে, প্রাণে আসে অদম্য সাহস, দেহে আসে বল এবং কঠিন কাজ সহজ হইয়া যায়। ভবিষ্যতে আমি তোমাদের দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সাধন করাইতে চাহি, তাহা উদ্‌যাপন করা দুর্ব্বলের পক্ষে সম্ভব নহে। এই জন্যই বলি, প্রত্যেকে তোমরা অকালবীর্য্যক্ষয় হইতে বিরত হও। কুসঙ্গ পরিত্যাগ কর এবং নিজে সৎ হইয়া সকলকে সৎসঙ্গ দান কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীসোভাজয় রিয়াং ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী কাকলাইতি রিয়াং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা সোভাজয় ও স্নেহের মা কাকলাইতি, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবে জীবে তোমরা প্রেম বিতরণ কর। হিংসার চর্চ্চা করিয়া নহে, প্রেমের চর্চ্চা করিয়া জীবন সার্থক কর। কেহই তোমাদের পর নহে, সকলেই তোমাদের আপন, এই সত্যে প্রতিজনে প্রতিষ্ঠিত হও। মানুষকে আপন করিয়া যে আনন্দ, পর ভাবিয়া, শত্রু করিয়া সে আনন্দ নাই, সেই তৃপ্তি নাই। বিশ্বের সকলেই তোমাদের আপন। যে খ্রীষ্টানেরা চতুর্দ্দিক হইতে চাপিয়া ধরিয়া তোমাদের জাতির অনেক নরনারীকে জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারাও তোমাদের পর নহে। তাহাদের প্রলোভনে না টলিয়া, তাহাদের উৎপীড়নে না দমিয়া, তাহাদের কৌশল-জালে না জড়াইয়া, তোমাদিগকে নিজস্ব বিশিষ্টতাতেই নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট নহে, তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়া তাহাদের শত্রুতার সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিতে হইবে।

তোমরা আগাইয়া তাহাদের নিকটে যাইতেছ না বলিয়াই ত' তাহারা আগাইয়া তোমাদের নিকট আসিতেছে। তোমরা আগাইয়া

যাইতে পারিতেছ না বলিয়াই ত' তাহারা তোমাদিগকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। তোমরা আগাইয়া যাইতে সক্ষম হইলে খাওয়া-খাওয়ির কোন প্রশ্ন থাকিত না। সকলে সকলের সমান হইত।

আমি তোমাদিগকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি। জগতে সকলেই সকলের সমান। তোমরা সকলেই ব্রাহ্মণ কিন্তু মুখের দাপটে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ হইতে সাধন চাই। যে সাধন করে না, সে ব্রহ্মমন্ত্র পাইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে ব্রাহ্মণ করিতে চাহি। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, আমি তোমাদিগকে সাধক করিতে চাহি।

তোমরা প্রত্যেকে সাধনপরায়ণ হও। প্রত্যহ উপাসনা করিও। সমবেত উপাসনা কখনও বাদ দিও না। সমবেত উপাসনা করিতে গেলেই ভোগ-নৈবেদ্য লাগিবেই, টাকা খরচ করিতে হইবেই, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। শুধু পুষ্প-বিল্বপত্রেই সমবেত উপাসনা হয়। যেখানে বিল্বপত্র বা তুলসী মিলে না, সেখানে যে-কোন শ্যামল বৃক্ষ-পত্রের দ্বারা অঞ্জলি হইতে পারে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি, প্রভৃতি দেশে ভক্তেরা আমার জন্মোৎসব করে। সে সব দেশে তুলসী-বিল্বপত্র নাই। তাহারা শুধু সুদৃশ্য বৃক্ষের পত্র চয়ন করিয়া তাহা দ্বারা বিগ্রহে অঞ্জলি দেয়। সমবেত উপাসনাটীতে তোমরা একটা খরচান্তের ব্যাপারে পরিণত করিও না। উপাসনার সাধারণ নিয়ম এই যে, উপাসনা যেখানেই হউক, চারিদিক হইতে যাহারা আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে, তাহাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ সাধ্যমত কিছু না কিছু উপচার লইয়া আসিতে হইবে। খালিহাতে কেহই আসিবে না।

সমবেত উপাসনায় যদি উপচারের পরিমাণ এত বেশী হয় যে অনেক জিনিষ বাঁচিয়া গেল, তাহা হইলে উহা কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে না। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে অমরপুরের নিকটে এক জমাতিয়া বাড়ীতে উৎসব ও উপাসনা হইয়াছিল, আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পর গ্রামবাসীরা উদয়পুর আসিয়া পৌঁছিল। আমাদের বলিল, উৎসবে যাহা ব্যয় হইয়াছে, আয় হইয়াছে তার অনেক বেশী। তাহারা নিজেরা উহা রাখে নাই। সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থ উদ্‌বৃত্ত সম্পদ আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। কোথাও অখণ্ড-মন্দির থাকিলে মন্দিরের উন্নতি কল্পেও উহা ব্যবহার করা যায়।

তোমাদের উপাসনাগুলি যেন পরস্পরের প্রতি প্রীতির বর্দ্ধন করে। অখণ্ডমণ্ডলী গঠন করিয়া ঝগড়াঝাটি করা বড়ই অন্যায় কর্ম্ম। তোমাদের বাঙালী ভ্রাতারা মণ্ডলী গঠন করিয়া আসল কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কোথাও কোথাও এই অন্যায় কার্য্যটী প্রাণপণ বিক্রমে করিতেছে। এরূপ কুদৃষ্টান্তের কেহ যেন অনুসরণ না করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

উপাসনা অন্ধকারে জ্বালায় আলোক,
দূর করে অবিশ্বাস, দুঃখ, মোহ, শোক।

—স্বরূপানন্দ—

(৪২)

হরিওঁ ফটিকরায়

শ্রীমান্ মঙ্গলজয় রিয়াং ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ ভাগ্যমোহন রিয়াং

পাইজা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মঙ্গলজয় ও বাবা ভাগ্যমোহন, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সঙ্কল্প কর যে, কোনও অবস্থাতেই তোমরা হীন থাকিবে না। জগতের বুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে উন্নত শিরেই থাকিতে হইবে। তোমরা প্রত্যেকে চরিত্রবান, সাধনপরায়ণ এবং ভগবন্নিষ্ঠ থাকিতে চেষ্টা করিও। সৎ যাহার উদ্দেশ্য, ভগবান তাহাকে সর্ব্বদাই সহায়তা করিয়া থাকেন। ভগবান যে তোমাদের নিত্য সহায়, একথা বুঝাইয়া দিবার জন্যই গুরুর প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ আগরতলা

শ্রীমান্ সনৎকুমার দাস ১লা আষাঢ়, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা সনৎ, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্যাণপুর আসিয়া জ্বর-বিরাম দেখিয়াছিলাম। বিশালগড়ে আবার জ্বর বাড়িল। এই কারণে এই কয়দিন দুই একখানার বেশী পত্র লিখিতে পারি নাই। পরশ্ব কলিকাতা যাইব বলিয়া বিমানের টিকিট কাটিয়াছি।

সকল অঞ্চলের পাহাড়ী নব-দীক্ষিতদেরই উপাসনা-প্রণালী বহি এবং এক একখানা করিয়া ব্যক্তিগত উপদেশ-পত্র আস্তে আস্তে রওনা করা হইতেছে। হয়ত স্বল্পকাল মধ্যে তোমার নিকটেও দুই চারি বাণ্ডিল পত্র গিয়া হাজির হইবে। দূরদূরান্তের প্রতিজনকে পত্র ও পুস্তকগুলি পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিও। যাহারা লেখাপড়া জানে না, তাহাদিগকে পত্রগুলি কেহ যাহাতে পড়িয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহাও করিও। একজনকে একখানা পত্র লিখিলে যাহাতে তাহা গ্রামের এবং চতুস্পার্শ্বস্থ সমস্ত ভূখণ্ডের প্রতিটি প্রাণীর কর্ণগোচর হয়, তাহা করিবে। পত্র পড়িবার পরে সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পত্রানুযায়ী কাজ সুরু হইয়া যায়, তাহা করিবে। সমগ্র রিয়াং জাতিটার মধ্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য একটা ব্যাপক চেষ্টার পরিকল্পনা আমি করিয়াছি, কারণ বৈষয়িক উন্নতি ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি করা এই আদিম অবস্থায় সহজ কথা নহে। কাহারও মনে তোমরা ইসলামধর্ম্ম বা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে কোনও বিরুদ্ধ, বিরূপ বা শত্রুভাবাপন্ন ধারণা সৃষ্টি করিতে যাইও না। কারণ, এক দিকে তাহা যেমন অনার্য্যোচিত, অন্য দিকে তাহা তেমন নিষ্প্রয়োজনীয়। ভারতের মাটিতে যেই অধ্যাত্ম-সাধনার জন্ম, ভারতের মাটিতে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে

সেই সাধনাই স্বাভাবিক! যাহা স্বাভাবিক, তাহার শ্রীবৃদ্ধি আপনা আপনি ঘটে। তবে, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল হইতে এক শ্রেণীর গোঁড়া সনাতনীরা সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে বা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক কারণেই, কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না রাখিয়া এই বঞ্চনা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু এই বঞ্চনার কুফল সমগ্র দেশ ও জাতি ভোগ করিতেছে। এই বঞ্চনার বাগুরা-বিস্তার হইতে আমরা দেশকে যদি রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে স্বভাব-শক্তিতে আর্য্যের অনিন্দ্য সাধনা আর্য্যভূমির সর্ব্বত্রই আপনা আপনি বিস্তার লাভ করিবে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী জরুরী বিষয়ের প্রতি তোমাদের প্রতিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। আমি পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার ফলে একটী অতিশয় অপ্রীতিকর সত্যের সম্মুখীন হইয়াছি। তাহা এই যে, পাহাড়ীদের সহিত সমতলবাসী লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে অতীতে এত প্রতারণা করিয়াছে যে, ইহারা এখন প্রকৃত হিতৈষী দেখিলেও তাহাকে সমাদর করিতে ভয় পায়। প্রকৃত কল্যাণ-কর্ম্মের দ্বারা ইহাদের মনের এই ভয়কে জয় করিতে হইবে। কাজ করিতে হইবে নিঃস্বার্থ প্রেম লইয়া, অন্য পন্থা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ জয়মঙ্গল রিয়াং ৫ই আষাঢ়, ১৩৬৯

তৈসামা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা জয়মঙ্গল, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার ভক্তিমান বৃদ্ধ পিতাকে আমার প্রাণঢালা প্রেম দিও। ঐ বৃদ্ধের প্রেম-বিগলিত মুখচ্ছবি ভুলিতে পারিতেছি না।

আমি নানা স্থানে তোমার স্বজাতীয় নবদীক্ষিত ও নবদীক্ষিতাদের নিকট বহু পত্র লিখিতেছি। তাহার দুই চারিখানার নকল হস্তলিখিত বা মুদ্রিত অবস্থায় তোমার নিকটও পৌঁছিবে। সেই পত্রগুলি তুমি পাঠ করিয়া প্রত্যেক রিয়াং, প্রত্যেক মলসুং, প্রত্যেক কাইফেং এবং অন্যান্য খণ্ডজাতিভুক্ত বন-পর্ব্বতবাসীদের শুনাইও। আমি তোমাদের সকলের মধ্যে নবজীবন আনিতে চাহি।

মনাছড়াবাড়ী এবং দুগাঙ্গা গিয়া আমি কয়েকটী রত্ন লাভ করিয়াছি। তাহা আর কিছুই নহে, কয়েকটী রিয়াং ভক্তিমান্ কর্ম্মী। ইহারা আমাদের উন্নত আদর্শের প্রচারের জন্য, আমাদের সাধের স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কর্ম্মী রূপে চারিদিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে। জুম কৃষির কাজ সামাল দিবার পরেই ইহারা ব্যাপক ভাবে কাজ সুরু করিবে। আলাদা কাগজে ইহাদের নাম ও ঠিকানা তোমাকে লিখিয়া জানাইতেছি। তুমি ইহাদের সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিবে। ইহারা

ত্রিপুরার লঙ্গাই উপত্যকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম সীমান্ত পর্য্যন্ত পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ চালাইয়া যাইবে। অন্য দিকে তুমিও তোমার অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে কাজ চালাইতে চালাইতে গভীর অরণ্যের শার্দুলকুলকে বশ করিবার অয়োজনে লাগিয়া যাইবে। তোমরা মহৎ কার্য্যের ভার পাইয়াছ, একাজ তোমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে।

খ্রীষ্টান মিশনারী সাহেব এবং মেমেরা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, বাঘ-ভালুক, সাপ-জোঁক কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। মানব-প্রেমের আকুল আহ্বানে সর্ব্বত্র ছুটিয়া গিয়াছেন। তোমাদিগকে মানব-প্রীতির সহিত স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাজাতিপ্রীতিকে সংযুক্ত করিতে হইবে। নতুবা ধনবলহীন বিদ্যাবলহীন অতি দুর্ব্বল তোমরা অসাধ্য সাধন করিবে কিসের বলে? বিশ্বপ্রীতি মানুষের মনকে করে স্নিগ্ধ, শান্ত, সুধীর, স্বদেশ-স্বজাতি-প্রীতি করে উদ্দাম, উৎসাহ-চঞ্চল ও কর্ম্ম-মুখর। হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজাধারীদের অধিকাংশেরই স্বদেশ ও স্বাজাতি-প্রীতি নাই বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারের নামে ইঁহারা অধিকাংশেই সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ও নিরর্থক গোঁড়ামির সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন। তোমরা এই সকল অপকৃষ্ঠতা হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিও।

আনন্দবাজারে আমি যাইতে পারি নাই, প্রধানতঃ সেখানকার উল্লেখযোগ্য বাসিন্দারা একেবারে উদাসীন ছিলেন বলিয়া। নতুবা তৈসামার পরেই আনন্দবাজার যাইতাম এবং সেখান হইতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতাম, যাহারা উদার প্রেমের বাণী কখনো শোনে নাই, সর্ব্বজনের সমতাকে কখনো

কল্পনার নয়নেও দেখে নাই। শ্রীরামচন্দ্র যে পাষাণকে প্রাণ দিয়া অহল্যা উদ্ধার করিলেন ইহারা সেই পাষাণ। আমি তাহাদের চখে আলো, মুখে বাণী, হৃৎপিণ্ডে শোণিতধারার কলকল্লোল ফুটাইতে চাহি। দুই চারিজন সমতলবাসী মাঝে মাঝে বাজার সাজাইয়া দোকান-ব্যবসায় খুলিয়াছেন, ইহাদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় ও দুর্ব্বলতাগুলির প্রতি এখন তোমরা খরদৃষ্টি হইও না। বিরোধে বিরোধ বাড়ে। বিরোধ বর্জ্জন করিয়া কাজ কর। ইহাদের মধ্যে যে দুই চারিজন আমার প্রভাবে আসিতেছে, তাহারা পর্ব্বতবাসীদের সম্পর্কে অন্যায় আচরণের প্রতিরোধ করিবার জন্য দাঁড়াইতেছে। সুতরাং জাতিবিদ্বেষমূলক কোনও আন্দোলনে প্রবেশ না করিয়া তোমরা তোমাদের চেয়ে অধিকতর অনুন্নত দূরাঞ্চলের পাহাড়ীদের ভিতরে আত্মোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষার জাগরণে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

কলিকাতা

শ্রীমান্ রতনজয় রিয়াং

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৯

শিমলুম

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রতনজয়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা এখন যেমন তোমাদের জুমের কৃষি নিয়া ব্যস্ত, আমিও এখন তেমন পুপুন্‌কী আশ্রমের কৃষিকার্য্য নিয়া ব্যস্ত। অন্যান্য সাধু, গুরু ও মহাত্মাদের সহিত আমার পার্থক্য এই যে, তাঁহারা পরের অর্জ্জিত অন্ন উদরস্থ করিয়া শরীর রক্ষা করেন এবং তারপরে নিজের বা জগতের কল্যাণের জন্য সাধন-ভজন করেন, পরন্তু আমি নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন করি, নিজের সহকর্ম্মীদিগকে নিজ অন্ন নিজে অর্জ্জন করিতে সহায়তা দেই এবং তারপরে যতটুকু পারি নিজের মঙ্গলের জন্য বা জগদ্বাসীর কুশলের জন্য সাধন-ভজন করি। এই পার্থক্যের দরুণ সংসারী লোকদের মতই আমাকে কৃষির সময়ে নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া কৃষি করিতে হয়। বিগত তিন চারি বৎসর আমি শারীরিক কারণে হল-চালনা করি নাই, কিন্তু এইবার নিজ হস্তে লাঙ্গল ঠেলিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। অনেক দিনের পুরাতন অভ্যাস সহজে ছাড়িতে চাহি না।

এই কয়দিন পুপুন্‌কী ছিলাম। গত পরশু কলিকাতা আসিয়াছি। এখন তিন চারি দিন খুব পত্র লিখিব। আশা করি, এবার তোমাদের অঞ্চলের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই আমার পত্র পাইয়া যাইবে। প্রত্যেককে সমান দীর্ঘ পত্র দিতে পারিব না, সকলের পত্রে এক কথা থাকিবে না। তোমরা প্রতিজনের পত্র প্রতিজনে পাঠ করিও। প্রত্যেকে প্রত্যেককে নূতন চিন্তা নূতন আদর্শ দান করিবার কাজে আমার পত্রগুলিকে ব্যবহার করিও।

একটী জাতি বা সমাজ যখন বড় হয়, তখন সে যোগ্যতার

বলেই তাহা হয়। অপরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। তোমরাও তোমাদের সমাজ বা জাতিকে উন্নত করিবার জন্য প্রতিজনে নিজ নিজ যোগ্যতা বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য দিবে। কাল তুমি যতটুকু উন্নত ছিলে, আজ যাহাতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইতে পার, তাহার দিকে নজর দিবে। অনেক পাহাড়ী তোমার গুরুভাই বা গুরুভগিনী হইয়াছে,—তাহাদের প্রত্যেকের মনে উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিবে। আমি নানা স্থানে তোমার পাহাড়ী গুরুভাইবোনদের নিকটে যে অসংখ্য পত্র লিখিয়াছি, তাহার কতক অংশ মুদ্রিত করিয়া তোমাদের নিকটে পাঠাইব। তোমরা তাহা পাইবার পরে ছাপান পত্রগুলির প্রত্যেকখানা ঘরে ঘরে গ্রামে গিয়া পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবে। তোমাদের মধ্যে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্ব্বল, জ্ঞানী-অজ্ঞান যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, তাহাকেই উন্নতি-লাভের জন্য আগ্রহশীল করিয়া তুলিবার জন্য ব্রতবদ্ধ হও। বর্ত্তমান অনুন্নত অবস্থায় তোমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পার না। এই অবস্থায় পরিবর্ত্তন তোমাদিগকে সাধিতে হইবে এবং তাহা করিবে নিজভুজবীর্য্যে। তোমাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তোমাদের অন্তরের সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই যে জগতে তোমরা অসাধারণ কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতে পার, এই বিশ্বাসটী কখনও হারাইও না। "পারিব না",—এই কথাটী কখনও বলিও না। কখনও মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা বা হতাশাকে স্থান দিও না।

সর্ব্বদা এই ধারণা রাখিও যে, বিশেষ কোনও মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যই মনুষ্যদেহ নিয়া আসিয়াছ।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন রাখিও। নাম কখনও ভুলিও না। নামে যাহাদের রুচি, এমন লোকের সঙ্গ করিবে। নামে যাহাদের অরুচি, তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিও না। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বৃথা বিষয়ের আলোচনা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে।

তোমার তরুণী পত্নী কল্যাণীয়া লক্ষ্মীবতীকে তোমার মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিও। তোমরা উভয়েই তরুণ, তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। তোমরা এখন যে তপস্যা করিবে, তাহার শুভফল তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা পাইবে। তোমাদের জীবনের সাধনা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইবে। তোমাদের সকল সঞ্চিত পুণ্য এবং তোমাদের সকল সুকৃতির অংশ নিয়া ইহারা যাহাতে আবির্ভূত হইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তোমরা চল। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথা নষ্ট হইতে দিবে না, এই পণ কর।

কাজের যেরূপ ভিড় দেখিতেছি, তাহাতে এখন আমার মনে হইতেছে যে, হয়ত ২০শে অগ্রহায়ণ দামছড়া যাইতে পারিব না, হয়ত আরও দেরী হইয়া যাইবে। যেই সময়ে গেলে তোমাদের ধানকাটার হিড়িক কম থাকিবে, সেই সময়েই যাইতে চেষ্টা করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমতী লক্ষ্মীবতী রিয়াং ১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৯

শিমলুম

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা লক্ষ্মীবতী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুগাঙ্গাতে তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া কয়েক দিন তোমাদের সকলের জন্য আমরা প্রত্যেকেই বড় উতালা অনুভব করিয়াছি। বন-পাহাড়ের সহজ সরলতা দিয়া তোমরা আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, সরলতার এই মধুরতা তোমাদিগকে কখনও যেন পরিত্যাগ না করে।

তোমার বয়সের অনেক মেয়ে এবার মনাছড়া ও দুগাঙ্গাতে দীক্ষা নিয়াছে। এই বয়সটী জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। জগতের যত বড় বড় লোক এই বয়সেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সাধনা করিয়াছিলেন। তোমরা এই বয়সটীর সম্মান রাখিবার জন্য এখন হইতে সাধন-ভজনে মনোনিবেশ কর মা।

শত শত দেবতার পূজা করিয়া মানুষ কেবলই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। হাজার দেবতার পূজা ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বদেবময় পরমপ্রভুর পূজা করাই মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কোটি কোটি দেবতারও স্রষ্টা তিনিই।

সকলের সেই অদ্বিতীয় প্রভুকে পূজা করিলেই মনুষ্য-জন্ম সার্থক।

যে শুচি, যে শুদ্ধ, যে চরিত্ররক্ষায় যত্নশীল, তাহার ঈশ্বর-সাধনা দ্রুত সিদ্ধি অর্জ্জন করে। পুরুষের সংযম ও নারীর সতীত্ব সাধন-জীবনে উন্নতি লাভের পক্ষে একান্ত সহায়ক। এই কথাটী প্রত্যেকে মনে রাখিও।

মদ্যপান করিয়া তোমাদের সমাজের লোকেরা স্বাস্থ্য ও বিত্ত উভয়ই নষ্ট করিতেছে। তোমরা প্রত্যেক সাধুবুদ্ধি ব্যক্তিকে সুরাপান হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিও।

পুনরায় কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে, সেই আগ্রহে দিন কাটাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমতী আইস্‌বতী রিয়াং ১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৯

শিমলুম্‌বাড়ী

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা আইস্‌বতী, তুমি শ্রীমান্ সহদেব এবং তোমাদের পরিবারস্থ সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তিনটী রাজ্যের প্রান্ত-সীমায় বন-জঙ্গলের আড়ালে পড়িয়া এতদিন তোমরা আমার দৃষ্টির বাহির ছিলে। কিন্তু এবার আমি তোমাদিগকে

দেখিতে পাইয়াছি। কি ব্যাকুল আগ্রহ নিয়া দূর হইতে ছুটিয়া তোমরা দুগাঙ্গা আসিয়াছিলে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তোমরা যে যেই আকাঙ্ক্ষা নিয়া আমার নিকটে আসিয়াছিলে, আশীর্ব্বাদ করি, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক।

তোমাদের মধ্যে অগ্রহায়ণেই পুনরায় আসার কথা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে মনে হইতেছে যে, তাহা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। তবে ইহা জানিও যে, প্রথম সুযোগেই আমি তোমাদের মধ্যে আসিবার জন্য চেষ্টা করিব।

তোমাদের প্রতিজনের অবস্থার আমি পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চাহি। নৈতিক, মানসিক, চারিত্রিক, আর্থিক এবং দৈহিক সর্ব্বপ্রকার দুরবস্থা তোমাদরে দূর করিতে চাহি। সেই বিষয়ে তোমাদেরও নিজেদের আগ্রহ জন্মান দরকার।

তোমরা তোমাদের পুত্রকন্যাগণকে অশিক্ষিত থাকিতে দিও না। তাহাদের প্রত্যেককে শিক্ষিত হইবার প্রেরণা তোমরা দান কর। শিক্ষার অভাবে তোমরা অতীব হীন জীবন যাপন করিতেছ। তোমাদের পুত্রকন্যাদের দ্বারা তোমরা উন্নত জীবন যাপনের ভিত্তি স্থাপন করাও।

দীক্ষালব্ধ ভগবানের নাম কখনও ভুলিও না। সর্ব্বদা নামে মন লাগাইয়া রাখিও। দৈনিক নিয়মিত উপাসনা করিবে। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগ দিতে প্রত্যেকে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ হাদাইরাম রিয়াং ২০শে আষাঢ়, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা হাদাইরাম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে যে দুই তিনটী দিন কাটাইয়া আসিয়াছি, তাহা বড়ই আনন্দে গিয়াছে। তোমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু একটী জিনিষ দেকিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। তাহা হইতেছে তোমাদের দারিদ্র্য। তোমাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, তোমাদের জীবনে এই পৃথিবীর স্বাভাবিক আনন্দের স্থান অতি অল্পই আছে। এই জন্যই তোমরা ক্ষণিক সুখের লোভে সুযোগ পাইলেই সুরাপানে আসক্ত হও এবং নিজেদের দরিদ্রতাকে আরও বাড়াইয়া চল।

আমি চাহিতেছি যে, তোমাদের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটুক; তোমাদের দরিদ্রতা দূর হউক, তোমাদের অবস্থার উন্নতি হউক। তোমাদের অন্তরে যে গভীর ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়াছি, তাহাতেই তোমাদের জন্য আমার প্রাণের বেদনা ও ব্যাকুলতা বাড়িয়া গিয়াছে।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, পরিশ্রম ত' চাইই কিন্তু শুধু পরিশ্রমেই কাজ সিদ্ধ হয় না। কি ভাবে কোন্ কাজে পরিশ্রম

নিয়োগ করিলে আর্থিক অবস্থায় উন্নতি হইতে পারে, তাহাও জানা চাই। কিন্তু তোমাদের সকল অভাবের চেয়ে বড় অভাব হইতেছে জ্ঞানের। শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় তোমরা একেবারেই অন্ধকারে পড়িয়া আছ। তোমাদের চারিদিক হইতে অজ্ঞানতার ও অশিক্ষার এই কুয়াসা দূর করিতে হইবে। তোমরা প্রত্যেকটী ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিতে লাগাইয়া দাও। শিক্ষাদাতারা চারিদিকেই রহিয়াছে। আমি দুই চারি জন বাঙ্গালী শিক্ষককে বনের পর বন অতিক্রম করিয়া ছাত্র-ছাত্রী খুঁজিতে দেখিয়াছি। তোমরা তোমাদের পুত্রকন্যাদের বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহিত করিবে জানিলে আরও বহু শিক্ষক চারিদিক হইতে আসিয়া জুটিবে। এই সকল শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই পেটের দায়ে বন-জঙ্গল ঘুরিয়া মরিতেছেন, তাহা নহে। কেহ কেহ অকপটে তোমাদের উন্নতি-কামনায় কাজ করিতেছেন। ছাত্র-ছাত্রী পাইলে তাঁহারা প্রাণ দিয়া পড়াইবেন। শিক্ষকের সুযোগ পাইলে কদাচ তোমরা তাঁহার সেবাটুকু গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। শিক্ষক হাতের কাছে পাইয়া যাহারা বিদ্যার্জ্জনে অবহেলা করে, তাহারা মুর্খেরও মূর্খ।

তোমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, যাহা করিলে অজ্ঞানতা দূর হইবে, তাহা তোমরা করিবে। চিরকাল তোমরা মূর্খ হইয়া থাকিবে না। তোমাদের গ্রাম হইতে, তোমাদের দেশ হইতে, তোমাদের জাতির মধ্য হইতে মূর্খতাকে দূর করিতে হইবে।

উন্নতি যদি লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে আরও কয়েকটী পাপ তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে। দূর করিতে হইবে অলসতাকে,

দূর করিতে হইবে পরনারীসংসর্গকে, পরপুরুষসংসর্গকে, দূর করিতে হইবে কুসংস্কারকে। আমি তোমাদিগকে বীর্য্যের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আসিয়াছি। সেই মন্ত্রের একাগ্র সাধনা যদি তোমরা করিতে থাক, তাহা হইলে এই সকল দুর্ব্বলতা দূর করিতে তোমাদের একটুকুও বেগ পাইতে হইবে না। তোমরা তোমাদের সাধনে ভজনে একনিষ্ঠ ও একাগ্র হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ — বারাণসী

শ্রীমান্ মাজাহাম্ রিয়াং — ১লা শ্রাবণ, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মাজাহাম, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি তোমাদের অঞ্চল হইতে ঘুরিয়া আসিবার পরে তোমাদের মধ্যে মাত্র দুই চারি জনের পত্র পাইয়াছি। তন্মধ্যে দেখিতেছি, কেহ কেহ লিখিতেছে যে, আমি চলিয়া আসিবার পরে খ্রীষ্টান লুসাইরা আসিয়া তোমাদিগকে বারংবার ভয় দেখাইতেছে যে, তোমরা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে না বলিয়া তাহারা তোমাদের নানা অনিষ্ট সাধন করিবে। সম্ভবতঃ এই সকল ভয়-প্রদর্শন নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনার ফল এবং হয়ত ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের কোনও অনিষ্টই

করিবে না। কিন্তু সত্য সত্যই যদি অনিষ্ট করিতে কেহ উদ্যত হয়, তাহা হইলে ভয়ে আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট না হইয়া সাহসের সহিত স্বাধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কেহ অনিষ্ট করিতে চাহিলেই তোমাদের অনিষ্ট হইয়া যাইবেই যাইবে, এইরূপ ধারণা রাখা ভুল। আর, তোমরা যদি নিজেদের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট নিবারণের জন্য প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে জগতে অতি অল্প লোকেই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে।

যাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়াছে, তাহারা নিজেদের পাদ্রীদের উপদেশ মত উপাসনা করিবে। যাহারা অখণ্ডমতে দীক্ষা নিয়াছ, তাহারা নিজ গুরুদেবের উপদেশ মত উপাসনা করিবে। জোর করিয়া খ্রীষ্টানদিগকে তোমাদের মতে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই, খ্রীষ্টানদেরও এই অধিকার নাই যে, জোর করিয়া তোমাদিগকে তোমাদের পথ হইতে বিচ্যুত করে। ধর্ম্ম হইতেছে ভগবানের দিকে যাইবার রাস্তা। যার পক্ষে যেই রাস্তা সহজ, সে সেই রাস্তা ধরিয়া ভগবানের কাছে পৌছুক। ভগবানের কাছে কেমন করিয়া পৌছিবে, সমস্ত মনোযেগ সেই দিক্ হইতে হটাইয়া আনিয়া কি করিয়া অন্য পথের লোককে নিজ পথে টানিয়া আনা যায়, ইহাই যাহাদের লক্ষ্য হইবে, প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। নিজের ধর্ম্ম অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার জন্য অতিশয় অন্যায় উপায়ের আশ্রয় এই জন্যই অতীতে নেওয়া সম্ভব হইয়াছে। বল প্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন, নিষ্ঠুর ব্যবহার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা

ধর্ম্মপ্রচার হয় না, পাপেরই প্রসার করা হয়। তোমরা কাহারও কোনও ভীতিপ্রদর্শনে বা অত্যাচারে বিন্দুমাত্রও টলিও না।

খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তোমরা ঘৃণাও করিও না, বিদ্বেষও করিও না। তোমরা সকল ধর্ম্মের সেবকদিগকেই ভগবানের সন্তান বলিয়া জানিও এবং মনে প্রাণে ভালবাসিতে চেষ্টা করিও। তবে, নিজেরা যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া শান্তি এবং সাহস পাইয়াছ, তাহা কদাপি ত্যাগ করিও না। আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম দিয়াছি, তাহা বীর্য্যের ধর্ম্ম, বীরের ধর্ম্ম, কাপুরুষের নয়।

আমার এই পত্রখানা লইয়া একশত মাইলের ভিতরে যেখানে যে পার্ব্বত্য বস্তি আছে, সর্ব্বত্র ভ্রমণ কর। সকলকে ডাকিয়া আনিয়া এই পত্রের বার্ত্তা শুনাও। সকলকে বল যে, বিশ্বজগতের সকল ধর্ম্মের প্রতি প্রেম রাখিয়া চলিবার যোগ্য ধর্ম্ম অখণ্ড-ধর্ম্ম তোমরা পাইয়াছ। আর কোনও নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই।

যাহারা তোমাদিগকে আক্রমণের ভয় দেখাইয়াছে, তাহাদিগকে শত্রু মনে করিও না। তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা তোমাদের ভালর জন্যই করিতেছে। তাহাদের অন্যায় বিরুদ্ধতা তোমাদের আত্মশক্তি জাগাইয়া দিবে। তোমরা বিরুদ্ধকারীদের প্রতিও প্রেমশীল হও, কৃতজ্ঞ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ বারাণসী

শ্রীমান্ খররায় রিয়াং ১লা শ্রাবণ, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা খররায়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভগবানের নামে তোমাদের রুচি হউক। জীবনে তোমাদের সফলতা আসুক, প্রতিজনে তোমরা প্রতিজনের উন্নতিতে সহায়তা কর।

আলস্যকে তোমরা দূরে রাখিও। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করিও। চরিত্রে তোমরা সুন্দর হইও।

তোমাদের বয়সের যেই সকল যুবক চারিদিকের গ্রামগুলিতে আছে সকলের সঙ্গে দ্রুত পরিচয় স্থাপন কর এবং প্রত্যেকের মনে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত কর যে, প্রতিজনকেই মানুষের মত মানুষ হইতে হইবে। কি করিয়া প্রলোভন দমন করিয়া চলিতে হয়, কি করিয়া সচ্চরিত্র থাকিতে হয়, কি করিয়া নীচ প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা তোমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

লেখাপড়া শিক্ষার দিকেও তোমাদের মন দিতে হইবে। শিক্ষালাভের যে-টুকু সুযোগ তোমাদের হাতের কাছে আছে, তাহার এক কণাও যেন বৃথা নষ্ট না হয়। স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া শিক্ষিত হইবার জন্য চেষ্টা কর।

শিক্ষা একটী মহতী শক্তি। শিক্ষার গুণে অজ্ঞানতা নাশ পাইলে তোমরা প্রত্যেকে সহজে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে তোমরা চির-দরিদ্রতাপূর্ণ যে ক্লেশকর জীবন যাপন করিতেছ, তাহার পরিবর্ত্তন-সাধনে শিক্ষা তোমাদের সহায়তা করিবে।

আগামী বার যখন তোমাদের মধ্যে আসিব, তখন আমি তোমাদের ঘরে ঘরে আত্মোন্নতি লাভের কার্য্যকর পন্থা নিয়া আলোচনা করিব। এখন তোমরা নিজেরাই প্রচারক হইয়া নিজেদের সমাজে কাজ করিতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ বারাণসী

কুমারী যুদ্ধবতী রিয়াং ২রা শ্রাবণ, ১৩৬৯

শিমলুমপাড়া

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা যুদ্ধবতী তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কচি বয়সে দীক্ষা নিয়াছ। এখন হইতে যদি নিয়মিত সাধন কর, জীবনে অশেষ সম্পদ আহরণ করিতে পারিবে। কুমারী অবস্থায় দীক্ষা নিয়াছ, এখন হইতে যদি মন দিয়া সাধন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যখন বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিবে। তখন ধর্ম্মপথে

থাকিয়া সংসার করিবার অতুল সামর্থ্য পাইবে। তোমরা পিতা শ্রীমান্ জারমনিও দীক্ষা নিয়াছে। সুতরাং নিজের গৃহে উপাসনাদি করিবার অনুকূল আবহাওয়া সর্ব্বদা পাইবে। এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিও।

গতবার দুগাঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অতিশয় কঠিন অসুখে পড়িয়া যাই। পাহাড় অঞ্চলে ভ্রমণের পরে বারংবারই আমার শরীর গুরুতর ভাবে অসুস্থ হইতেছে। এই জন্য এখনই বলিতে পারিতেছি না যে, আগামী শীতে আমি প্রস্তাবিত প্রত্যেকটী পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাইতে পারিব কিনা। কিন্তু যদি সকল স্থানে যাইতে নাও পারি, দামছড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিব। তোমরা সকল বন-পর্ব্বতবাসীদের নিকট এই বার্ত্তা শুনাও যে, তাহাদের আগামী শীতে দামছড়াতে আসিতে হইবে।

লক্ষ্য করিয়াছি যে, তোমরা অতিশয় নিরীহ এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী। তোমাদের নিকটে প্রকৃত ধর্ম্মের আলোক এত দিন পর্য্যন্ত যায় নাই বলিয়াই তোমরা অতিশয় নিম্নস্তরে পড়িয়া আছ। তোমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, নিজেদের চেষ্টায় তোমরা নিজেদের উন্নতি-সাধন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ
বারাণসী
২রা শ্রাবণ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ লতাজয় রিয়াং
শিমলুমপাড়া
কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা লতাজয়, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বৃদ্ধ পিতা নবীনচন্দ্র যেভাবে কয়েকটা দিন ধারাবাহিকভাবে আমাদের নৌকাখানাকে গাছ-পাথরের উপর দিয়া লঙ্গাই নদীর বুকে বুকে ঠেলিয়াছে, সে কথা কখনও ভুলিব না। তুমি এমন ভক্তিমান্ পিতার পুত্র, তোমার যেন লক্ষ্য থাকে যে, তোমার জীবনে কখনও ঐকান্তিকতা ও ভক্তির অভাব পড়িবে না। জীবনটাকে অতিশয় মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করিও এবং সর্ব্বদা সচ্চরিত্র এবং সদাচারী থাকিয়া ইহার মূল্য আরও বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিও।

সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তোমাদের অঞ্চলে আমার প্রথম আগমনটী ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের ঐ অঞ্চলে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। তোমাদের প্রতিজনের উপরে আমি এই দায়িত্ব অর্পণ করিতেছি যে, অজ্ঞ মূর্খ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত প্রত্যেকটী পাহাড়ী নরনারীকে তোমরা উৎসাহ দিয়া, উদ্দীপনা দিয়া, সাহায্য-সহায়তা দিয়া আত্মবলে উন্নতিলাভের চেষ্টায় ব্রতী করিবে। একটী প্রাণীও আর পিছে পড়িয়া থাকিবে না, একটী পল্লীও অনুন্নত

ও হীন অবস্থায় থাকিতে সম্মত হইবে না। সকলেরই উন্নতি হওয়া চাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি চাই, জ্ঞানে, গুণে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ধনে, সম্পদে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সর্ব্বতোভাবে উন্নতি চাই। ঘরে ঘরে তোমরা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ছড়াইয়া যাইতে থাক। তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে, তবেই আমার সাধের স্বপ্ন সফল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ
বারাণসী

শ্রীমান্ জ্যোৎস্নারঞ্জন দাস
৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৯

শাইলু

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা জ্যোৎস্না, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শুনিতেছি, আমি ঐ অঞ্চল হইতে ঘুরিয়া আসিবার পরে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুসরণকারী কতক লোক গ্রামে গ্রামে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করার দরুণ ধমক-ধামক দিতেছে। এ কথা সত্য হইলে বড়ই দুঃখের কথা। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক যখন বিদেশী প্রচারকদের প্রচারণায় ভিন্নধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন ত' আমরা একটি খ্রীষ্টানকেও গিয়া ধমক দেই নাই। শুনিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে কতক লোকের ধমক-ধামকে নিরীহ রিয়াংরা বড়ই ভয় পাইয়া গিয়াছে। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, গ্রামে গ্রামে গিয়া লোককে অভয় বিতরণ করা।

আমরা অখ্রীষ্টান পাহাড়ীদের মধ্যে অখণ্ডধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি বলিয়া খ্রীষ্টানদের রাগ করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম ক্ষমা এবং প্রেমের ধর্ম্ম। প্রকৃত খ্রীষ্টান কখনও এমন কু-কার্য্য করিবেন না। বর্ত্তমানে যদি কোনও বিক্ষোভ দেখা গিয়াও থাকে, তবে জানিও, ইহা নিতান্ত সাময়িক। নিরীহ রিয়াংরা সকলেই নিতান্ত নিরীহ, এমন ধারণা করিও না। জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে থাকিলে উভয় পক্ষেরই গুরুতর আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ঐহিক ক্ষতির কারণ হইবে। সুতরাং সর্ব্বত্র অভর, ক্ষাম, প্রেম ও নিজ নিজ সাধনে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শত শত জনে একযোগে কাজে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ
বারাণসী

শ্রীমান্ নিশিকান্ত রিয়াং চৌধুরী
৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা নিশিকান্ত, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি অন্যান্য গ্রামে যে সকল পত্র লিখিয়াছি, তাহার কতক অংশ ছাপাইয়া গতকল্য নানাস্থানে প্রেরণ করিয়াছি। আশা করি,

তোমাদের গ্রামেও দুই চারিখানা ছাপান চিঠির বহি গিয়া পৌঁছিবে। জনে জনে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইও।

আমি চলিয়া আসিবার পরে যে পরিস্থিতি হইয়াছে, তাহার কতক খবর সম্প্রতি পাইলাম। তোমরা উৎপীড়নের ভয়ে নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, এমন একটা কথাই হইতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে যে, নিজ ধর্ম্মকে অটুট রাখিবার জন্য মানুষ অবহেলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। তোমরা যে ধর্ম্ম পাইয়াছ, তাহা খাঁটি সোনা। তাহাতে মিথ্যার ভেজাল নাই বা অতিরঞ্জনের উপন্যাস নাই। তোমার ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজ করেন, সেই ব্রহ্মকে সাধনার দ্বারা প্রকাশিত করিবার পথ তুমি পাইয়াছ। কোনও মানুষ বা দেবতার ভেল্কিতে তুমি ভুলিতে পার না। অন্যকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়োজন তোমার নাই কিন্তু নিজের গৃহীত পথ হইতে এক চুলও ভ্রষ্ট তুমি হইতে পার না।

ভয় এবং বিদ্বেষ উভয়ই ধর্ম্মের শত্রু। তোমরা ভয় দূর কর এবং বিদ্বেষও বর্জ্জন কর। পৃথিবীতে নানা দিকে নানা জন নানা ভাবে নিজ নিজ ঈশ্বরোপাসনা করিতেছে। কাহারও প্রতি তোমার বিদ্বেষ-বুদ্ধি, থাকিতে পারে না। যে যে-ভাবে ভগবানকে ডাকিয়া সুখ পায়, সে সেই ভাবে ডাকিয়াই জীবন সার্থক করুক। কেহ তোমার মতের মতী, তোমার পথের পথী হয় নাই বলিয়া তুমি তাহাকে বিদ্বেষ করিতে পার না। তবে তোমাকে নিজের মত ও নিজের পথের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস এবং অটুট আস্থা রাখিতে হইবে।

সাত আট নয় শত বৎসর ধরিয়া এদেশে ইসলাম ধর্ম্ম প্রবল ভাবে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু সবগুলি লোক কি মুসলমান হইয়া গিয়াছে? ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীরা নবাব-বাদশার গদীতে বসিয়াও এই অসাধ্য সাধন করিতে পারেন নাই। দুই শত বৎসর ইংরাজ-রাজত্ব চলিয়াছে। ইংরাজ যতকাল এদেশে রাজত্ব করিয়াছে, কোটি কোটি মুদ্রা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করা সম্ভব হইয়াছে কি? হয় নাই। কেন হয় নাই? কারণ, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীকে একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের শাসনে আনা অসম্ভব। যতকাল পৃথিবী থাকিবে, ততকাল নানা ধর্ম্ম থাকিবে। প্রয়োজন হইতেছে শুধু ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া চলিবার। যাহারা মনে করিতেছে যে পৃথিবীর সমস্ত লোককে নিজেদের ধর্ম্ম জোর করিয়া হইলেও গ্রহণ করাইবে, তাহারা ভ্রান্ত। পৃথিবীর সমস্ত লোক কখনও এক-ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। বিচিত্র স্রষ্টা পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগতে নদ, নদী, বন, পর্ব্বত, সাগর, মেঘ ও বৃক্ষরাজির ন্যায় ধর্ম্মেও বিচিত্রতা থাকিবেই।

তোমরা ভয় বর্জ্জন কর এবং প্রেমের অনুশীলন কর। যেই ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, মানুষ মাত্রেই তোমাদের ভাই-বোন, মনে মনে সর্ব্বদা এই কথাটীকে সজাগ ভাবে ধ্যান করিও। যাহার ধর্ম্ম যতই ভিন্নরূপ হউক, মানুষ মাত্রকেই তুমি প্রেমের বলে আপন করিয়া লইবে। এই জন্যই তোমার নাম অখণ্ড।

তোমরা নিজেদের সামজের মধ্যে শুচিতা ও পবিত্রতার প্রচলনে

চেষ্টিত হও। দেহকে দেবতার মন্দির জানিবে। পরনারীর প্রতি মাতৃ-বুদ্ধি করিবে। প্রত্যেক রমণী পরপুরুষকে সন্তানবৎ জ্ঞান করিবে। প্রত্যেকে শিক্ষার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিবে। তোমাদের আর্থিক অবস্থার যাহাতে সদুপায়ে উন্নতি হইতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে। তোমাদের উপাসনাগুলি যাহাতে অন্তরের বিমল উৎসাহের মধ্য দিয়া উদযাপিত হয়, তাহা করিবে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি ও ভালবাসা বজায় রাখিয়া চলিবে এবং যখন যে-কোনও সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, সকলের সর্ব্বশক্তি তাহাতে নিয়োগ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ বারাণসী

শ্রীমতী দীপ্তিরুম্ রিয়াং ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা দীপ্তিরুম্, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার স্বামী ভদ্রমণিকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস দিও। তোমাদের গ্রামের প্রত্যেকটী নরনারীকে আমার প্রাণভরা প্রীতি ও স্নেহ দিও।

তোমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর যে, আদিম কালের নিন্দিত নিম্ন অবস্থায় তোমরা আর থাকিবে না। প্রত্যহ ভগবদুপাসনা করিবে, প্রতি

সপ্তাহে সমবেত উপাসনায় যোগ দিবে। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রত্যেকে সংযত থাকিবে। কোনও পুরুষ যেন পরনারীর সঙ্গ না করে, কোনও নারী যেন পরপুরুষসঙ্গ না করে। সকল জীবের প্রতি ভালবাসা রাখিবে কিন্তু ভালবাসাকে সীমার বাহিরে যাইতে দিবে না। যুবক-যুবতীরা যাহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ চরিত্রকে নির্ম্মল রাখিবার চেষ্টা করে, প্রত্যেককে তেমন ভাবে উপদেশ দিবে। প্রত্যেকে অলসতাকে ঘৃণা করিবে এবং নিজের জীবনের উন্নতিমূলক বা সমাজের সকলের হিতদায়ক কোনও-না কোনও কাজে ব্যস্ত থাকিবে। কেহ কখনও উলঙ্গ ভাবে অবস্থান করিবে না বা কেহ কখনও এমন ভাবে উঠা-বসা বা চলাফিরা করিবে না যাহাতে একের উলঙ্গভাব অপরে দেখিয়া কামভাবে আবিষ্ট হইতে পারে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার, তাহা কখনও প্রকাশ্যে করিবে না বা তাহার বিষয়ে কাহারও সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে না। প্রত্যেক স্বামী চেষ্টা করিবে, যাহাতে স্ত্রীর মনে ঈশ্বর-বিষয়ক ধ্যান বাড়ে, প্রত্যেক স্ত্রী চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বামীর মনে সর্ব্ব-বিষয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই প্রত্যহ কিছু-না-কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে। নিয়মিত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, অখণ্ড-সংহিতার উপদেশ সমূহের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা এবং হরিওঁ কীর্ত্তন দ্বারা মনকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করিবে। ভগবানকে যে ভালবাসে, ভগবান নিয়ত তাহার প্রেম-বর্দ্ধন করেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৫৬)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ সুশীল রঞ্জন দে ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৯

মনু ক্যাম্প, ত্রিপুরা।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা সুশীল্, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানকার পনের মিনিটের স্থিতি ও তার স্মৃতি মরমে এখনো মর্ম্মরিত হইতেছে। তোমাদের ভুলিতে পারিতেছি না। পুনরায় আমি তোমাদের ওখানে যাইব।

ইতিমধ্যে তোমরা পাহাড়ী জনগণের মধ্যে কাজ সুরু করিয়া দাও। দীর্ঘকাল, অর্থাৎ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আমরা ইহাদের অবহেলা করিয়াছি। আর অবহেলা করিবার দিন নাই।

ইসলাম-প্রচারক মৌলভীরা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। না পারিবার কারণ স্বধর্ম্মানুরাগের অভাব নহে, প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক। যাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার গৌণ ভাবেও উন্নতি হইবে না, তাহাদের মধ্যে কে যায়? ইসলামের বিপুল বিস্তারের দিনে যে অনেক অমুসলমানকে নিজধর্ম্মেই লাগিয়া থাকিতে দেওয়া হইত এবং জিম্মির প্রতি অনুগ্রহ দেখান হইত, তাহা ত' বিপুল পরিমাণ জিজিয়া করেরই লোভে।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা দুই শত বৎসর ধরিয়া ইহাদের মধ্যে কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থব্যয় অগাধ, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ

অদ্ভুত, তাঁহাদের সেবা অতুলন। কিন্তু বিদেশের কলম আনিয়া এদেশে লাগাইতে গেলে তাহাতে অনেক অদৃশ্য বিঘ্ন-বিপদও থাকে। তাই এত দিনেও পাহাড়ীরা সকলে খ্রীষ্টান হইতে পারে নাই। তাহারা দেশের মাটির স্বাভাবিক শক্তিতে বিকশিত সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশটীকে বুকে ধরিবার জন্য এত কাল ধরিয়া দাঁত মুখ বুজিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

সুতরাং আর ত' আমাদের বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। আমার সর্ব্বশক্তি আমি নিয়োগ করিয়াছি। তোমাদের প্রতিজনের শক্তিও তোমরা কাজে লাগাও। পাহাড়ীদের কাছে আমার প্রাণমন গচ্ছিত হইয়া আছে। তোমরা কেহ আর দূরে থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ কৈলীরায় রিয়াং ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৯

বেতছড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা কৈলীরায়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কতদূরে গিয়া দীক্ষা নিয়া আসিয়াছ। যে আগ্রহ নিয়া দীক্ষার গৃহে ঢুকিয়াছিলে, আজীবন সেই

আগ্রহকে ধরিয়া রাখিও। নিষ্ঠাই সাধনে সিদ্ধি অর্জ্জনের একমাত্র পন্থা।

ফটিকরায় হইতে আসিবার কালে বেতছড়া আমি জীপ থামাইয়াছিলাম। স্থানীয় লোকের নিকট তোমাদের খোঁজ লইয়াছিলাম। শুনিলাম, রাস্তা হইতে তোমাদের বাড়ী বেশ খানিকটা দূর। আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না এবং পার্ব্বত্য পথে অনেক দূরে আমাদের গন্তব্য স্থান। সেজন্য তোমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া আসিলাম, তবু দেখা হইল না।

পুনরায় দেখা অবশ্যই হইবে। হয়তঃ মনু ক্যাম্পেই আমি আমার শিবির স্থাপন করিব। তোমাদের একজন দুইজনকে নহে, সহস্র সহস্র জনকে আমি হাতে ধরিয়া ঊর্দ্ধে টানিয়া তুলিতে চাই অজ্ঞানতার অতল গহ্বর হইতে।

শ্রীমান বাংলায় রায় এবং শ্রীমান ধনীধনকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানাইও। তাহারা যুবক। তাহাদিগকে বলিও যে তাহাদের প্রতি আমার বিশেষ নির্দ্দেশ আছে। সেই নির্দ্দেশটি এই যে, চতুর্দ্দিকে-বিশ মাইল ব্যাপী স্থানের ভিতরে আরও যত রিয়াং, রূপিণী ও অন্যান্য পর্ব্বতবাসী জাতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ করিয়া যুবকদিগকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। দেশ, জাতি এবং সমাজের যুবকেরাই ত' রত্ন। সকল দেশে যুবকেরাই ত' নিদ্রিত ভগবানকে জাগাইয়া থাকে। যুবকদের যে কি অপরিসীম শক্তি, তাহা

প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহারা উঠুক, ইহারা জাগুক, ইহারা কাজে লাগুক।

তোমাদের সমাজগুলি শিক্ষার অভাবে অনুন্নত। শিক্ষার অভাবই তোমাদের সকল কল্যাণের শত্রুতা করিতেছে। জুম করিয়া বনের সম্পদ নষ্ট করিতেছ, জুমের ফসল তুয়িলা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে বসতি স্থাপন করিতেছ। এ বৎসর যেখানে জুম করিয়াছ, আগামী বৎসর সেখানে ফলের বাগান কর না কেন? কেন বৎসরের পর বৎসর এই পাহাড় আর সেই পাহাড় ঘুরিয়া চির-দারিদ্র্য কষ্ট পাইতেছ? যেখানে একবার বসিয়াছ, সেখানে গোপালন কর না কেন? গরুর গোবর যে কতবড় দামী জিনিষ, কৃষিক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিয়া পরখ লও। যাহারা যাযাবর, কেবলই স্থান হইতে স্থানান্তরে দুই এক বৎসর পরে পরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা চিরকাল তোমাদেরই মতন দরিদ্র থাকে। এই যাযাবরত্ব তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সংকল্প কর যে, আমার নিকটে কেবল ধর্ম্মধন লাভ করিয়াই তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে না, আমি তোমাদের ঘরে ঘরে সাংসারিক সম্পদের সমৃদ্ধিও দেখিতে চাই। মনে প্রাণে জান, চেষ্টা করিলেই তোমরা নিজেদের উন্নতি-সাধন করিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ গুরদা রায় রিয়াং ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৯

ভলুছড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা গুরদা রায় আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বেতছড়ার শ্রীমান কৈলীরায়কে যে পত্র অদ্য লিখিয়াছি, তাহার বাড়ী গিয়া উহা পাঠ করিও। তোমাদের একজনকে যে পত্রখানা লিখি, জানিও, সে পত্রখানা তোমাদের সকলকেই লিখিতেছি। দীক্ষার দ্বারা তুমি একটিমাত্র ব্যক্তি আমার সন্তান হইয়াছ, তাহা নহে। তোমাদের জাতির প্রত্যেকেই আমার সন্তান হইল। তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই আমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেককেই আমি অবনতির অতল তল হইতে টানিয়া তুলিতে চাই। তাহাদের একজনকেও আমি অজ্ঞানতার অন্ধকারে আত্মহারা হইয়া থাকিতে দিতে পারি না। তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, কর্ম্মে রতি হউক, তোমরা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এবং সাংসারিক সমৃদ্ধিতে অপরাজেয় হও,—ইহাই আমি চাই।

যে সাধন পাইয়াছ, তাহা একদিনের জন্যও ভুলিও না। আমি কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবসায় করি না। দীক্ষাদান আমার জীবিকার্জ্জনের রাস্তা নহে। পৃথিবীতে সব জিনিষ লইয়া ব্যবসায় করা যায় কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় করার মতন দুরন্ত অন্যায় আর কিছু নাই। অনেকে

বাহিরের মিষ্ট কথা দিয়া নিজের ব্যবসায়িত্ব গোপন রাখিয়া অন্ধ জীবের উদ্ধার-কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হইয়া প্রচণ্ড রকমের ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি আমার পূজা চাহি না। আমি তোমাদের জাগরণ চাহি। তোমরা উঠ, তোমরা জাগ, তোমরা পূজার্হ হও। আমি তোমাদের পূজা কুড়াইতে আসি নাই। আসিয়াছি তোমাদিগকে জগৎ-পূজ্য করিতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ কলিকাতা

শ্রীমান্ পাশীচন্দ্র রিয়াং ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৯

মনু ক্যাম্প।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা পাশীচন্দ্র, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভলুছড়ার শ্রীমান গুরদা রায় এবং বেতছড়ার শ্রীমান কৈলী রায়কে যে পত্রদ্বয় দিলাম, তাহাদের বাড়ী গিয়া সে পত্রদ্বয় পাঠ করিও। আমি তোমাদের জাতির প্রত্যেকটি প্রাণীর উন্নতি কামনা করিতেছি। অতি দ্রুত তোমরা যাহাতে নিজেদের আদিম অবস্থা পরিহার করিয়া জ্ঞানে, গুণে, ধনে, মানে বাঞ্ছনীয় সমুন্নতিতে পৌছিতে পার, তাহাই আমার চিন্তা এবং চেষ্টা। আমি যে তোমাদের জন্য অবিরাম শ্রম করিতেছি, তাহার একমাত্র কারণ ইহা।

তোমরাও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সুখ-শান্তি লইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিও না। তোমরা নিজেদের উন্নতির সাথে সাথে সমাজের সর্ব্বস্তরের সকলের উন্নতি-বিধানের জন্য আগ্রহবান হও। একা একা উন্নতি করে পশুরা,—অন্যকে তাহার উন্নতির ভাগ দেয় না, অন্যকে উন্নত হইবার সহায়তাও করে না। কিন্তু তোমরা মানুষ। তোমাদের আচরণ আলাদা হইবে। তোমরা নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমাজের লোককে উন্নতির দিকে টানিয়া আনিবে। এই লক্ষ্য এবং এই চেষ্টা তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না।

দীক্ষা-প্রাপ্ত নামে গভীর নিষ্ঠা নিয়া প্রত্যহ উপাসনা করিবে, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার দিন সকলেই একত্র মিলিত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ — কলিকাতা

কুমারী ঠাণ্ডারুম্ রিয়াং — ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৯

কুমারী সমাজী রিয়াং

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ঠাণ্ডারুম্ ও স্নেহের মা সমাজী, তোমরা উভয়ে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কুমারী। তোমাদের চরিত্র অক্ষত, সুন্দর এবং মহনীয় হউক। কুমারীকে এই দেশে এত পবিত্র মনে করা হয় যে, কোন কোন স্থানে জগন্মাতা জ্ঞানে শত শত জনে তাহাকে পূজা করিয়া থাকে। সেই কথা মনে করিয়া নিজেদের মূল্য অবধারণ করিও। নিজেকে কখনও সস্তা করিয়া দিও না। কোনও অবস্থাতেই প্রলোভনের নিকটে মাথা নত করিও না, প্রত্যেকটি কুমারীকে তোমরা সচ্চরিত্র থাকিতে সহায়তা কর। যেই সমাজের মধ্যে কুমারী মেয়েদের চরিত্রস্খলন নাই, সেই সমাজ জগতের আদর্শ। আমি তোমাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। তোমরা সর্ব্বদাই তোমাদের চরিত্রের উন্নত মহিমাকে রক্ষা করিবার দিকে প্রখর দৃষ্টি দিও। তোমাদের জাতি এবং সমাজের বর্ত্তমানে যে দুরবস্থা দেখিতেছ, সেই অবস্থাতেই এই সমাজ ও জাতি চিরকাল থাকিবে না। ভবিষ্যতে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সেই দিন নরকূল এই জাতির উন্নতির জন্য যাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদ দিবে, তাহারা হইতেছে এই জাতির কুমারীরা। তোমরা যদি সৎ থাক, যুবকেরা কখনও অসৎ হইতে পারিবে না। যুবকেরা যদি সৎ থাকে, সমাজের কখনও অবনতি ঘটিতে পারিবে না। তোমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির ইতিহাসে তোমাদের স্থান যে কত উচ্চে এবং কত উজ্জ্বল, তাহা এখন তোমরা ধারণাও করিতে পার না। পৃথিবীর বুকে তোমরা মূল্যহীন আবর্জ্জনা নহ। জগতের তোমরা অমূল্য সম্পদ।

যে সাধন-দীক্ষা পাইয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া বীরবিক্রমে

কেবলই অগ্রসর হইয়া যাও। ভগবৎ-চিন্তাকে কখনও নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিও না। ভগবানই জগতের সার সত্য, তাঁহাকে লাভ করাই জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে, দীন ভিখারীর মত পরের গলগ্রহ থাকিয়া ভগবানকে ডাকার আমি পক্ষপাতী নই। অনেকের ধর্ম্মপ্রচার পৃথিবীতে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। আমার মনোভঙ্গী এবং মতামত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সংসারে তোমরা স্বাবলম্বী হইবে, নিজের শক্তিতে নিজের অন্ন অর্জ্জন করিবে, প্রচুর অন্ন অর্জ্জন করিয়া নিজের অভাব মিটাইবার পরে দশজন অভাবগ্রস্তকে সহায়তা করিবে, ইহাই আমি চাহি।

সকলেই সাধন-ভজনে একাগ্র থাকিবে। সমবেত উপাসনার একটি সুযোগও কখনও পরিত্যাগ করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ
কলিকাতা

শ্রীমতী ভূর্ব্বাতি রিয়াং
১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ভূর্ব্বাতি, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বড় প্রীতিময়ী স্মৃতি তোমাদের ওখান হইতে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছি। তোমাদিগকে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করে। কাজের চাপ

কমিলে এবং শরীর সুস্থ থাকিলে আবার ঐ অঞ্চলে যাইব। আমার যাইতে দেরী হইলেও তোমরা তোমাদের কাজ বন্ধ রাখিও না। তোমাদের প্রথম কাজ নিজেদের সাধন-ভজন নিয়মিত ভাবে করা। তোমাদের দ্বিতীয় কাজ নিজেদের সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করা, অলসতা দূর করা, পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং পুত্র-কন্যাগুলিকে পবিত্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ করিয়া গড়িয়া তোলা। তোমাদের পরবর্ত্তী কাজ হইতেছে সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকার করা, শ্রম করা এবং চেষ্টা-যত্ন নেওয়া।

অন্যান্যদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছি, সব তোমরা পড়িও। আমার প্রত্যেকটি কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিও। শীঘ্রই পুনরায় আমার কর্ম্মিদল তোমাদের মধ্যে যাইবে। তোমাদের উন্নতি হইবেই, এই বিশ্বাস তোমরা রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী

শ্রীমতী মালাইতি রিয়াং
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

শিমলুম্।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মালাইতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। চতুর্দ্দিকের নানা পল্লীতে আমার প্রতি প্রেমশীল

আমার অজানিত যে শত শত পার্ব্বত্য অধিবাসী আছে, তাহাদের প্রতিজনকে আমার স্নেহ ও আশিস জানাইও। তোমাদের জাতির মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তোমাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের ন্যায় গ্রাম গ্রামান্তরের পার্ব্বত্য পথ একাকিনী অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র পুণ্য ও ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতে পারে। আমার প্রতিটি রিয়াং পুত্রকন্যা এক একজন ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যভার গ্রহণ কর। তোমরা এক জনেও কদাচ বসিয়া থাকিও না।

কাজ করিবার পথে তোমাদের দুইটী কঠিন বাধা রহিয়াছে। একটী তোমাদের অশিক্ষা, অপরটী তোমাদের দরিদ্রতা। কবে তোমরা শিক্ষিত হইবে আর পণ্ডিত হইবে, সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না। কবে তোমাদের দরিদ্রতা দূর হইবে, সেই অপেক্ষায়ও না। অশিক্ষা এবং দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য এখনই কাজে নামিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের কাজেও। হাজার হাজার অশিক্ষিত পাহাড়ী অভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে ত' কেবল প্রচারণারই ফলে। এই ভারতের প্রাচীনতম যুগের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম তোমরা পাইয়াছ। তোমরা বন-পর্ব্বতবাসী অশিক্ষিত লোকগুলিকে আর ভারত-বিরোধী ভাবের আশ্রয় নিতে দিও না।

তোমরা প্রতিজনে সাধনে মন দাও। তোমরা প্রতিজনে সঙ্কল্প কর যে, সাধ্যানুযায়ী ভগবানের নামের মহিমা সর্ব্বত্র প্রচার করিবে। আরও প্রতিজ্ঞা কর যে, মদ্যপান ছাড়িবে, অলসতা ত্যাগ করিবে, সমাজে বা পরিবারে ব্যভিচার, দুর্নীতি, পাপ ও অনাচারকে প্রবেশ

করিতে দিবে না। শক্তিশালী হইবার জন্য তোমরা প্রতিজনে চেষ্টা আরম্ভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ পুপুন্‌কী

শ্রীমান্ রামবাহাদুর রিয়াং ১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রামবাহাদুর, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি সকল পরিজনবর্গকে নিয়া দীক্ষিত হইয়াছ। তুমি ভাগ্যবান্। অনেকে একাকী দীক্ষা নেয় কিন্তু পরিবারস্থ অন্যান্যকে সমভাবের ভাবুক করিতে না পারিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে নিয়ত বাধা পায়। তোমার সেই আশঙ্কা নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলের মন ঈশ্বরাভিমুখী হউক।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী যে পার্ব্বত্য-জাতীয় লোকেরা "তোমরাও তাহাদের মতন ভিন্ন ধর্ম্ম কেন গ্রহণ কর নাই" বলিয়া অভিযোগ, অনুযোগ, ভীতি-প্রদর্শন ও তিরস্কার করিতেছিল, তোমরা কয়েক গ্রামের লোকেরা মিলিত হইয়া তাহাদেরই গ্রামগুলিতে গিয়া পথে প্রান্তরে তুমুল হরিওঁ

নাম-কীর্ত্তন করিয়া শেষে তাহাদেরই নিকটে বিমল ধর্ম্মোপদেশ বিতরণ করিয়া আসিতেছ বলিয়া আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম। যাহারা তোমাদিগকে ভয় দেখাইয়া নিজেদের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহে, ইহা তাহাদের প্রতি যোগ্য আচরণই হইয়াছে। তোমরা হরিওঁ কীর্ত্তনের মহাশক্তিতে বিশ্বাসী হও। তোমরা হরিওঁ কীর্ত্তনের প্রতাপে সকলকে জয় করিবার সাহস রাখিও। অন্যেরা তোমাদের নিয়মে ধর্ম্মপালন করে না বলিয়া তোমরা কদাচ তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না, তাহাদিগকে ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের মতে বা পথে আকর্ষণের চেষ্টা করিও না। কিন্তু তাহাদের প্রদর্শিত ভীতিজনক বাক্যে, তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইও না। তাহাদের প্রদত্ত প্রলোভনে টলিও না। অপরের ধর্ম্মকে, ধর্ম্মমতকে, ধর্ম্মগুরুকে আঘাত না করিয়াও যে নিজের ধর্ম্মে সুদৃঢ় থাকা যায়, তোমরা তাহার প্রমাণ-স্বরূপ হও। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানের প্রতি গভীর অনরাগ সৃষ্ট হউক। ভগবৎ-প্রেমের বলে তোমরা সকল দুর্দ্দৈবকে আগ্রাহ্য কর। তোমরা বড়ই গরীব, তোমরা একান্তই অশিক্ষিত। কিন্তু দরিদ্রতা বা শিক্ষাহীনতা তোমাদের ভগবৎপ্রেমের যেন বাধা না হয়। ক্রমশঃ চেষ্টা দ্বারা তোমরা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যকে দূর করিবে কিন্তু ভগবানে প্রেম তোমাদের এখনই আবশ্যক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী
শ্রীমান্ খরেন্দ্র রিয়াং
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯
শ্রীমতী রুণাতি রিয়াং
দুগাঙ্গা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা খরেন্দ্র ও মা রুণাতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জুমের আগুন তোমাদের দেশে দেখিয়া আসিয়াছি। সেই আগুনের তাপে এবং আতঙ্কে শত শত নরনারীকে ক্লিষ্ট ও উদ্বিগ্ন থাকিতে দেখিয়াছি। এবার নাকি তোমাদের জুমের ফসল ভাল হয় নাই শুনিলাম। সর্ব্বত্রই যদি এই দশা হইয়া থাকে, তবে ত' তোমরা দারুণ দারিদ্র্যের কোপে পড়িয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, এই দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে তোমরা পরিত্রাণ লাভ কর।

জুম-কৃষির প্রথাটী বড়ই অবৈজ্ঞানিক। বছর বছর তোমরা দেশের বন-সম্পদ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছ। বিনিময়ে কোনও বৎসর অনশনে কোনও বৎসর অর্দ্ধাশনে থাকিতেছ। জমিতে সার দিয়া সেই জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বাড়াইবার শিক্ষা তোমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। তোমাদিগকে গোপালন করিয়া গরুর গোবরের দ্বারা সার উৎপাদন শিখিতে হইবে। তোমাদিগকে বনের ডাল-পালা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া গোময় গোমূত্র আদির সাহায্যে তাহা দ্রুত

পচাইয়া সার প্রস্তুত করিবার বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া চিরকালের ব্যবহৃত বন্ধ্যা জমিকেও শস্য-শালিনী করিতে হইবে। বছর বছর স্থান-পরিবর্ত্তনের বাতিকে পড়িয়া তোমাদের জীবনের বারো আনা সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বছর বছর নূতন নূতন স্থানে গিয়া বসতি করায় যে ক্লেশ, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ ক্লেশ সহ্য করিলে তোমরা যে যেখানে আছ, যার হাতের কাছে যে জমিটুকু আছে, সে সেখানে থাকিয়া সেই জমিটুকুর মধ্যেই প্রতি বৎসর চাষ আবাদ করিয়া প্রায় চারিগুণ অর্থাগম করিতে পার। যেই প্রথা তোমাদিগকে চির-দারিদ্র্যে দগ্ধ করিতেছে, সেই প্রথা তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। যে যেভাবে পার বাঙ্গালীদের কাছে চাষের বিদ্যা শিখিয়া লও। কেহ কিছু শিখিতে চাহিলে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই শিক্ষা দানে কাতর হইবে না। আজও পাহাড়ের অভ্যন্তরে যে হাজার হাজার শিক্ষক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের উচিত নহে তোমাদিগকে ঘৃণা করা, তোমাদেরও উচিত নয় বাঙ্গালীকে বিদ্বেষ করা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ — পুপুন্‌কী

শ্রীথাইথাক্ রায় রিয়াং — ১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

তুম্‌প্লাংলই, লুসাই হিলস্

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা থাইথাক্ রায়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এতদিন উপাসনা-প্রণালী পাঠাইতে পারি নাই। অদ্য পাঠাইলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাসনা নিয়মিত করিবে। একজন লোক অন্য কোনও সৎকর্ম্ম করিবার সুযোগ যদি জীবনে বিন্দুমাত্রও না পায় কিন্তু প্রত্যহ শ্রীভগবানের নামের সহযোগে পরমেশ্বরের চরণে আত্ম-নিবেদনের সাধনে ত্রুটি না করে, তাহা হইলে এই একটী মাত্র কার্য্যের দ্বারা সে মনুষ্য-জীবনকে দেবতার জীবনে রূপান্তরিত করিতে পারে এবং মনুষ্য-জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হয়। আমার এই উপদেশ-বাক্যটীতে বেদ-বাক্যের ন্যায় অকাট্য বলিয়া শ্রদ্ধা করিও।

ভগবানে মন বসাইতে হইলে চারিদিকের আবহাওয়াকে অনুকূল করিতে হয়। এই জন্যই চারিদিকের জনগণের কর্ণে ভগবানের নামের মহিমা-প্রকাশক বাণী প্রবেশ করান প্রয়োজন। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে অখণ্ড-সংহিতা-পাঠে এবং হরিওঁ-কীর্ত্তন-কর্ম্মে এত উৎসাহ দিয়া থাকি। চারিদিকে যত নরনারী আছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রতি জনেই অসাধারণ মানুষে পরিণত হইতে পারে। সৎকথা কর্ণে প্রবেশ করাইবার যোগ্য লোক কেহ নাই বলিয়া তাহারা জীবনের

মূল্য এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। তোমরা প্রতিজনের প্রাণে উৎসাহের আগুন জ্বালাইয়া দাও। একজনও যেন দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা যাইতে না দেয়।

সম্প্রতি তোমরা লুসাইপাহাড় নিবাসী খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী পাহাড়ীদের দ্বারা নানা ভাবে উৎপীড়িত হইতেছ। তোমাদের কেহ কেহ জুম ফসল করিতে বাধা পাইতেছ। কেহ কেহ নিজ নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদূর অনিশ্চিত অঞ্চলে যাইয়া নূতন বসতি স্থাপনে বাধ্য হইতেছ। এই সকল অত্যাচার সত্ত্বেও তোমরা খ্রীষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না। সমস্ত পৃথিবী একদা খ্রীষ্টান হইয়া যাইতে বাধ্য হইবে, এই অলীক ধারণা বশতঃ ইহারা এই সব করিতেছে। ইহারা অজ্ঞান। অজ্ঞানের প্রতি ক্রোধ করিতে নাই। কিন্তু নিজেদের জ্ঞানের বলে ইহাদের অন্যায়কে প্রতিরোধ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীমান্ জৈবৎ রিয়াং
শ্রীমতী আখেরমা রিয়াং
তুম্‌প্লাংলই, লুসাই হিল্‌স্!

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা জৈবং, স্নেহের মা আখেরমা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পরিবারস্থ প্রায় সকলে মিলিয়া দীক্ষা নিয়াছ। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রাণপণে দীক্ষার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা। দীক্ষা নিয়া যে সাধন করে না, সে দীক্ষার অসম্মান করে। আমি ত' কাহাকেও জোর করিয়া দীক্ষা দেই না, প্রলোভন দেখাইয়াও নহে। যে নিবার, নিজের আকুল আগ্রহেই এখানে দীক্ষা নিয়া থাকে। ইহার পরে আমি এইটুকু অবশ্যই প্রত্যাশা করিতে পারি যে, ইহারা নিয়মিত সাধন করিবে এবং গুরুর নির্দ্দেশ মানিবে।

আমাদের সাধন জগন্মঙ্গলের সাধন। একাকী আমরা মুক্তি চাহি না। আমাদের প্রতিজনের মুক্তির সাথে আমাদেরই সাধনের ফলে জগতের লক্ষকোটি বদ্ধ আত্মার মুক্তি হউক, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। এই জন্যই দীক্ষা নিবার পরে আমরা আর আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর থাকিতে পারি না। এই কথাটুকু শুনিতে সহজ কিন্তু বুঝিতে কঠিন এবং জীবনে ইহাকে রূপদান করা আরও কঠিন। তবু ইহাই আমাদের গতি এবং গন্তব্য, ইহাই আমাদের কর্ম্মনীতি এবং তপস্যা, ইহাই আমাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ। এই আদর্শের পানে তাকাইয়া তোমরা প্রতিজনে চল। তোমরা পাহাড়ী অশিক্ষিত গরীব মানুষ বলিয়া মনে করিও না যে, ইহা তোমাদের অসাধ্য। আমি নিয়ত তোমাদিগকে শক্তি যোগাইব। প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করিতে ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ পুপুন্‌কী

শ্রীমান্ সাজেরায় রিয়াং ১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

তুম্‌প্লাংলই, লুসাই হিল্‌স্!

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা সাজেরায়, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা এত দিন ধরিয়া আমার পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলে। আমি সময় পাই নাই। আমার এই পত্রখানা পাইবামাত্র তোমার বয়সের সমস্ত রিয়াং যুবকদের একত্র করিবে। তাহাদের বলিবে, তোমাদেরই নিজেদের হাতে আজ ভার লইতে হইবে, তোমাদের জাতিটার সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বাত্মক উন্নতি সাধন করিবার। তোমরা প্রতিজনে প্রতিজ্ঞা কর যে, প্রত্যেক যুবক নিজেদের চরিত্রকে আগে সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া লইবে, একজনেও কোনও প্রকার গোপন কদভ্যাসের দাসত্ব করিয়া শরীরের সারধাতুকে ক্ষয়িত করিবে না, একজনেও কোনও যুবতী বা কিশোরীর প্রতি কামাকুল দৃষ্টিতে তাকাইবে না, গ্রামে বা বস্তিতে কোনও দুর্ব্বলচরিত্রা নারী থাকিলে এক জনেও তাহার সহিত কোনও ঘনিষ্ঠতা করিবে না। তোমরা পণ কর যে, স্বভাবে, চরিত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে, নিষ্ঠায়, আদর্শবাদে এবং ধর্ম্মানুরাগে তোমরা জগতে অপরাজেয় হইবে, তোমাদের দিকে তাকাইয়া যেন চারিদিকের নানা সমাজের, নানা ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ ও নারীরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়।

অবশ্য ধর্ম্ম বলিতে ঐ দিকে এক খ্রীষ্টান-ধর্ম্মেরই অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। দুই শত বৎসরের ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্বতোমুখ প্রশ্রয়ে এবং মহাপ্রাণ খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের জীবনপণ শ্রমে ঐ অঞ্চলে খ্রীষ্টানদের দারুণ সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ফলে মানুষ হিসাবে ইহারা কতখানি উন্নত হইয়াছে, তাহার বিচার মুলতুবি রহিয়াছে। ইহাদের ভাবী কালের আচরণ কলকণ্ঠে প্রচার করিবে, খ্রীষ্টান হইয়াও ইহারা অমানুষই রহিল, না, প্রকৃত মানুষ হইল। কেবল নিজধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি অনুরাগই মনুষ্যত্বের প্রমাণ নহে, পৃথিবীর সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণের প্রতি সমান দৃষ্টিতে তাকাইয়া সকলকে সমান প্রেম যে দিতে পারিল, জগতে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার একমাত্র তাহার।

তোমরা, আমার সন্তানেরা মানুষ হও, মানুষের মতন মানুষ হও, মনুষ্য-জাতির গৌরব হও।

তোমাদের সমক্ষে আজ দুইটী সমস্যা। একটী হইতেছে, বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা। অপরটী হইতেছে, মানুষের মত মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইবার সমস্যা। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তোমাদিগকে আজ জীবন-যাপনের প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জুম-চাষের মতন যাযাবরী কৃষিপদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া, সার-গোবরের ব্যবহার শিখিয়া তোমাদিগকে এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া একই জমিতে প্রতি বৎসর সোণার ফসল তুলিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতি বৎসরই যে তোমাদের দুর্ভিক্ষে দিন কাটাইতে হয়, সেই

বিভীষিকা দূর হইবে। অপর পক্ষে তোমাদিগকে শিক্ষায়, সাধনায়, অনুশীলনে এবং চরিত্রের মহিমায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকেও অতিক্রম করিয়া যাইবার স্পর্দ্ধা লইয়া আত্মগঠনে নামিতে হইবে।

আমি যে বাবা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা এই জন্য নহে যে, আমি গুরু হইলাম আর তোমাদের পূজা পাইলাম, তোমরা শিষ্য হইলে আর আমাকে পূজাই করিতে থাকিলে। আমি তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তোমাদের সর্ব্বশক্তিকে জাগ্রত, বিকশিত এবং তোমাদের নিজেদের উন্নতি-সাধনে নিয়োজিত করিতে। আমি তোমাদের সমগ্র জাতিটার সামগ্রিক অভ্যুদয় কামনা করিতেছি। আমার শক্তিতে, সামর্থ্যে ও চেষ্টায় যতটুকু কুলাইবে, তোমাদিগকে আমি আত্মোন্নতি-সাধনে সহায়তা করিতে করিতে দেহক্ষয়, আয়ুক্ষয়, শক্তিক্ষয়, করিয়া তিলে তিলে মরিতে চাহি। তোমাদের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া আমি তৃপ্ত হইব, তোমাদের নিকটে আমার কোনও স্বার্থের দাবী নাই, কোনও ব্যক্তিগত সুখাভিলাষ পূরণের তাগিদ নাই, কোনও প্রভুত্ব-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নাই। তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলির মত মাথা উঁচু করিয়া চল, দুঃখের সহিত, দুর্দ্দশার সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমরা জয়গৌরব অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীমান্ মেখুলা রিয়াং
শ্রীমান্ লালসিংঙ্গা রিয়াং
তুম্‌প্লাংলই, লুসাই হিল্‌স্!

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মেখুলা ও লালসিঙ্গা, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ সাজেরায়কে যে পত্র দিলাম, তাহা তোমরা প্রত্যেকটী যুবককে পাঠ করাইও। তাহার অতিরিক্ত কয়েকটী কথা তোমাদের পত্রে লিখিতেছি। ইহারও মর্ম্ম প্রত্যেক যুবককে অবগত করাইও। তোমাদের আর অলস, উদাস, নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। চারিদিকের অন্যায় উৎপীড়ন ও অযথা অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তোমাদিগকে অবিলম্বে জাগ্রত হইতে হইবে, অবিলম্বে কাজে হাত দিতে হইবে।

সেই কাজ আত্মোন্নতি সাধনের কাজ। ভগবানে প্রীতি ও ভগবানের নামে রুচি, এই ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া তোমাদের আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইবে। ভগবানের নামের উপলক্ষ্য করিয়া একদল সরলবিশ্বাসী মানুষকে নূতন কতকগুলি কুসংস্কারের ক্রীতদাস করা আমার ধর্ম্ম-বিতরণের উদ্দেশ্য নহে, তোমাদের প্রতিজনকে নববলে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

প্রবুদ্ধ ও নূতন শক্তিতে দীপ্যমান করিয়া তুলিবার জন্যই বন-পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে আমার প্রাণপাত পরিশ্রম ও অভিযানের পর অভিযান। তোমরা আমার ধর্ম্মপ্রচারচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া নিজেদের জাতির লোকের প্রতিটি বস্তির মধ্যে দাবানলের মতন ছড়াইয়া পড়। অন্তর হইতে ভয় দূর কর, নির্য্যাতন ও নিপীড়নকে আগ্রাহ্য কর, হিন্দু-অহিন্দু, খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকলের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষার বারিধারার মত হরিওঁ-নাম-গান বর্ষণ কর, প্রতিটি প্রাণে "ঈশ্বর আছেন, আমরা প্রত্যেকেই পরমেশ্বরের সমান আদরের সন্তান" এই সাম্যের বাণী, এই অমৃত ঢালো। তোমাদের কর্ত্তব্য বিশাল, তোমাদের কর্ত্তব্য কঠিন কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই দেখিবে, এ কর্ত্তব্য সত্য সত্যই মধুরও বটে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীমান্ ওয়াতই রায় রিয়াং
শ্রীমতী উঁপসী রিয়াং
কালাগাং বনকুমার পাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ওয়াতই রায় ও মা উঁপসী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার আগামী অগ্রহায়ণে দামছড়া আসিবার কথা ছিল। এদিকে এত কাজের চাপ পড়িয়াছে যে, ঐ সময়ে আসা হয় কি না, এখন বলা শক্ত হইতেছে। যাহা হউক, আসি আর না আসি, আমি যে নিয়ত তোমাদের মধ্যেই আছি, এই সত্য তোমরা কখনও ভুলিও না।

জ্ঞান-স্বরূপ গুরু তোমার নিত্যসাথী। প্রেমস্বরূপ গুরু সর্ব্বদা তোমরা সঙ্গে থাকেন। আনন্দস্বরূপ গুরু তোমার নিকটে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ তোমার কুশল বিধান করেন। এই বিশ্বাস নিয়া সাধন-ভজন করিবে। যে নাম দিয়াছি, তাহা তোমাদের পাওয়ার কথা নয় কিন্তু তোমরা বহু ভাগ্যফলে তাহা পাইয়া গিয়াছ। এমন দুর্ল্লভ রত্ন পাইবার পরে তাহার অনাদর করিতে নাই। তোমরা প্রত্যেকে মনঃপ্রাণ দিয়া নামের সাধনা করিও।

যে-কোনও গোষ্ঠীর হউক, অবনতিদশাপন্ন পাহাড়ী মাত্রেরই নিকটে মুক্তির বার্ত্তা ছড়াইতে থাক। ভগবানের নামের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের মুক্তি ঘটিবে। কেহ যেন আর দীন, হীন, অপরিচ্ছন্ন, কদর্য্য এবং পাপাসক্ত জীবন যাপনে সন্তুষ্ট না থাকে। সকলের প্রাণে নূতন তেজ এবং নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি কর।

খ্রীষ্টান পাহাড়ীদের কেহ কেহ তোমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছে বলিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে তোমরা নিন্দা করিও না বা ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীদিগকে তোমরা শত্রু জ্ঞান করিও না। এখন যাহারা বিরোধী আছে, তাহাদের অনেকেরই ভবিষ্যতে মনের গতির পরিবর্ত্তন হইবে,

হইতে বাধ্য। কারণ, জগতে সত্যের জয় কেহই রুখিয়া রাখিতে পারে না। তোমরা তোমাদের সত্যে দৃঢ়স্থির থাক। কাহারও প্রলোভনই নিজেদের মত, পথ ও আদর্শ পরিত্যাগ করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীকরাংহা রিয়াং
শ্রীবৃক্ষদ রিয়াং
লুসাইছড়া, মিজো।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা করাংহা ও বাবা বৃক্ষদ, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মনে রাখিও, তোমরা যে দীক্ষা আমার নিকটে পাইয়াছ, তাহার প্রথম এবং প্রধান অনুশাসনই হইল এই যে, জগতের সকল দেশের সকল জাতির নরনারী তোমাদের একান্ত আপন, সকলেই তোমাদের আত্মীয়, কেহ তোমাদের পর নহেন, কেহ তোমাদের শত্রু নহেন। এই আদর্শটীকে নিজ নিজ জীবনে পূর্ণতঃ রূপদান করিবার জন্য তোমরা একাগ্র চিত্তে সাধন করিতে থাক। সাধনশীল ব্যক্তি প্রকৃত সত্য সহজে চিনিতে পারে, সাধনহীন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

মিজো ও ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, এই তিনটী সীমান্তের খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান পাহাড়ীদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন নাই। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস যে, তাহারা জোর করিয়া অন্যকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতে পারে। এই বিশ্বাস হইতে অত্যাচারের উৎপত্তি হইয়াছে। অখ্রীষ্টান পাহাড়ীরা জানে না যে, ভগবান সকলেরই পিতা এবং রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং কাহারও অত্যাচারে ভীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই। এই জন্যই তোমাদের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা একান্ত অভাব। তোমরা মনের সকল অবসাদ দূর করিয়া দিয়া নিজেদের সমাজের উন্নতির কাজে লাগ। কাহাকেও ভয় করিও না, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ রাখিও না। প্রেমের বলে তোমরা উন্নতির পথে অদমিত উদ্যমে অগ্রসর হইয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ
কলিকাতা
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীমান্ অভিরাম রিয়াং
শ্রীমতী চুরিমা রিয়াং
লুসাইছড়া, (মিজো)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের মা চুরিমা ও স্নেহের বাবা অভিরাম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মনে রাখিবে, বর্ত্তমানে তোমরা অতি সাধারণ স্তরের মানুষ হইলেও সাধনার বলে তোমরা অসাধারণ হইতে পার। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সাধন-কার্য্যে একনিষ্ঠ প্রযত্নে মনোনিবেশ কর। সাধন না করিয়া কেহ উন্নতি করিতে পারে না। তোমরা সাধন করিও।

আমি অবগত হইয়াছি যে, আমার বিগত পাহাড়-ভ্রমণের ফলে পাহাড়ী জাতি মাত্রেরই মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা দেড় দুই শত বৎসরের খ্রীষ্টান-প্রচারণার পরেও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা আমার পুনরাগমন-প্রতীক্ষায় অধীর হইয়াছে। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়া অন্যতম ভাবধারায় অনুবর্ত্তন করিতেছে, তাহারা আমার পুনরাগমনকে অপছন্দ করিতেছে। এই সকল সংবাদ আমি কৌতুকের সহিত উপভোগ করিতেছি। উভয় পক্ষেই আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা সাধন করিয়া যাও। তোমরা আমার শিষ্য হইয়াছ, মাত্র এই পরিচয় দিয়াই বেড়াইও না। তোমরা সাধন করিয়া শক্তিশালী হও, ইহাই আমি চাহি।

তোমরা প্রতিটি গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে কেবলই উৎসাহ দাও সাধন করিতে। সকলকে উদ্দীপনা দাও যে, পশুর মত জঘন্য জীবন যাপন করা আর চলিবে না। প্রত্যেককে ডাকিয়া বল, তোমাদের যে শক্তি কত, তাহার পরিচয় দিবার সময় সম্মুখে আসিতেছে। অতএব প্রত্যেকেই শক্তির সাধনায় আত্ম নিয়োগ কর। এজগতে শক্তিহীনকে কে গ্রাহ্য করে, এজগতে শক্তি-শালীকেই বা কে অগ্রাহ্য করিতে পারে?

তোমরা যে নানা দিকে নানা জনের কাছ হইতে দুর্ব্ব্যবহার পাও, তাহার একমাত্র কারণ তোমাদের শক্তিহীনতা। তোমরা শক্তিমান হও, দেখিবে, আজ যাহারা তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছে, কাল তাহারা তোমাদিগকে খাতির করিবে।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা গোষ্ঠীগত বিদ্বেষকে তোমরা কখনও মনের কোণেও আসিতে দিও না। সকল সম্প্রদায়ের লোক, সকল গোষ্ঠীর নরনারী একই ভগবানের সন্তান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরিওঁ — পুপুন্‌কী

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্র রিয়াং — ২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীমান্ নীলচন্দ্র রিয়াং

শ্রীমান্ যোগেন্দ্র রিয়াং

বস্তাইতি, মামি, লুসাই হিলস্

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ব্রজেন্দ্র, নীলচন্দ্র ও যোগেন্দ্র, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের পিতা যথাক্রমে শ্রীমান্ জংবাহাদুর, মাণিক রায় এবং হাম্‌থাইকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। তোমাদের অঞ্চল হইতে দেখা করিবার জন্য বা দীক্ষা নিবার জন্য শত শত নরনারী ছামছড়া, দুগাঙ্গা, বাহাদরবাড়ী ও মনাছড়া আসিয়াছিল। তাহাদের



সুদূর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের এই তিনটি গুরুভগিনী শ্রীগুরু-দর্শনে আসিয়াছেন।

প্রত্যেককে এই পত্রে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

তোমরা এই বিশ্বাস রাখিও যে, তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার একটি বিশেষ শুভদ ঘটনা। তোমাদের মত অবজ্ঞাত, অবহেলিত ও অবনতদশাপন্ন লোকদের ঘরে ঘরে যে একদিন শক্তিমান্,

বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্ নরনারীদের আবির্ভাব ঘটিবে, এই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আমি ভিত্তি-পত্তন করিতে তোমাদের মধ্যে গিয়াছিলাম। তোমাদের মত আশাহীন, ভরসাহীন, ভবিষ্যৎহীন নরনারীদের ঘরে এমন মানুষদের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহারা হাজার হাজার আর্ত্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে, বিপন্নকে ত্রাণ করিবে, দুঃখার্ত্তকে রক্ষা করিবে।

তোমাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি-সাধনের ফলে তোমরা অপরকে সহায়তা করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। যে নিজে অযোগ্য, সে অপরকে সহায়তা করিতে পারে না। আমি তোমাদের দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, আর্থিক এবং সাংসারিক সর্ব্ববিধ উন্নতি তেখিতে চাহি। আমি তোমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি-পথ-গামী করিতে চাহি। আমি তোমাদের মধ্যে পুরুষ এবং নারীর পার্থক্য-বোধ না রাখিয়া সকলকে সমভাবে ব্রহ্মশক্তির অধিকারী করিতে চাহি। তোমাদিগকে যে আমি দীক্ষা দিয়াছি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহা।

তোমরা অবিলম্বে তোমাদের জাতির তথা সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবেশ কর এবং প্রতিটি প্রাণীকে এই অভয়-বাণী শোনাও যে, তোমাদের অভ্যুদয়ের দিন সমাগত-প্রায়। তোমাদের প্রতিজনকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর উন্নতি-বিধানের জন্যও শ্রম করিবে। একাকী কাহারও উন্নতি তোমাদের লক্ষ্য হইবে না। সকলকে লইয়া সকলে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

উন্নতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে। সত্য, সংযম, সদাচার সন্নীতি সহায়ে তোমরা প্রতি কার্য্যে নিজেদিগকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিবে। সাধারণ মানুষ পশুর মত কেবল নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত এবং নিজের স্বার্থের জন্য অপরের অনিষ্ট করিতেও তাহার বিবেকে বাধে না। সেইরূপ পশুতুল্য মানব তোমরা কেহ হইবে না। উন্নতচরিত্রের মানুষ নিজের উন্নতি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দশজনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করে। ইহাদিগকে দেব-মানব বলিব। তোমরা প্রতিজনে দেবমানব হইবার জন্য চেষ্টা কর। যাহারা নিজের সুখ, শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যতে জলাঞ্জলি দিয়াও কেবল পরেরই উপকার করে, তাহারা দেবতারও ঊর্দ্ধে বিরাজ করে। তাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ, তাহারা পুরুষোত্তম। তোমরা প্রতিজনে পুরুষোত্তম হইবার চেষ্ট কর।

তোমাদের উন্নতির পথে আজ অনেক বাধা। হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত লোকদের একাংশের গোঁড়ামি তোমাদিগকে হেয় করিয়া রাখিতেছে, খ্রীষ্টান-সমাজ-ভুক্ত লোকদের একাংশের উৎপীড়ন-মূলক মনোভাব ও আক্রোশ তোমাদিকে ক্রীতদাসে পরিণত করিতে চাহিতেছে। মুসলমান-সমাজ-ভুক্ত লোকদের একাংশ তোমাদের যুবতী কন্যাদের সরাইয়া নিয়া নিজেদের সংখ্যাপুষ্টির চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়াও শুনিয়া আসিলাম। এই ত্র্যহস্পর্শ-যোগ হইতে নিজেদিগকে তোমরা নিজেদের ক্ষমতা-বলেই রক্ষা করিবে। সেই শক্তি তোমাদের আছে। সেই শক্তি

তোমাদের বর্দ্ধিত করিবার জন্যই আমি তোমাদের ঘরে ঘরে গিয়া এইবার তোমাদের ভিতর ও বাহিরের সকল অবস্থা ভাল ভাবে নিরক্ষণ করিয়া আসিয়াছি।

তোমরা প্রতিজ্ঞা কর,—"আর আমরা মূর্খ থাকিব না, অজ্ঞান থাকিব না।" তোমরা প্রতিজ্ঞা কর,—"আর আমরা অসল হইয়া কাল কাটাইব না, জীবনের সুযোগগুলিকে হেলায় হারাইব না।" তোমরা প্রতিজ্ঞা কর,—"গুরুমন্ত্র, গুরুশক্তি, গুরুকৃপা যাহাতে আমাদের জীবনে সর্ব্বসিদ্ধি রূপে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহার জন্য আমরা একাগ্র মনে সাধনা করিব, সাধনার পুণ্যপথ হইতে নিমেষের জন্যও বিচ্যুত হইব না।" তোমরা প্রতিজ্ঞা কর,—"মানব-শরীর ধারণ করিয়া জীব যতটুকু উন্নতি-লাভ করিতে পারে, আমরা তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত আরোহণ করিব।"

ঘরে ঘরে গিয়া মেয়েদের বল,—"সতীত্বধর্ম্মে প্রত্যেককে নিষ্ঠাবতী হইতে হইবে।" ঘরে ঘরে গিয়া ছেলেদের বল,—"সংযম-সাধনায় প্রত্যেককে সিদ্ধ-সাধক হইতে হইবে।" প্রত্যেককে ব্রহ্মচর্য-ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কর। ইন্দ্রিয়-সংযমের মধ্য দিয়া যে বিপুল শক্তির সঞ্চয় সম্ভব, ইহাদের প্রতিজনকে তাহার অধিকারী কর। প্রত্যেকে আদর্শ-চরিত্র হউক। প্রত্যেক বিবাহিত নারী একমাত্র স্বামীতেই অনুরক্ত থাকুক। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ নিজ-স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুক। একটী প্রাণীও যেন পর-নারীতে বা পরপুরুষে আসক্ত না হয়, একটী



গৃহে শ্রীগুরুদেবের শুভ পদার্পণে আনন্দিতা হইয়া শিলিঘাটির তরুণী মাতা পুত্র-ক্রোড়ে হৃষ্টমনে লাউ-ঝাঁকার নীচে দাঁড়াইলেন। তিনি কিন্তু বাঁশী বাজাইতেছেন না, সেবন করিতেছেন তাম্রকুট।

প্রাণীও যেন নিজ পতি এবং নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য পুরুষে বা অন্য নারীতে আকৃষ্ট না হয়। তোমরা তোমাদের সমাজকে এই ভাবে গড়িয়া তুলিতে বদ্ধ-পরিকর হও। খ্রীষ্টানে হিন্দুতে বিরোধ থাকিতে পারে, হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ থাকিতে পারে, মুসলমানে খ্রীষ্টানে বিরোধ থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃত মানুষের সহিত প্রকৃত মানুষের বিরোধ অসম্ভব। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান বলিয়া যাহারা আত্মপরিচয় দিতেছে, তাহাদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের এখনো পশুজন্মই ঘোচে নাই। তাহারা বিরোধ-বিসম্বাদ করিবে না কেন? তোমরা সেই সকল সাম্প্রদায়িক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের অত্যুন্নত আদর্শের অনুরাগী হও। তোমরা আমার সন্তান। মনে রাখিও, আমার সন্তান সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে থাকিবে, সর্ব্বপ্রকার গোষ্ঠীগত নীচতা হইতে দূরে রহিবে। আমি তোমাদিগকে প্রকৃত মানুষ করিতে চাহি, তোমরা সেই প্রকৃত মানুষটীই প্রতিজনে হও।

পরমেশ্বর তোমাদিগকে ইন্দ্রয়-সমূহ দিয়াছেন বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য পালনের জন্য। তোমরা যদি ইন্দ্রিয়-সমূহের সঙ্গত ব্যবহার না করিয়া অন্যায় ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের উন্নতির পথে কন্টক-রোপণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও, ভগবানের করুণায় তোমরা ভগবানের সৃষ্ট এই জগতে মানুষ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ। এই মনুষ্যজন্ম অতীব দুর্ল্লভ। প্রাণপণ যত্নে এই মনুষ্য-জীবনকে সার্থক

করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীবন, তাহার জীবন-যাপন প্রণালী, তাহার আচার-ব্যবহার, তাহার কর্ম্ম এবং নীতি জগতের শ্রেষ্ঠজীবের যোগ্য হওয়া চাই। তোমরা সেই প্রশংসিত পথেই চলিতে চেষ্টা করিও। আমি নিয়ত তোমাদের প্রতিটি কল্যাণ-চেষ্টায় তোমাদের সাথী রহিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ



গুরুভ্রাতা শ্রীগোকুল চন্দ্র জমাতয়া এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী নববস্ত্রে শ্রীশ্রীবাবামণির পদচিহ্ন নিয়া তাহা বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। মনের সাধ, দেহান্তকালেও ইহা বক্ষে ধারণ করিবেন।

(৭৩)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

শ্রীমান্ রিন্‌বান্‌মূল রিয়াং

২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৯

পিতা শ্রীরান্‌বান্‌বুল ত্রিপুরা

মাগুরা, (কাছাড়)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা রিন্‌বান্‌মূল, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পিতা শ্রীরান্‌বান্‌বুলকেও আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

গ্রামশুদ্ধ সকল লোককে দীক্ষা লওয়ান চাই, এই সঙ্কল্প নিয়া তোমরা দামছড়াতে আমার নিকটে আমার অনুমতি পাইবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলে। হুজুগে দীক্ষা লইতে আমি বারণ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম দীক্ষা নেওয়া সহজ, কেন না আমি লঘু-গুরুর বিচার না করিয়া সকলকে অকাতরে দীক্ষা দেই। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন একাগ্র মনে গুরুতে অসীম নির্ভর দিয়া এবং নামে অফুরন্ত বিশ্বাস অর্পণ করিয়া সাধন করিতে হয়। আমাকে যাহারা জানিল না, আমার মতামতের সহিত, আমার পথ ও নীতির সহিত যাহাদের কোনও পরিচয় হইল না, তাহারা হঠাৎ হুজুগে দলে দলে আসিয়া দীক্ষা নিবার পরে যদি সাধন-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকে, তবে লজ্জা এবং পরিতাপের কি কোনও সীমা আছে? তবু তোমার দুই বন্ধু মিলিয়া দীক্ষা নিয়া গিয়াছিলে। তোমাদের

চেহারায় প্রশান্তি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, তোমরা প্রাণ-মন এক করিয়া দীক্ষাটীকে পরম সৌভাগ্য গণনা করিয়া ঘরে ফিরিয়াছ। গৃহে গিয়া তোমাদের সমাজের মধ্যে কাজ করিতেছ কি? চিরকাল যাহারা বন-জঙ্গলে বাস করে, জগতের উন্নত চিন্তা সমূহের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিবার সুযোগ কম। ইহারই ফলে তাহারা অন্যান্য জাতির



নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি তটভূমিতে স্থিত বিদায়-সম্বর্দ্ধনাকারীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। উন্নত চিন্তাই উন্নতিলাভের শ্রেষ্ঠ সহায়িকা। আমি চাই, তোমরা দুই বন্ধুতে স্বজাতির ভিতরে ব্যাপক ভাবে কাজ করিয়া তাহাদের মনের জড়তা ভাঙ্গিয়া দাও। তারপরে যথাকালে তাহাদের সকলের দীক্ষা হইতে পারিবে। দীক্ষা দিতে আমি কাতর নহি, আমার ভিতরে পৌরোহিতা-তন্ত্র বা ছুৎমার্গের স্থান নাই। কিন্তু দীক্ষিত যে হইবে, তাহাকে সাধন করিতে হইবে। গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকিলে এবং সব জানিয়া বুঝিয়া তার পরে দীক্ষিত হইলে সাধনের রুচি কমিতে পারে না। তাই আগে জ্ঞান প্রয়োজন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হইতে সুরু করিয়া প্রবীণ প্রবীণা প্রতিটি স্বজাতীয়ের মধ্যে তোমরা কাজ আরম্ভ কর। প্রথমে বল ব্রহ্মচর্য্যের কথা, তারপরে বল পরিচ্ছন্নতার কথা, তারপরে বল নিজের সমাজ ও জাতির উন্নতিসাধনের প্রয়োজনের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে বল ভগবৎ-সাধনের সুফলের কথা। এভাবে কাজ করিয়া যাইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৯

শ্রীখুপ্‌ চুহা রিয়াং

শ্রীমতী দাসীরুম্‌ রিয়াং

কাঁঠালবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

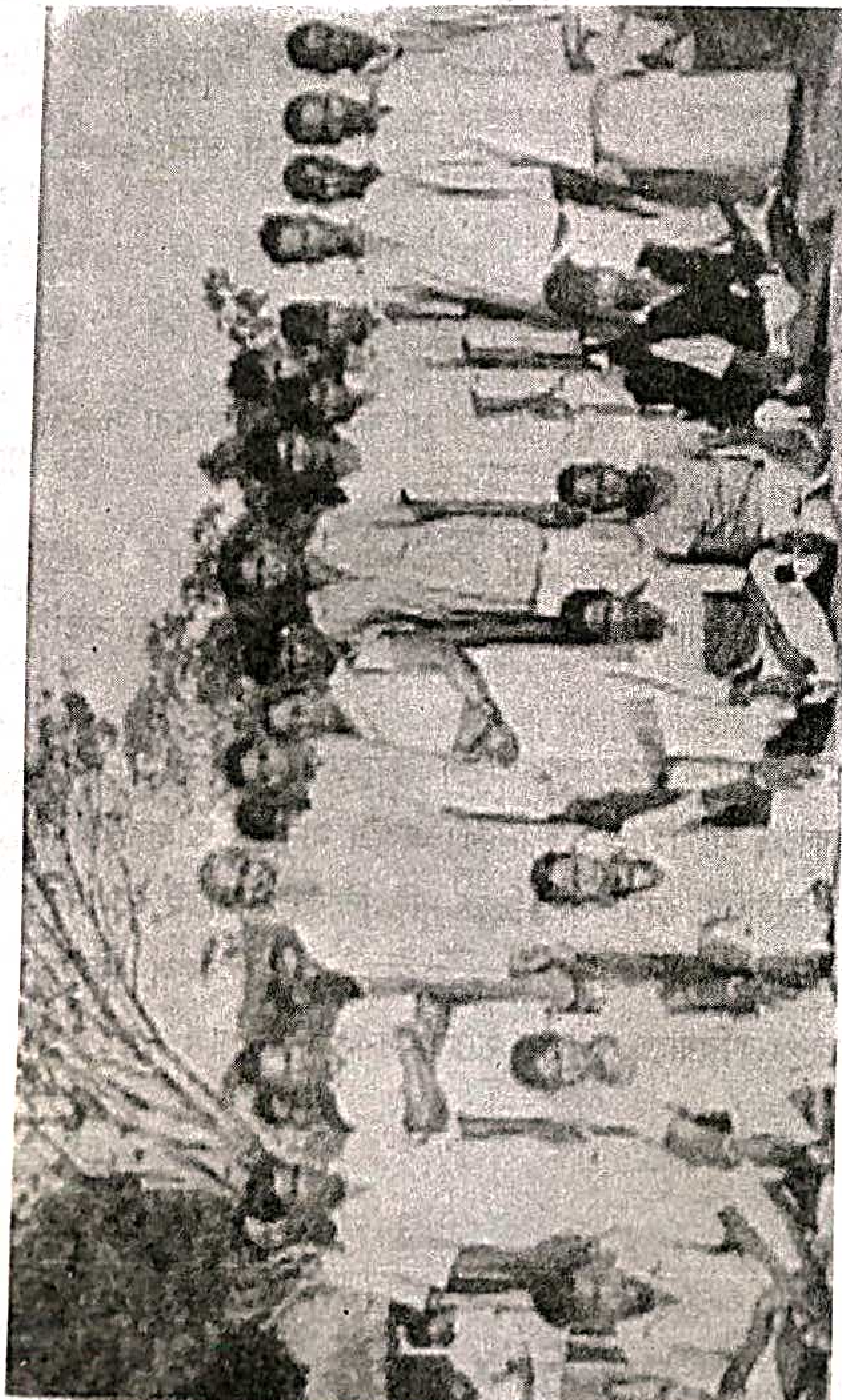
স্নেহের বাবা খুপচুহা এবং স্নেহের মা দাসীরুম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবে, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমার নিকটে দীক্ষা নিয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মনুষ্য-জন্ম সত্য সত্যই সার্থক হউক।

ভগবানের নামে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিবে। নিজের জীবনকে ভগবানের কাজে লাগাইতে যত্ন নিবে। একটী মানুষও তাহার জীবন ব্যর্থতায় না কাটাইয়া দেয়, তার দিকে দৃষ্টি দিবে। আমারই উপদেশে তোমার শত শত বিরাং গুরুভাই ও গুরুভগিনী যে সকল কল্যাণ-কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সহিত সর্ব্বদা সংযোগ রক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ



কতিপয় শিক্ষিত পাহাড়ী পুত্র-কন্যাসহ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। তাঁহার বামে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

(৭৫)

হরিওঁ

কলিকাতা
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৯

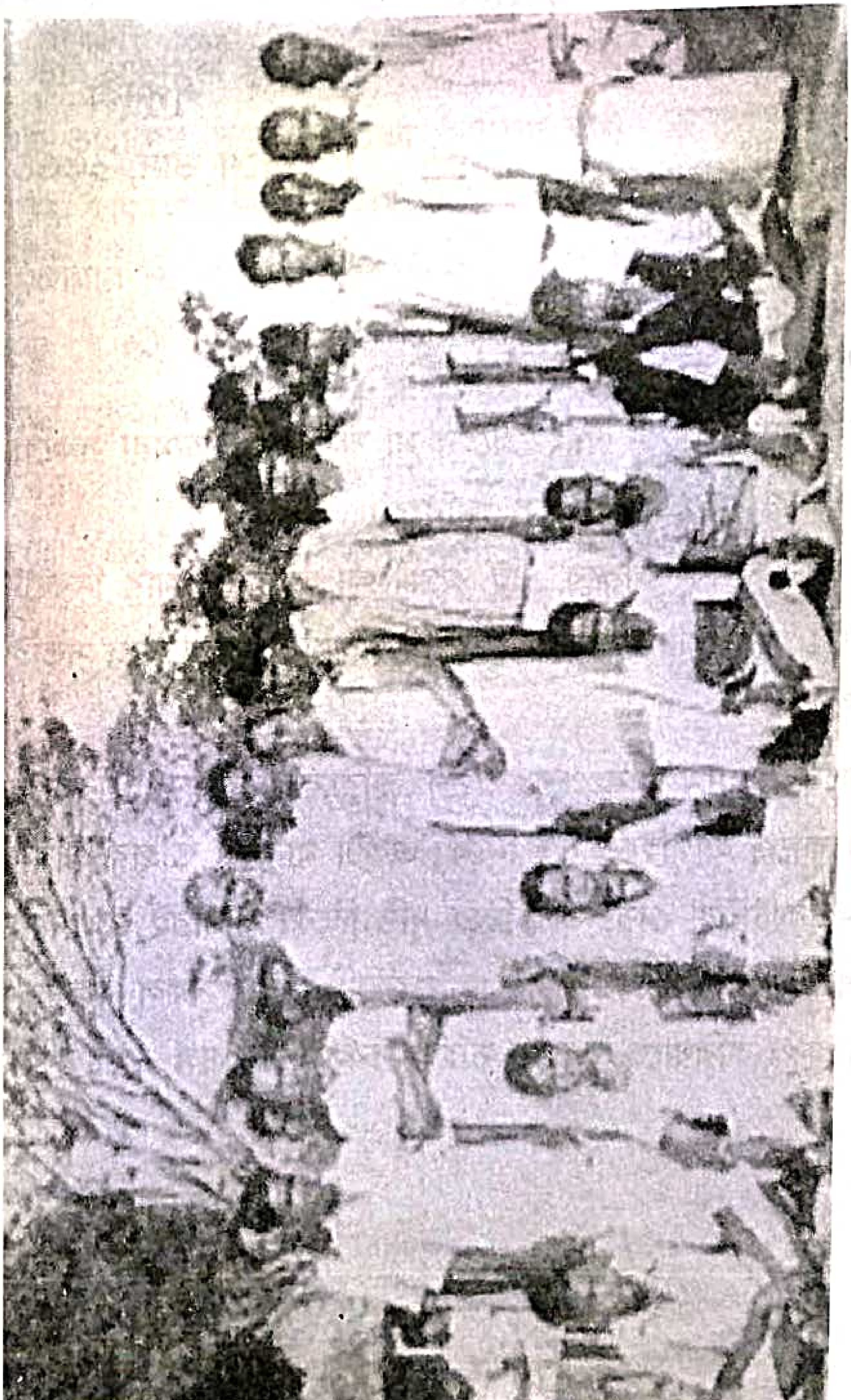
শ্রীমান্ মিনয়বাম রিয়াং
শ্রীমান তলেহ্য রিয়াং
জুরি খেদাছড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মিনয়বাম ও বাবা তালেহ্য, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এতদিন তোমাদিগকে উপাসনা-প্রণালী পাঠাইতে পারি নাই কি যে অসাধারণ ব্যস্ততার মধ্যে আছি, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। তোমরা জুম-কৃষি কর বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস, আমি জুম-কৃষি করি সারা বৎসরে বারো মাস। তোমরা পাহাড়ের বন কাট, আর আমি তোমাদের মনের বন কাটি। পার্থক্য মাত্র এইটুকু, নতুবা পরিশ্রমের আমার বিরাম নাই। এই জন্যই অনেক সময়ে অতি তুচ্ছ কাজও দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকে। এমনও কখনও কখনও ঘটিয়াছে যে, একজনের পত্র পাইবার তিন কিংবা সাড়ে তিন বৎসর পরে পত্রের জবাব দিয়াছি। শরীর অসুস্থ বলিয়া ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতা আসিয়াছি, সঙ্গে আনিতে হইয়াছে জবাব না-দেওয়া সাত আট শত পত্র। সুতরাং আমার বিলম্বের জন্য তোমরা মনে ক্লেশ নিও না!

তোমাদের অঞ্চলে পার্ব্বত্য অধিবাসী যত, সমতলবাসী লোকের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রধানতঃ এই কারণে তোমাদের



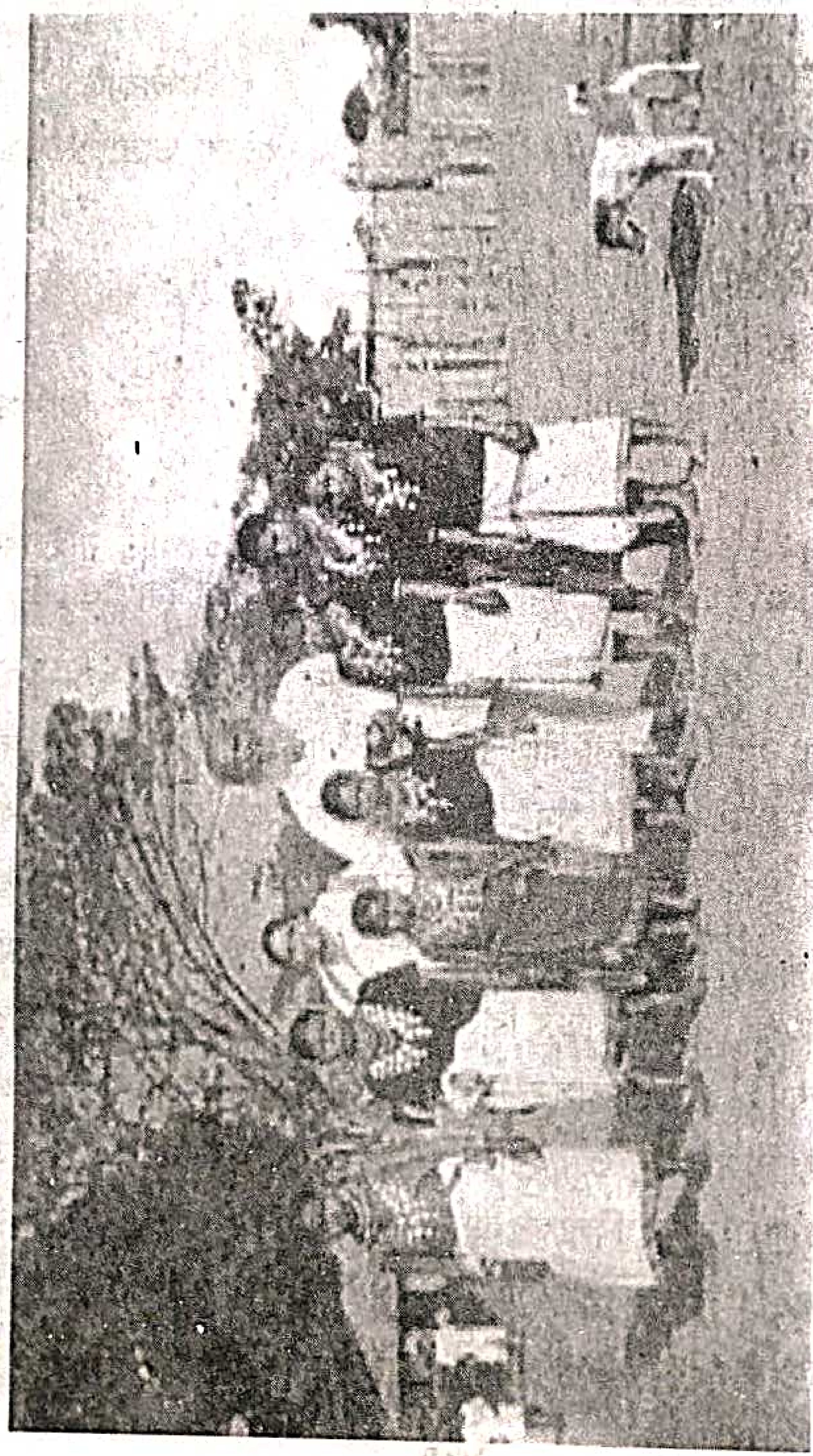
কতিপয় শিক্ষিত পাহাড়ী পুত্র-কন্যাসহ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। তাঁহার বামে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

 COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD



কতিপয় পাহাড়ী শিষ্যাসহ শ্রীশ্রীবাবামণি। তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।





কতিপয় পাহাড়ী শিষ্যাসহ শ্রীশ্রীবাবামণি। তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

ওখানে আমার ভ্রমণ-তালিকা হয় নাই। যেখানে পাহাড়ীরা শতকরা একশত জন বাস করে, সেই সব অঞ্চলেই আগামী কয়েক বৎসর আমার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা। ঐ অশিক্ষিত অবজ্ঞাত পাহাড়ীদের কোন্ তরুণ কৈশোরে যে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম, সেই ভালবাসাটাকে আর মন হইতে উৎপাটিত করিতে পারিতেছি না। তাই ছুটিয়া ছুটিয়া পাহাড়ীদের মধ্যে যাই।

কিন্তু একটামাত্র শরীর লইয়া আমি প্রত্যেকটি পাহাড়ে যাইতে পারি না। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককেও কাজে লাগিতে হইতেছে। নিজ নিজ অঞ্চলে শত শত পাহাড়ীর মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাও। উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিলে উন্নতি লাভে আর বিলম্ব হয় না। সদ্বুদ্ধি অনেকেই দিতে পারেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা না জাগাইতে পারিলে ইহার কোনও সার্থকতা নাই। বিষণ্ণ মলিন মুখ লইয়া যে সকল পাহাড়ীরা আমার নিকট আসিয়াছে, তাহাদের অনেকের ভিতরে আমি জ্বলন্ত ভাস্কর দেখিয়াছি। তোমরা তোমাদের আত্মপরিচয় জান না, এইজন্য তোমাদের অভ্যুদয়ে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৭৬)

হরিওঁ কলিকাতা
শ্রীমান্ জয়মঙ্গল রিয়াং চৌধুরী ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৭০
তৈসামা।

স্নেহের বাবা জয়মঙ্গল

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এক বৎসরের অধিককাল হইল তোমাদের নিকটে পত্র লিখিতে পারি নাই। পুপুন্‌কী আশ্রমের অস্তিত্ব লইয়া এমন সঙ্কট চলিয়াছে যে, অন্য দিকে মন দিতে পারি নাই। সারা দিন এখানে গাধার অধিক খাটি, সন্ধ্যার পরে বাতি জ্বালিয়া বসিলাম ত' পোকার যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর জ্বালা করে, তবু শত শত পত্রের জবাব দেই। কিন্তু আমার নিয়োজিত কর্ম্মীরা তোমাদের অঞ্চলে রিয়াং, চাকমা, হালাম প্রভৃতি জাতির ভিতরে কাজ করিয়া যাইতেছে ভাবিয়া আমি কতকটা নিশ্চিন্তও ছিলাম। তাই তোমাদের কাছে পত্র লেখা হয় নাই।

এবার তোমরা নিজেরা কাজে নামো। নিজ নিজ বাসগৃহ হইতে পঁচিশ মাইল পরিধির ভিতরে যত পার্ব্বত্য বস্তি পড়ে, সবগুলিতে তোমরা ভগবানের মঙ্গলময় নামের ধ্বজা নিয়া উপস্থিত হও। পাহাড়ীদের মধ্যে যাহারা বাংলা বোঝে, তাহাদের অঞ্চলে কাজ করিবার জন্য বাঙ্গালী সহকর্ম্মী নিয়া যাইও। তোমাদের স্বজাতীয় গুরুভাইদেঁর মধ্যে যাহারা জ্ঞানী ও উৎসাহী, তাহাদের সর্ব্বশক্তিকে এই কাজে

নিয়োজিত করিও। তোমাদের মধ্যে পুনরায় ছুটিয়া আসিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল কিন্তু পুপুন্‌কীর বিপদ দূর না হইতে কোনও দিকেই দীর্ঘ সময়ের জন্য আসিতে পারিতেছি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

— ঃ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ঃ —

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যি ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।



COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

বন-পাহাড়ের চিঠি

(সচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০